

श्रिंग क्लय



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 43 Issue ● 14 February, 2022, Monday ● ১ ফাল্লন, ১৪২৮, সোমবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

ञज्भा, जिका किथा !

অর্থ বছরে যে বারোটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল, তার তিনটিতে কাজই শুরু হয়নি। অর্থবছরের মাঝামাঝি কয়েকটি প্রকৃত অর্থে কতটুকু কী হয়েছে, তা নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন আছে। হবে আগামী অর্থ বছরের বাজেট। বসবে ১৭ মার্চ।বিধানসভা ভোটের আগে এটাই শেষ বাজেট ধরে

প্র**তিবাদী কলম প্রতিনিধি,** নেওয়া যায়। সেই বাজেটে আগরতলা,১৩ ফেব্রুয়ারি।।চলতি লোকরঞ্জনমূলক প্রকল্পের ঘোষণা থাকবে, সহজেই আন্দাজ করা যায়। সরকার কল্পতরু হয়ে উঠছে. এমন আবহ তৈরি করার জন্য নানা প্রকল্পের ঘোষণা হতে পারে।সেসব প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলেও প্রকল্প কতটুকু বাস্তবায়িত হল, তা বুঝতে বুঝতে ভোট পার হয়ে যাবে, চলে আসবে নতুন মন্ত্রিসভা। মাসখানেক সময়ের মধ্যে পেশ যেসব প্রকল্প গত বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেসব বারোটি প্রধান বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন প্রকল্পের তিনটি এখনও এগোয়নি এক ইঞ্চিও। তারমধ্যে একটি হচ্ছে মুম্বাইয়ে টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার

হসপিটাল'র কাছাকাছি একটি ত্রিপুরা ভবন করা। আগরতলায় একটি রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতাল রেখেও বহু রোগীকেই ঋণ নিয়ে, বাড়িঘর বন্ধক দিয়ে, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তলে মুম্বাইয়ে দৌড়াতে হয়। ক্যান্সার চিকিৎসায় দীর্ঘদিন থাকতেও হয় সেখানে। রোগী কিংবা তাদের পরিবারের লোকজনের জন্য মুম্বাইয়ের খারঘর এলাকায় একটি ত্রিপুরা ভবন চালুর প্রকল্পের কথা বলা হয়েছিল ২১-২২ বছরের বাজেটে। সেই প্রকল্পে এখনও হাত

ফ্ল্যুগশিপ প্রকল্প

- ক্যান্সার রোগীদের জন্য মুম্বাইয়ে ত্রিপুরা ভবন
- এক চত্বরে সব সরকারি অফিস
- পুলিশের সদর দফতরের জন্য নতুন বাড়ি

পড়েনি, অন্তত কোনও ত্রিপুরা ভবন খেয়ে আসতে হয়। আরেকটি প্রকল্প সেখানে চালু হয়নি। অনেক বছর ধরেই মুস্বাইয়ে দৌড়াচ্ছেন রোগীরা, বেশ কয়েকবার এরকম একটি ভবন হবে বলে শোনা গেলেও, এখনও তেমন কিছু হয়নি ৷ত্রিপুরা ভবন'র প্রসঙ্গে বলা যায়, বিজেপি আসার পর ঘর ভাড়া বেড়ে গেছে বহুগুণ, তারচেয়ে কম টাকায় বেসরকারি হোটেলও পাওয়া যায় এই ডিজিটাল যুগে। ঘর ভাড়া বাড় লেও, পরি সেবা পাল্টায়নি ৷খাওয়ার জন্য বহু আগে বলে রাখতে হয়, অথবা বাইরে

ঘোষণা করা হয়েছিল যে পুলিশের সদর দফতরের জন্য নতুন অফিস বাড়ি তৈরি করা হবে। সেই অফিস বাডির কাজের কোনও দেখা নেই। পুরানো একটি বাড়িকে জোড়াতাপ্পি দিয়ে, আগে যেখানে মিউজিয়াম ছিল, পশ্চিম মহিলা থানা, সদর এসডিপিও অফিস চলছে। পশ্চিম আগরতলা থানার চেহারা বাইরে থেকে যাই হোক,ভেতরের অবস্থা সঙিন। পুলিশ সদর এবং তার পাশের পুলিশেরই অন্যান্য অফিস কিংবা বাড়িতে যা পরিকাঠামো

আছে, তাতে পুলিশের কাজের বহর বাড়ায় অনেক কিছুরই জায়গা নিয়ে টানাটানি আছে। তাছাড়াও, সদর দফতর এক জায়গায়, স্পেশাল ব্রাঞ্চ আরেক জায়গায়, সাইবার সিক্যুরিটি আরেক জায়গায়, ছড়ানো-ছিটানো অবস্থা। পুলিশের আধুনিকীকরণ যেমন জরুরি, নিছক অফিস বাড়ির পরিধি বাডানোও জরুর বলে মন্তব্য করেছেন এক ডিআইজি স্তবের অফিসার। তার মতে. একসাথে ৫০/৬০ অফিসারকে বসিয়ে কোনও প্রশিক্ষণ 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

সাত পরিবারে ১০০ দিনের কাজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১৩ ফেরুয়ারি।। সারা রাজ্যে যখন গড়ে ৬২ দিনের কাজ হয়েছে রেগা প্রকল্পে, মজলিশপুরের তিনটি গ্রামে সাত

পরিবারের ১০০ দিনের কাজ পাওয়া হয়ে গেছে, চলতি অর্থ বছরে আর তাদের কাজ চাওয়ার কিছু নেই। সেই গ্রামগুলিরই অন্যান্য পরিবার ১০০ দিনের কাজ পাওয়া থেকে অনেক দূরে আছে। পূর্ব কোবরাখামারে তিন পরিবার, দক্ষিণ কারির বাজার ও দক্ষিণ মহেশপুর গ্রামে দু''টি করে পরিবার রেগা প্রকল্পে কাজ পেয়েছেন ১০০ দিন করে। মোটামুটি সমানভাবেই অন্যান্য পরিবারেরও কাজ পাওয়া উচিৎ ছিল, তা হয়নি। এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, কী করে মাত্র সাত পরিবার বছরে যত কাজ পেতে পারে একটি পরিবার, তার সবটাই পেয়ে গেছে। অন্য পরিবারের ক্ষেত্রে তেমন কেন হল না, সেই প্রশ্নের সাথে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে অভিযোগ, প্রভাবশালী হলে এই আমলে সবই সম্ভব। রেগা প্রকল্পের কাজ নিয়ে অভিযোগের

রাজনৈতিক খোঁচায় নিজের গায়েই কাদা মাখলেন রতন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দলবদল প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, অতীতে দেখা আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এদিন চালুনি যদি সুচের ছিদ্রান্বেষণ করে তাদেরকে সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে



থাকে তাহলে তাকে আধুনিক কালিদাস বলে বিদ্রুপ করেন অনেকে। অনেকে আবার বলে থাকেন ভণ্ডের যাঁড়। কিন্তু চলমান রাজনীতির ব্যাখ্যায় রাজ্যের নাথ পুলকিত হয়েছেন। বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী যখন ভবিষ্যৎদ্রস্তা হয়ে এই কাজটি তারা ভালো করেছেন উঠেন কিংবা অতীত ইতিহাস টেনে সমালোচনাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যান যেখানে তিনি ভূলেই যান তার নিজের গায়ের কাদামাখা পাঞ্জাবি এরপর দুইয়ের পাতায় । বদলের কথা। সুদীপ রায় বর্মণ'দের

কাৰ্যত অতি কথনে নিজেকেই গাড্ডায় ফেলেছেন। সুদীপবাবুরা বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে বিজেপি ত্যাগ করায় শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল এবং তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক আগের মতোই বজায় থাকবে। তিনি চাইবেন এই সম্পর্ক আগামীদিনে আরও সদৃঢ হতে। এখানেই বক্তব্যের ঝোল টেনে

গিয়েছে কোনও কোনও রাজনৈতিক নেতা বিধায়ক পদ ধরে রেখেই অন্য দলের হয়ে কাজ করেছেন। সুদীপবাবুরা অন্তত এমন অনৈতিক কাজটি করেননি। কিন্তু অতি কথনের বক্তব্যের ঝোল টানতে গিয়ে রতনবাবু সেই ঝোল তার আস্ত পাঞ্জাবিতে ফেলে দিয়ে সেই সাদা পাঞ্জাবিতে যেভাবে গুঁড়ো লক্ষা আর জিরা-হলুদের দাগ লাগিয়েছেন, তা থেকে শেষ পর্যন্ত দুর্গন্ধ বেরোনোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কারণ, কংগ্রেস বিধায়ক থাকাকালীন সময়ে সুদীপবাবুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই তৃণমূলে যোগ দিয়ে বিধায়ক পদ বাঁচিয়েছিলেন। বিধায়ক সংখ্যার জোরে তৃণমূলে যেমন তারা বিধায়ক ছিলেন, তেমনি বিজেপিতে যোগ দিয়েও তারা বিধায়কই ছিলেন। পদত্যাগ করতে হয়নি। কিন্তু রতনবাবু কংগ্রেস বিধায়ক থেকেই কংগ্রেস ভবনে না গিয়ে বিজয় কুমার চৌমুহনিস্থিত বিজেপি প্রদেশ অফিস এবং

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। শিক্ষা

দফতরে শুধু এনজিওরাজই নয়, এবার খোদ শিক্ষালয় বেচে দিচ্ছেন শাসক দলের নেত্রী। অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রীর বরাভয় আর স্থানীয় মণ্ডলের উৎসাহেই এমন কাণ্ড ঘটাতে পেরেছেন এলাকার খোদ গ্রামপ্রধান। নইলে শিক্ষা দফতরের অধীন সোনামুড়ার ইউএনসিনগর এসবি স্কুলের তিনটি বিল্ডং কিভাবে বেচে দিতে পারেন গ্রামপ্রধান। স্কুলে নতুন দিতিল ভবন নিৰ্মিত হবার সুবাদে পুরোনো স্কুলবাড়ি ভেঙে ফেলা হবে এটাই নিয়ম। কিন্তু এই পুরোনো স্কুলবাড়ি বিক্রি করার অধিকার নিশ্চিতভাবেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। বলা ভালো বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির। নির্দিষ্ট প্রথা মেনে বিক্রির জন্য টেন্ডার হওয়ার কথা। নিদেনপক্ষে স্থানীয় ভিত্তিতে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রি করার কথা বিদ্যালয় পরিচালন

বিদ্যালয় বেচে

দিলেন প্রধান প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,



কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে। কিন্তু কাউকে কিছু না জানিয়ে একেবারে ঘুমে রেখে বিদ্যালয়ের তিনটি বিল্ডিং মাত্র ত্রিশ হাজার টাকায় বেচে দেওয়ার পেছনে বড়সড় দুর্নীতিচক্র কাজ করছে বলে প্রাপ্ত অভিযোগে জানা গেছে। শাসকদলীয় সংঘাতে সোনামডার মতিনগরে এবার শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। যার জেরে খোদ শাসক দলেই এবার সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, প্রধান এবং উপপ্রধানের সংঘাত এবার পঞ্চায়েতের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। মতিনগর থাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইউএনসি নগর এসবি স্কুলের তিনটি বিল্ডিং ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয়। প্রধানের 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়



প্রতিটি পরিবারের সাথে পরম-আত্মীয়তার বন্ধনে আস্টে-পৃষ্ঠে জুড়ে রাখে। নাগরিকদের সুচিন্তিত মূল্যবান অভিমত সরকারের কার্যপ্রণালী রূপায়ণে দিশা-নির্দেশক। সমগ্র রাজ্যের সার্বিক কল্যাণার্থে নিরন্তর কর্মব্যস্ততার মাঝেও, যথার্থ মূল্যায়ন দ্বারা নাগরিক সমস্যার চিহ্নিতকরণ ও প্রাধান্যের ভিত্তিতে তার নিরসনে, আমরা সংকল্পবদ্ধ। রেশন সামগ্রীর বর্ধিত প্রকার থেকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পর্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে সমস্ত পরিষেবা প্রদানের দ্বারা নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণে রাজ্যব্যাপী অবিশ্রান্ত কর্মযজ্ঞ চলছে। রবিবার বনমালীপুর কেন্দ্রের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকদের প্রাত্যহিক বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত জেনেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এন্টান মাতাল চরিত্রহীন ঃ হংস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। তিপ্রা মথা'র মুখপাত্র অ্যান্টনি দেববর্মা একজন মদ্যপ চরিত্রহীন। প্রায়শই রাতের বেলা মাতাল হয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারপিট করে, আর নেশা চলে গেলে দোষ চাপায় বিজেপির উপর।এই বক্তব্য, এডিসির বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপির জনজাতি মোর্চার ধলাই জেলা সভাপতি হংস ত্রিপুরার। সম্প্রতি তিপ্রা মথার মুখপাত্র তথা এমডিসি অ্যান্টনি দেববর্মা বিজেপি কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত এবং আহত হয়েছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তার জবাব দিতে গিয়ে গত শনিবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরেশ্বরী'র মন্দিরে ঘন ঘন হাজিরা দিচ্ছেন ডানপন্থী রাজনৈতিক নেতারা। শাসক বিজেপি'র নেতারাই যখন-তখন ছুটে যান সেখানে পূজা দিতে। রাজ্যের বাইরে থেকে বিজেপি নেতার যারা আসেন তারাও উদয়পুরে 'মাতাবাড়ি'-তে পূজা দিয়ে যান। বামেরা ক্ষমতায় থাকার সময়েও 'মাতাবাড়ি'র অনুষ্ঠানে বাম বিধায়ক ব্যস্ত থাকলেও পূজা দিতে ঘন ঘন তারা যান না। ডানপন্থী নেতাদের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে যাওয়া-আসা তাদের ধর্মীয় রাজনীতিতে শান দেওয়ারই অংশ। মানুষের কাছে 'চল পাল্টাই'র আহ্বান রেখে মানুষের ভোটে ক্ষমতায় এলেও, দৈব ক্ষমতাই যেন মুখ্য, সেই আশীর্বাদে তাদের জয়, এরকম বলায় তাদের কোনও আমতা আমতা নেই। বিজেপিতে ঘর করে আসা সদীপ রায় বর্মণ রবিবারে হিন্দদের একান্ন শক্তিপীঠের এক পীঠ এই মন্দিরে প্রজো দিতে গেলেন। দিল্লিতে তার পুরানো দল কংগ্রেসে ফিরে শনিবারেই রাজ্যে এসেছেন। এই মন্দিরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, প্রায় সোয়া পাঁচশো বছরের পুরানো এই মন্দিরে যেকোনও ধর্ম অনুসারী মানুষই যেতে পারেন, কোনও নিষেধ নেই। সুদীপের টিমে এক সময়ে থাকা, মন্ত্রিত্ব পেয়ে চলে যাওয়া রামপ্রসাদ পাল মন্তব্য করেছেন, মা ত্রিপরেশ্বরী মায়ের ইচ্ছাতেই সদীপ রায় বর্মণরা কংগ্রেসে গেছেন, আরও কিছু হবে, তাও ত্রিপুরেশ্বরীর কোনও না কোনও শক্তিতেই তা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী'র বাড়ি উদয়পুরে, তিনিও এই মন্দিরে ঘন ঘন যান। নিজের ব্যক্তিগত কোনও বিশেষ দিনে বা ২০১৮ সালে ভোটের সময়ে তিনি গেছেন সেখানে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউই বাদ নেই। সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকও প্রায়ই মা-কে দর্শন দেন। ২০১৮ সালে ভোটের আগে আইন সংশোধন করে চাকরি বাঁচিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যাওয়া আসামের মুখ্যমন্ত্রী আসামের ভোটের পর শুধু সেই মন্দিরে যাওয়ার জন্যেই ত্রিপুরায় এসেছিলেন। অভিযোগ আছে,

ALL IN ONE বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত না-হয়ে 'পারুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিন্ন

নেতা-মন্ত্রীদের জন্য অসময়েও ত্রিপুরেশ্বরীকে জাগানো হয়েছে। সুদীপবাবুরা 'মাতাবাড়ি'তে গেলেন আশীর্বাদ চাইতে, যেন বিজেপিকে পরাস্ত করে ক্ষমতায় আসতে পারেন ২০২৩ সালে। সুদীপবাবুরাও যাওয়া-আসা নিয়মিত শুরু করলে এবং ভোটে জেতার আবদার নিয়ে গেলে ত্রিপুরেশ্বরী কাকে রেখে, কাকে জয়যুক্ত করবেন! কালীসাধক রামকৃষ্ণ নাকি বলেছিলেন, 'মঙ্গলবার বা শনিবার মা'র কাছে যা চাইবে তাই পাইবে'। কালীর কাছে নিবেদন করলে মনের বাসনা পূরণ হবেই। ভোট আসতে আসতে রাজনেতাদের ভিড়ে ত্রিপুরেশ্বরী বিশ্রামের নিস্তার পাবেন কিনা, সেই সন্দেহ যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনি 'সন্তানসম' কাকে তিনি বেজার করবেন! কালীসাধক রামকৃষ্ণের • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আরএসএস এখন থেকেই অনিয়মিত হয়ে পড়া "সেবকদের"

আগরতলা,১৩ ফেব্রুয়ারি।। বাম শক্তিকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে আরএসএস টলমল সময়ে ত্রিপুরা বিজেপি'র পাশে দাঁডাচ্ছে। রবিবার আগর তলায় আরএসএস'র বিভিন্ন শাখার মিটিং হয়। সদীপ রায় বর্মণ, আশিস সাহা বিজেপি ছেড়ে যাওয়ায় নির্বাচন হলে বিজেপি'র পেছনে

ডেকে পাঠানো হয়েছে। অন্তত দুইটি এমন মিটিংয়ে সরকারি কর্মচারী এক-দুইজন ছিলেন বলে সত্রের দাবি। আরএসএস কর্মীদের বলা হয়েছে, তাদের কেউ বিজেপি'র কর্মকর্তা নাও হতে সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস সাহা'রা কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে গেলেও, তারা আরএসএস-এ নাম লেখেননি। এমন আরও অনেকেই আছেন যারা কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে গিয়ে জয়ী হলেও বা বিজেপি'র পদ নিলেও

বিজেপি'র পেছনে অভিভাবক হিসাবে দাঁডাচেছ। রাজ্যে বিজেপি'র পরিচালনার সাথে আরএসএস'র কিছু পার্থক্য থাকলেও, এখন সে সব হিসাবে না নিয়ে বিজেপিকে আবার ক্ষমতায় আনাই প্রধান কাজ তাদের। মূলত মার্কসবাদীদের আদর্শিক চ্যালেঞ্জ আরএসএস'র কাছে বড চ্যালেঞ্জ। ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির জন্য বাম এরপর দুইয়ের পাতায়

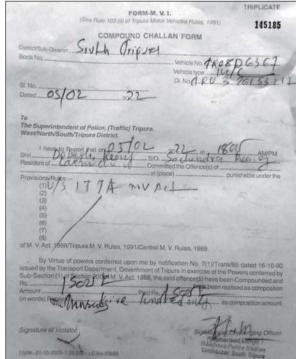
তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা

পারেন, বিজেপিতে সরাসরি নাও আরএসএস-এ জডাননি। তাদের "নিমন্ত্রণ" দিতে নির্দেশ দেওয়া থাকতে পারেন, কিন্তু এখন হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় না বিজেপিকে এগিয়ে দিতে হবে। আরএসএস খুঁটি হয়ে দাঁড়াবে। সরকার পাঁচ বছরে কী করেছে, তার থাকলে বাম শক্তি ক্ষমতা দখল করবে, মূলত এই আশঙ্কা থেকেই আরএসএস মাঠে নেমে পডেছে। হিসাব নেওয়ার সময় এখন নয়। শক্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। তবে কি প্রকাশ্যেই ঘুস খেতে শিখে গেছেন সদ্য চাকরি পাওয়া পুলিশ আধিকারিকরাও? প্রবেশন পিরিয়ডেও সাধারণ নাগরিকদের থেকে ঘুস নিচ্ছেন এলোপাথারি? প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশ 'পাগলের মেলায়' ডুবে আছেন? নিন্দুকেরা বলছেন, হ্যাঁ

জরিমানা ১৫০০ কোষাগারে ৫০০!

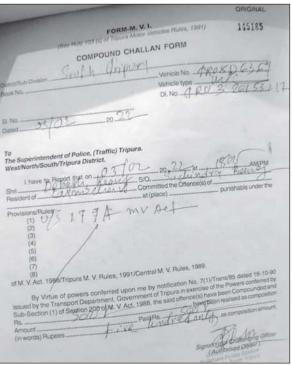
তাই। এই পত্রিকা দফতরের কাছে যে নথি এলো তাতে স্পষ্টত প্রমাণিত যে, রাজ্য পুলিশের বহু আধিকারিকরা ট্রাফিক আইন বা অন্যান্য আইন উল্লঙ্খনের নামে নাগরিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন চালান ফর্ম-এ যে জরিমানা কাটেন তা আদতে জমা পড়ে না সরকারের খাতায়। জরিমানা যতটা কাটা হয়, তার এক তৃতীয়াংশ ঢুকে যায় পুলিশ



কম্পাউন্ড চালান ফর্ম-এ ১৫০০ টাকা জরিমানা কাটা হয়।



শিব শংকর সাহা, পিএসআই আধিকারিকদের পকেটে। বাকি একটি অংশ সরকারের খাতায় জমা পড়ে। এমনই একটি ঘটনা রাজ্য পুলিশের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করলো। ১৫০০ টাকা জরিমানা কেটে সরকারের খাতায় জমা পড়লো ৫০০ টাকা। বাইখোড়া থানার এক পুলিশ আধিকারিক এই ঘটনায় প্রকাশ্যে জড়িয়ে পড়লেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ • এরপর দুইয়ের পাতায়



একই কম্পাউন্ড চালান ফর্ম-এর প্রতিলিপিতে ৫০০ টাকা জরিমানা।

সোজা সাপ্টা

তৃতীয় শক্তি

সে বামেরা হউক বা তিপ্রা মথা। রাজ্য রাজনীতিতে এদের ভেসে থাকা বা ক্ষমতায় আসার জন্য এখন তৃতীয় শক্তি বা তৃতীয় সহযোগী প্রয়োজন। ২০১৮-এ বিধানসভায় ১৬টি আসন জেতা হলেও ২০২৩-এ একা বামেদের পক্ষে ক্ষমতায় আসা অসম্ভব। তেমনি মথা এডিসি-তে জিতলেও ২০২৩-এ একা বিধানসভা দখল অসম্ভব। এই অবস্থায় তৃতীয় শক্তির প্রয়োজন। কংগ্রেসও জানে পাহাড়ে মথা আর সমতলে বামেরা বিরুদ্ধে থাকলে বিজেপি-কে ক্ষমতাচ্যুত করা কঠিন। সুতরাং প্রয়োজন জোট বা যৌথভাবে ভোটে লড়াই করা। সে আসন সমঝোতা হউক বা অন্য অঙ্ক। ২০১৮ নির্বাচনে বিজেপি-র অন্যতম অক্সিজেন ছিল আইপিএফটি। বিজেপি একা ৩৬টি আসন পেলেও এর পেছনে আইপিএফটি-র দান ছিল। তবে এবার অর্থাৎ ২০২৩ বিধানসভা ভোটে বিজেপি-র জোট সঙ্গী কোন দল হয় তাও গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপি নিশ্চয় ক্ষমতা হারাতে চাইবে না। সেক্ষেত্রে বিজেপিও সঙ্গী চাইবে। মথা যদি আইপিএফটি-কে দুর্বল করে দিতে পারে তাহলে বিজেপি-র নজর থাকবে মথা-তে। আর কংগ্রেসও চাইবে মথা-কে। নিশ্চিতভাবে বলা চলে, ২০২৩ ভোটের ময়দানে কংগ্রেস, বিজেপি বা বামেরা তিপ্রা মথা-কে চাইবে। রাজনৈতিক মহলের দাবি, মথা-ই হতে পারে ২০২৩ বিধানসভা ভোটে তুরুপের তাস। এখন দেখা, রাজবাড়ি শেষ পর্যন্ত কোন দলের সঙ্গে ভোটে যায়।

খুঁজে পেলো পুলিশকর্তা

ফাঁডির ওসি মঙ্গেশ পাটারী জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তারা নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে পেরেছে। সজল দাসের বাডিতে নেশা সামগ্রী মজত আছে বলে পলিশের কাছে খবর ছিল। সেই খবরের ভিত্তিতেই পুলিশ সজল দাস ও সুমন সাহাকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, এর সাথে যুক্ত আরেকজনকেও পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। এদিকে পশ্চিম থানার পুলিশ বটতলায় অভিযান চালিয়ে জয়ার সামগ্রী-সহ টাকা পয়সা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে, এয়ারপোর্ট থানার পুলিশও নারায়ণপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫ জুয়াড়িকে আটক করে। রাজীব দত্তের নেতৃত্বে নারায়ণপুর এলাকায় মোবাইল ফোনে জুয়ার আসর বসে বলে দাবি পুলিশের। সেখান থেকে এদিন ৫জনকে আটক করার পাশাপাশি তিন হাজার ১৬০ টাকাও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। পশ্চিম থানার পুলিশ জানিয়েছে, বটতলা থেকে জুয়াড়ি আটক করে ১২২৫ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এই ধরনের অভিযান আগামীদিনেও চলতে থাকবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়। গত কয়েকদিন ধরেই আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের অভিযান জারি রাখা হয়েছে। পুলিশের দাবি, এই ধরনের অভিযান আগামীদিনেও চলতে থাকবে। তবে বটতলা-সহ গোটা এলাকায় নেশা সামগ্রীর বাড়বাড়ন্তে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ।

গ্রেফতার যুবক

• আটের পাতার পর - যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও স্বর্ণালঙ্কার না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই ভাড়াটিয়া। পুলিশ সন্দেহভাজন চারজনকে জেরা করে সেই মামলার তদন্ত অনেকটাই গুছিয়ে আনতে পেরেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সায়ন স্বীকার করেছে ওই স্বর্ণালঙ্কার এক দোকানে ৪৭ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে।

চালক

• আটের পাতার পর - যদি তিনি সঠিকভাবে টাকা রোজগার করে থাকেন তাহলে বৈধ নথি দেখিয়ে অবশ্যই তা ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু শান্তিরবাজার থানায় তারা কোন নথি দেখাতে পারেননি। প্রাণেশ ভৌমিকের বাবাও ঘটনার খবর পেয়ে সাব্রুম থেকে শান্তিরবাজার ছুটে আসেন। তিনিও কোন নথি দেখাতে পারেননি। তাই গোটা বিষয়টি নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে।

 সাতের পাতার পর বাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চাপে এখন হয়তো আর এই সুযোগটা পান না। তবে ক্রিকেট যে তার অন্যতম ভালোবাসার জায়গা সেটা এদিন ব্যাট হাতে বুঝিয়ে দিলেন। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেছেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন টিসিএ-র কোষাধ্যক্ষ তাপস ঘোষ, কাউন্সিলার লতা নাথ সহ অন্যান্যরা।

পর্যদকেই

• সাতের পাতার পর অভিজ্ঞতায় নাকি এই বছর (২০২১-২২) অধিকাংশ ক্রীড়া সংস্থা আর জেলা ও রাজ্যভিত্তিক আসরের কোন আওয়াজ তুলতে নারাজ। কেননা তারা নিশ্চিত যে, এক লক্ষ টাকা খরচ করলে তাদের হয়তো ২৫ হাজার টাকা মিলবে। জানা গেছে, গত কয়েক মাস আগে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার কোন অনুদান নাকি এখনও পাওয়া যায়নি। আরও মজার ঘটনা, যারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রাজ্য আসরের মূল দায়িত্বে ছিল তাদের নাকি রাজ্য সংস্থা মাত্র ২০ হাজার টাকা দিতে সক্ষম হয়। তারপরও ক্রীড়া পর্যদের কোন টাকা নাকি পায়নি রাজ্য সংস্থা।সবমিলিয়ে এটাস্পষ্টযে,রাজ্ঞে সরকার বদলের পর রাজ্য ক্রীড়া পর্যদের কাজকর্ম এক প্রকার খেলাধুলাহীন। পুরোপুরি এনএসআরসিসিকেন্দ্রীক হয়ে পড়েছে রাজ্য ক্রীড়া পর্যদ। যা এই সরকারের ক্রীড়াক্ষেত্রে নজিরবিহীন ব্যর্থতা বলা চলে।

মানুষের পেটে লাথি

• **আটের পাতার পর** - জারি হয়েছিল তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। কেউ কেউ বলছেন, টাকার জন্য কোম্পানিগুলিকে চাপ দেওয়া হয়েছে। আবার কেউ বলছেন, শান্তির পরিবেশ এবং উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিতেই এই প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক কারণ যা-ই হোক না কেন হুমকির জেরে এখন বহু পরিবার কাজ হারিয়েছে। সেই সব সংস্থায় কর্মরত অধিকাংশরাই বহির্রাজ্যের। রাজ্যেরও অনেক শ্রমিক এই কাজের সাথে যুক্ত। এছাড়া অনেক গাড়িও কাজের সাথে যুক্ত ছিল। সব কিছুই এখন স্তব্ধ হয়ে আছে হুমকির জেরে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে কোনও কথা বলা হয়নি। এমনকী পুলিশও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ।

জিতলো এগিয়ে চল সংঘ

 সাতের পাতার পর অনেকটাই এগিয়ে ছিল লালবাহাদর। যদিও প্রথমার্ধে কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লালবাহাদুর ফ্রি কিক পায়। সুবন সূত্রধর-র অসাধারণ ফ্রি কিক এগিয়ে চল সংঘের গোলকিপারকে পরাস্ত করেও ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। এরপর লালবাহাদুরের খেলায় দাপট ছিল বেশি। সেই অর্থে কোন সহজ সুযোগ তৈরি করতে না পারলেও বেশ কয়েকবার এগিয়ে চল সংঘের বক্সে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় লালবাহাদুর। ম্যাচের ৮২ মিনিটে একটি সেটপিস আক্রমণ থেকে সুযোগ এসেছিল এগিয়ে চল সংঘের কাছে। ব্যাকভলিতে গোল করার চেষ্টা করেছিল অ্যারিস্টাইড। তবে তার চেষ্টা সফল হয়নি। তার ১ মিনিট পরই সুযোগ আসে লালবাহাদুরের কাছেও। ধানলাল কিমা-র শট বাইরে চলে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে দুইটি পরিবর্তন করে লালবাহাদুর। এই পরিবর্তনের পরই তাদের খেলার সেই আঁটোসাঁটো ভাবটা উধাও হয়ে যায়। ফলে শেষ লগ্নে এগিয়ে চল সংঘের সামনে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি হয়। ৪০ মিনিটে গোল করার সুযোগ হাতছাড়া করে দেবাশিস রাই। ম্যাচ নিশ্চিতভাবেই ড্র-র দিকে গড়াচ্ছিল। অন্যরকম কিছু হবে তা কারোরই মাথায় ছিল না। এরকম সময় হঠাৎ গোল করে বসে এগিয়ে চল সংঘ। ম্যাচের ৯১ মিনিটে কাগালি অনল-র কাছ থেকে বল পেয়ে এগিয়ে চল সংঘ-কে এগিয়ে দেয় ভক্তসাধন জমাতিয়া। জীবনের অন্যতম সেরা গুরুত্বপূর্ণ গোলটি করলো ভক্তসাধন। এরপর লালবাহাদুরের কাছে গোল শোধ করার আর কোন সময়ই ছিল না। ফলে ভাগ্যক্রমে ম্যাচ জিতে যায় এগিয়ে চল সংঘ। রেফারি অভিজিৎ দাস এগিয়ে চল সংঘের মনোজিৎ সিং বড়ুয়া এবং লালবাহাদুরের বিশাল ছেত্রী, বালকসাধন জমাতিয়া-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

ম্যাচ দেখে খুশি দর্শকরা

 সাতের পাতার পর
তাহলে কোচ আছেন কি কারণে? রাজীব-কে পুরোনো ফর্মে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তো কোচেরই নেওয়া উচিত ছিল। কোন নতুনত্বই দেখা গেলো না এই কোচের কোচিং-এ। প্রতিনিয়ত ফুটবল এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ তিনি এখনও মান্ধাতার আমলে পড়ে আছেন এরকম একটি অসাধারণ দলকেও কষ্ট করে জিততে হচ্ছে। এগিয়ে চল সংঘের মাঝমাঠ বলতে এদিন প্রায় কিছুই ছিল না। অথচ কোচ দিব্যি বলে দিলেন মাঝমাঠ ভালো খেলেছে। অ্যারিস্টাইড-কে এদিন কড়া পাহারায় রেখেছিল লালবাহাদুরের ফুটবলাররা। নড়তেই দেয়নি তাকে এদিন। এই সময় তার খেলার ধরণে পরিবর্তন আনা জরুরি ছিল। কিন্তু কোচ সেরকম নির্দেশ দেননি। ফলে ছন্নছাড়া খেললো এগিয়ে চল সংঘ। ভাগ্য এদিন তাদের সাথে থাকলেও সব সময় এমন হবে তা কিন্তু নয়। আর এগিয়ে চল সংঘ-র মতো বড় বাজেটের দল যদি চ্যাম্পিয়ন না হতে পারে তবে আগামীতে হয়তো বড় দল গড়ার পথে হাঁটবে না কর্মকর্তারা। ফুটবল দলের সাফল্যের পেছনে কোচের অপরিসীম ভূমিকা আছে। এগিয়ে চল সংঘের কোচকেও সেটা মাথায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

সাত পরিবারে ১০০ দিনের কাজ

• প্রথম পাতার পর নেই। মজুরি পাওয়া নিয়ে অফিস ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ, কিছুই বাদ যায়নি। বছরে গড়ে কাজ কমে যাওয়ার অভিযোগ তো রয়েছেই। সবচেয়ে বড় অভিযোগ, টালা লোপাট ও অনিয়ম করে তা খরচ করার। সম্প্রতি জেলা শাসকদের প্রতি কড়া নির্দেশ জারি করা হয়েছে যে, যদি লোপাট হওয়া ও অনিয়মে খরচ হওয়া টাকার অন্তত অর্ধেক উদ্ধার না করা যায়,তবে আগামী অর্থ বছরে কেন্দ্র ত্রিপুরায় রেগা প্রকল্পে মঞ্জুরি নাও দিতে পারে। টাকার গরমিলের পরিমাণ কোটি কোটি টাকা। সোশ্যাল অডিটকে পঙ্গু করে দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেস্টা করেও সামাল দেওয়া যায়নি। কেন্দ্র বারে বারে ত্রিপুরা সরকারকে বলেছে যে গরমিল ঠিক করতে। দৈনিক মজুরির পরিমাণ ৩৪০ টাকা করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল ২০১৮ ভোটের আগে, ভোটে জিতে বিজেপি সেই পথে যায়নি, উলটো গড়ে দৈনিক মজুরির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯০ টাকায়। তিন গ্রামে মাত্র সাতজনের ১০০ দিনের কাজ পাওয়া িনয়ে অসন্তোষ জমেছে অন্য পরিবারগুলির মধ্যে।

অপ্রতুল সেচঃ অনাবাদিশত শত কানি জমি রৌয়া চারুপাশার কৃষকদের রোদনভরা দিনলিপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা ১৩ ফেব্রুয়ারি।। কৃষক দেশের মেরুদণ্ড। কৃষি গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ। কৃষি মজবুত থাকলে শিল্প থাকবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ডান-বাম উভয় শিবিরের নেতাদের মুখে এই ভাষণ নাগরিক মাত্রই শুনে অভ্যস্থ। কিন্তু বাস্তব হলো, আজ পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে অবহেলিত ক্ষেত্র বলতে যা বুঝায় তা হলো কৃষি। আর অবহেলিত জনগোষ্ঠী মানেই হলো কৃষক। স্বাধীনতার সাত দশক পর সম্প্রতি তার একটি বাস্তব খন্ডচিত্র পাওয়া গেল উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমার রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। উর্বর জমি আছে। হাডভাঙা পরিশ্রম করার মতো কৃষককুলও রয়েছে। শুধু সরকারের সামান্য সদিচ্ছার অভাবে প্রায় দুই হাজার কৃষক পরিবার মাটি কর্ষণ করেও অস্তিত্বের সংকটে ভূগছে। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। তাদের চাহিদা কিন্তু সাংঘাতিক কিছু নয়। সময়মতো জমিতে একটু সেচের জল। ১৯৪৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকার সেই কৃষকদের জমিতে সেচের জলটুকু নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বছরের একটা বড় সময় শত শত কানি চাষের জমি অনাবাদি পড়ে থাকে। আর কৃষক পরিবারগুলোর দিন কাটে কায়ক্লেশে। রাজ্য সরকারের মন্ত্রী-আমলাদের কাছে এই তথ্য অতিরঞ্জিত মনে হতেই পারে। কিন্তু আজকের এসময়ে

প্রধানমন্ত্রী হবে

• **ছয়ের পাতার পর** দাবি, এভাবে উত্তরপ্রদেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াতে চাইছে বিরোধীরা। বিজেপি নেতার দাবি, "সমাজবাদী পার্টির 'বি-টিম' হল মিম।" প্রসঙ্গত, কর্ণাটকে উদুপি-তে মুসলমান ছাত্রীরা হিজাব পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারবেন না, এই নির্দেশ নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। অন্য দিকে, কর্ণাটকের স্কুল-কলেজের সেই আন্দোলন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত মামলা গড়িয়েছে। এই বিতর্কে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন সমাজবাদী পার্টির নেত্রী রুবিনা খাতুন। অখিলেশের দলের নেত্রীর দাবি, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম অঙ্গ মেয়েদের ঘোমটা এবং হিজাব। কিন্তু তা নিয়ে যেভাবে রাজনীতি করা হচ্ছে, তা ঘৃণ্য। তার পর এসপি নেত্রী হুঙ্কার দেন, "যে হাত হিজাব ছোঁয়ার চেষ্টা করবে, সে হাত কেটে ফেলা হবে।"

> রবিবার বলছেন, কিছু কিছু বিধায়ক রীতিমতো হাসাহাসি শুরু হয়েছে।

প্রকল্প অদৃশ্য, টাকা কোথায়!

 প্রথম পাতার পর
কিংবা সেমিনার করার পরিকাঠামোই নেই সদর দফতরে। তেমনি নেই দীর্ঘদিন নথিপত্র রাখার আধুনিক ব্যবস্থা। নেই ক্রাইম রেকর্ড নিয়ে পড়াশোনা, গবেষণা করার উপযুক্ত, সহজলভ্য ব্যবস্থা আধুনিক পুলিশে এটা খুব জরুরি কারণ অপরাধের ধরণ এবং কৌশল পাল্টায়, এগুলি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনা চালিয়ে না গেলে, গবেষণা না থাকলে মোকাবিলা করা মুশকিলের। বাজেটে আরেকটি প্রকল্পের ঘোষণা ছিল। একই চত্বরে সব দফতরকে নিয়ে আসার জন্য নতুন অফিস কমপ্লেক্স বানানো। সেই প্রকল্পেরও কোনও খোঁজ নেই। তৈরি হয়নি কোনও রূপরেখাই। কোথায় হবে, কত অফিস আসবে, কী করে হবে, সেসব কিছুই নেই। অফিস লেন-এ নতুন অফিস বহুতল উঠেছে বেশ কয়েকটি। শিক্ষা বিভাগের সব দফতর এখন এক ছাদের তলায়, আগের সরকারই তা বানিয়ে ছিল। অন্যান্য দফতরও আছে অন্য দালানে। সেসব দফতরও সরে যাবে কিনা, কোনও সিদ্ধান্ত নেই। বাজেটে স্কিমের ঘোষণা দিলে, তাতে টাকাও ধরা হয়। যেসব প্রকল্প শুরুই হল না, সেসব টাকা কোথায় গেল, তার স্পষ্টীকরণের দাবি উঠেছে। বিজেপি সরকার নতুন দালান, হাসপাতাল, পিএইচসি ইত্যাদি বানায়নি। পুরানো অফিসকেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার উদ্বোধন করা হয়েছে, কোথাও প্রায় শেষ হওয়া কাজের বাকী সামান্য শেষ করিয়ে, রঙ চড়িয়ে উদ্বোধন করেছে। তাছাড়াও গত বাজেটে সিএম মডেল ভিলেজ স্কিম, সিএম সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট স্কিম, সিএম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড ইত্যাদি নানা ঘোষণা ছিল। সেগুলির প্রকৃত কী অবস্থা, জানা নেই।

পানিসাগর মহকুমার রৌয়া এবং উদ্দেশ্য একটাই, রৌয়া এবং তার শুধু আমাদেরকে সেচের জল চারুপাশার মাঠের ক্ষকদের এটাই সন্নিহিত এলাকার কৃষি জমিতে দিনলিপি। পানিসাগর বাজার সেচের জল নিশ্চিত করা। কিন্তু থেকে আসাম-আগরতলা জাতীয় পরিকল্পনা ছিল অবৈজ্ঞানিক। জুরি সড়ক ধরে ধর্মনগর যেতে চামটিলা নদীর জলের উৎস সজিব না করে থেকে যে সড়কটি দামছড়া চলে সেচ প্রকল্প চালু করা মানে গাছের গেছে, সেই পথ ধরে কয়েক গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই মতো। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। পাঁচ-পাঁচটি সেচ প্রকল্পই রৌয়ার মাঠ। মুলত রৌয়ার মাঠের বুক চিরেই চলে গেছে দামছড়া এখন অচল। কৃষকদের কোনও সড়ক। পাশেই জুরি নদী। কিন্তু রূপ কাজে আসছে না। স্থানীয় কৃষকরা যৌবন হারিয়ে জুরি নদী এখন পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে স্থানীয় অস্তিত্বের সংকটে। একটা সময় ছিল সেচ দফতরে একাধিকবার বিষয়টি জুরি নদীর জলের উপর নির্ভর অবগত করেছে। কিন্তু দফতরের করেই রৌয়া এবং তার সন্নিহিত তরফ থেকে ইতিবাচক কোনও এলাকার কৃষককুল ঘরে ফসল সাড়া নেই। অথচ রৌয়া আর চারুপাশার কৃষকরা গোটা উত্তর তুলতো। আজ জুরি নদী শুখা প্রায়। জেলায় সবজির যোগান দিয়ে নিকট ভবিষ্যতে রাজ্যের মানচিত্র থেকেই মুছে যেতে পারে জুরি নামে থাকে। আলু, টমেটো, ছিম ও লাউ নদীর নাম। এই পরিস্থিতিতেই রাজ্য এখানকার বিখ্যাত। এলাকার সেচ দফতর জুরি নদীকে ভিত্তি করে সবচেয়ে বড লাউ চাষি নজরুল পাঁচটি সেচ প্রকল্প চালু করে। ইসলাম। শোনালেন, সরকার যদি

নিশ্চিত করতে সক্ষম হতো, তবে সত্যিকার অর্থে আমরা রাজ্যে না হোক অন্তত উত্তর জেলায় সবুজ বিপ্লব বাস্তবায়ন করে নজির সৃষ্টি করতে পারতাম। কৃষক নজরুল ইসলামই শোনালেন, সময়মতো স্রেফ সেচের জল না পাওয়ায় কম করে হলেও ২০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বছরের একটা বেশিরভাগ সময় শত শত কানি জমি অনাবাদি পড়ে থাকে। দেখে চোখে জল এসে যায়। সজল চোখেই জানালেন নজর ল ইসলাম। বাধ্য হয়ে ঘন্টায় ২১০ টাকা ভাড়ায় দমকল ভাড়া করে এনে তবে জমিতে সেচের জল নিশ্চিত করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য কৃষি দফতর ও সেচ দফতরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সংশ্লিষ্ট কৃষকরা।

এর কেন্দ্রীয় সচিব তপোময় বিশ্বাস।

অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে

বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ বৃহত্তর

আন্দোলনে নামবে বলে জানান

নেতৃবৃন্দ। রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট

বিষয়গুলো নিয়ে এই সংগঠন

আন্দোলন তেজি করেছে।

এদিকে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের

তরফে কর্ণাটকের ঘটনায়

উত্তরপ্রদেশের ভোটে মেরুকরণ

ঘটার আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরে চলে আসা

বিষয়গুলো নিয়ে সংগঠন মনে

করে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান,

চিকিৎসা, শিক্ষার গ্যারান্টির

অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

এসব বিষয়গুলো নিয়েই সংগঠন

আন্দোলন জারি রেখেছে।

মুশকিল আসান চারু

সাতের পাতার পর বন্ধ রাখা সম্ভব ছিল না। আবার এমন কাউকে

দরকার ছিল যিনি দক্ষতার সঙ্গে নিলাম সঞ্চালনা করতে পারবেন।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বোর্ড কর্তারা প্রথমে দানীশ শেঠকে সঞ্চালনার

জন্য অনুরোধ করেন। তাতে নতুন সমস্যা দেখা দেয়। দানীশ রয়্যাল

চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের সঙ্গে যুক্ত। আইপিএল-এর অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি

দানীশকে নিয়ে আপত্তি তুলতে পারত বা নিলাম নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতে

পারত। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে শেষ পর্যন্ত চারুর দ্বারস্থ হন

বোর্ড কর্তারা। চারু নিলাম সঞ্চালনার দায়িত্ব নিতে রাজি হওয়ায় কার্যত

হাঁফ ছাড়েন তাঁরা দ্বিতীয় দিনের নিলাম পর্ব শুরু হওয়ার আগে, ভিডিও

বার্তা দিয়েছেন এডমিডেস। জানিয়েছেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন।

বিসিসিআই-সহ সংশ্লিষ্ট সকলে তাঁকে যে ভাবে সাহায্য করেছেন এবং

পাশে থেকেছেন, সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। দ্রুত আরোগ্য

কামনা করে যাঁরা বার্তা পাঠিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ দিয়েছেন। নিলাম

সঞ্চালনার প্রশংসা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চারুকেও।

চরিত্রহীন ঃ হংস

 প্রথম পাতার পর এডিসির বিরোধী নেতা হংস। কেবল তিপ্রা মথা দল ও তার মুখপত্রের আনীত অভিযোগের সাফাই দেওয়াই নয় এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে এডিসি প্রশাসন এবং শাসক তিপ্রা মথা দলকে নজিরবিহীন আক্রমণ করেন হংস। তিনি বলেন, এডিসির মানুষ একটানা ২৫ বছর বামের শাসনে শোষিত বঞ্চিত থাকার পর পরিবর্তন এনেছে। দায়িত্ব তুলে দিয়েছে প্রদ্যোত কিশোরের তিপ্রা মথার হাতে। কিন্তু মাত্র দশ মাসেই মধ্যেই হতাশ মানুষ। গত দশ মাস যাবৎ এডিসি প্রশাসনে কেবল লুটপাটই চলছে বলে গুরুতর অভিযোগ হংসের।হংস আরো বলেন যে, এই সামান্য সময়ের মধ্যেই রাজ্য সরকার এডিসি প্রশাসনকে অক্সিজেন প্ল্যান্টের বাবদ ২৮ কোটি এবং এডিসি এলাকা উন্নয়নের জন্য ১৩০০ কোটি টাকা দিয়েছে। যার পুরোটাই লুটে নিয়েছে মথার নেতা-কর্মীরা। হংস দাবি করেন যে, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তিপ্রা মথা দলটি আর থাকবে না। থাকবে শুধুই বিজেপি। তিপ্রা মথার গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের স্লোগানকেও কটাক্ষ করেন এই জনজাতি নেতা।

প্রধান

 প্রথম পাতার পর
এই কাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঘুমে থেকে যায় উপপ্রধান সহ অন্যান্য সদস্যরা। অভিযোগ, এই তিনটি বিল্ডিং কম করেও লক্ষ টাকায় বিক্রি করা যেতো। কিন্তু প্রধান তা মাত্র ত্রিশ হাজারে বিক্রি করে দেয়। এ নিয়েই তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয় ইউএনসি নগরে।

আরএসএস

 প্রথম পাতার পর বড় বাধা, এই বিষয়কে মাথায় রেখেই আরএসএস তাদের ক্যাডারদের মাঠে নামতে বলেছে। আরএসএস নেতাদের ছুটির ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধও জারি করেছেন "নিখিলজী"।

ত্রিপুরেশ্বরী

 প্রথম পাতার পর স্ত্রী সারদা দেবী বলতেন যে সবাই তার সন্তান. তিনি সৎ-রও মা, অসৎ-রও মা! হতে পারে 'মাতা ত্রিপুরেশ্বরী' কারো পক্ষেই সক্রিয় হয়ে দাঁড়ালেন না, কৌতৃহলে-কৌতুকে দেখলেন দাঁড়িয়ে, সন্তানেরা নিজের জোরে কী করে। সেই ক্ষেত্রে, সেই জনতা-জনার্ধনের কাছেই হাত পাততে হবে সব নেতাকেই।

তারা আলোচনার পথ থেকে সরতে চায় না। এমনকি এ নিয়ে ক্রেমলিনে আলোচনা করতে চেয়ে বার্তাও গিয়েছে। যদিও সেই আলোচনা এখনও গতি পায়নি। ফলে ইউক্নেনে পদানত করে পাল্টা বার্তা দেওয়ার কথাই এখন ভাবছে মস্কো। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইউক্রেনকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলে রণ-হংকার ছাড়া শুরু করেছে পুতিনের বাহিনী।

বেকারের কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি



অধিকার আদায়ের দাবিতে

আন্দোলন সংগঠিত করে আসছে

'বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ'। বর্তমানে

যে বেকার সমস্যা তার সমাধানকল্পে

অবিলম্বে ব্লকভিত্তিক অর্থনৈতিক

পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, স্থানীয়

সম্পদককে কাজে লাগিয়ে নতুন

শিল্প গঠন করে ব্লকে ব্লকে

কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় নেতাদের বাঙালি

বিদ্বেয়ের ফলে আজ বাঙালিদের

এনআরসি'র নামে বিদেশি আখ্যা,

দেশ থেকে বিতাডনের হুমকি দেওয়া

হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে চরম আন্দোলন

করবে আমরা বাঙালি। ত্রিপুরা তথা

ভারতের একটি বাঙালিকে বিদেশি

আখ্যা দেওয়া চলবে না চলবে না

চলবে না। তিপ্রামথার ত্রিপুরায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। বৰ্তমানে সমগ্ৰ পৃথিবী জুড়ে চলছে সামাজিক - অর্থনৈতিক હ রাজনৈতিক সংকট। জড়বাদ বা প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিক্ষা, সংস্কৃতি-সহ সবকিছুই ধীরে ধীরে কলুষিত হয়ে পড়েছে। এরই প্রভাব পড়েছে ভারতবর্ষ তথা বাংলার অঞ্চল, ছোট রাজ্য ত্রিপুরাতেও। বর্তমানে জ্বলস্ত শিক্ষিত বেকার সমস্যায় জর্জরিত ত্রিপুরা রাজ্য। অবিলম্বে ত্রিপুরার ১০০ ভাগ যুবক - যুবতি দের কর্মসংস্থানের গ্যারান্টির দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়ে এদিন এক সাংবাদিক সন্মেলনের আয়োজন করেছে 'বাঙালী ছাত্র যুব সমাজ'। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সচিব তপোময় বিশ্বাস, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির যুব সচিব প্রবীর দেবনাথ,

ছাত্র সচিব- বিপ্লব দাস। এছাড়াও

ছিলেন, যুব নেত্রী সুপর্ণা মজুমদার,

গীতাঞ্জলি দাস, মণিকা দেবনাথ

প্রমুখ। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা

প্রথম পাতার পর বাড়ি থেকেই বিজেপির হয়ে যাবতীয় কাজকর্ম করে গিয়েছেন। এমনকী বিধানসভা অধিবেশনে পর্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে বিজেপির দাবিকে সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছেন। এখানেই রতনবাবু থেমে থাকেননি। কংগ্রেস বিধায়ক হয়েও বিজেপিতে জমি তৈরি করার জন্য তাদের প্রায় মুখ্য উপদেষ্টা রূপে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। এমনকী সিধাই মোহনপুরে জনসভা ডেকে সেই সময়ে তার সঙ্গে থাকা কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের বিজেপিতে যোগদান করিয়েছেন। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে রতনবাবু বিজেপির হয়ে মাইকিং পর্যন্ত করেছেন। সেই ছবি একমাত্র প্রকাশিত হয়েছিলো প্রতিবাদী কলম'ই। আর সেই রতনবাবুই

যেভাবে এক দলে থেকে লুকিয়ে এবং অনৈতিকভাবে অন্য দলের হয়ে কাজ করেছেন সুদীপবাবুরা অন্তত সেই পথে হাঁটেননি। এই জন্য তাদের ধন্যবাদও জানান রতনবাবু। তার এদিনকার বক্তব্য শুনে সাধারণ মানুষেরা হাসাহাসি শুরু করেছেন। কারণ, রাজ্যের একজন প্রবীণ নেতা এবং প্রবীণ মন্ত্রী হিসেবে রতনবাবু যে বক্তব্য রেখেছেন, তা অন্তত তার পক্ষে বেমানান বলেও বিজেপি দলের কর্মী-সমর্থকেরাই মনে করেন। কারণ, শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে রতনবাবু ভাঙবেন তবুও মচকাবেন না। এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন এটাই ছিলো কাম্য। কিন্তু তা না করে তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে নিজের ফাঁদেই নিজের পা গলিয়েছেন। যা নিয়ে

সব পাগলের খেলা'

• প্রথম পাতার পর করতে হবে, পূর্ণ রাজ্যের ৫০ বছর উদ্যাপন হয়েছে গত ২১ জানুয়ারি। সেদিন শহরের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে রাজ্য পুলিশের প্রশংসা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী গত কয়েক বছরে শতাধিকবার বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চে দাবি করেছেন, গত ২৫ বছরের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে ছাপিয়ে গেছে এই সরকার। রবিবার এমন এক নথি এই পত্রিকা দফতরে জমা পড়লো তাতে সরকারের নিন্দুকেরা নিশ্চিতভাবে দাবি করবেন, সত্যিই গত ২৫ বছরে এমন কলঙ্কিত অধ্যায় রাজ্য পুলিশের একজন সদ্য চাকরি পাওয়া আধিকারিক রচনা করে দেখাতে পারেননি! কি হলো এমন? চাকরি জীবনের প্রবেশনারি পিরিয়ড তথা ৬ মাস শেষ না হতেই দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোড়া থানার প্রবেশনারি সাব-ইন্সপেকটর শিব শংকর সাহা 'জালিয়াতি'র রেকর্ড গড়ে দেখালেন। গত কয়েকদিন আগে শচীন্দ্র রিয়াং-এর ছেলে দেবেশ রিয়াং থেকে ট্রাফিক আইন উলঙ্ঘন করার দায়ে পনের'শ টাকা জরিমানা কাটেন। কম্পাউন্ড চালান ফর্ম-এ সদ্য চাকরি পাওয়া শিব শংকরবাবু নিজে স্বাক্ষর করে জরিমানাটি আদায় করেন। ত্রিপুরা মোটর ভেহিকেলস আইন অমান্য করার অপরাধে গত কয়েকদিন আগে সন্ধ্যা ৬টার সময় পনের'শ টাকার জরিমানা নগদ বুঝে নেন তিনি। আইনের ১৭৯এ ধারাটি ভাঙার জন্য গাড়ি নম্বর টিআর০৮ডি৬৩৬৭ থেকে সেদিন জরিমানা আদায় করেন পুলিশ আধিকারিক। চালানের নম্বর ছিল ১৪৫১৮৫। এই পর্যন্ত সবইতো ঠিক। কিন্তু শিব শংকরের জালিয়াতি কোথায়? অর্থলোভী, সাধারণ নাগরিকের কাছ থেকে অর্থ লুটে খাওয়ার মনোবৃত্তি সম্পন্ন এই পুলিশ আধিকারিক সরকারের কাছে যখন কম্পাউন্ড চালানের ফর্মগুলো জমা করেন, তখন তিনি নকল আরেকটি ফর্ম পূরণ করেন। তাতে টাকার পরিমাণ নিজের মত করে বসিয়ে দেন। গত কয়েকদিন আগে দেবেশ রিয়াং থেকে ১৫০০ টাকা নগদ জরিমানা নিলেও সরকারের খাতায় জমা পড়েছে ৫০০ টাকা। বাকি ১০০০ টাকা 'মেরে' দিয়েছেন শিব শংকর। এই অভিযোগে ইতিমধ্যেই দেবেশবাবু নিজে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। ১৫০০ টাকা নগদ নেওয়ার যে ভঙ্গিমা সেদিন গাড়ির চালক কাছ থেকে দেখেছেন, তাতেই সন্দেহ বাড়ে উনার। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় গোপন তদন্ত। অবশেষে উদ্ধার হয় একই চালান নম্বরের দুটো ফর্ম। প্রশ্ন, সদ্য চাকরি পাওয়া এক পুলিশ আধিকারিক নিজে স্বাক্ষর করে যখন এমন জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়েন, তখন এর দায় আসলে কার? রাজ্য পুলিশ সদর দফতর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করলেই কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসবে। তবে প্রতিদিন যেসব ঘোর অন্যায়ের খবর ছাপা হয়, তার তদন্ত থোড়াই করে রাজ্য পুলিশ? এইক্ষেত্রেও তদন্ত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন, চালানে ১৫০০ টাকা জরিমানা কাটা হলেও সরকারের খাতায় ৫০০ টাকা যে যায়, এর পেছনে একটি বড় চক্র রয়েছে। থানার অন্যান্য আধিকারিকরাও যে প্রতি চালানের মেরে দেওয়া ১০০০ টাকার ভাগ পান, তা সমস্ত মহলেই অভিযোগ হিসেবে রয়েছে। যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঠিক একই পদ্ধতিতে প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন রাজ্য পুলিশের এক শ্রেণির আধিকারিক ও কর্মীরা, তাতে রীতিমত বীতশ্রদ্ধ সাধারণ জনগণ। বাইখোড়ার সাম্প্রতিককালের এই ঘটনাটি নিঃসন্দেহে রাজ্যবাসীকে একটি জনপ্রিয় গানের কথা মনে করাবে। সচেতন নাগরিকদের একাংশ এযাবতীয় ঘটনাগুলোকে ওই গানের সঙ্গে মেলাবেন। সমস্ত নাগরিকরাই একযোগে হয়তো গেয়ে উঠবেন— 'বাবায় হরেক রকম পাগল দিয়া মিলাইছ মেলা/বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা...'।

পৃথক তিপ্রাল্যান্ডই মূল দাবিঃ আইপিএফটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে

রাজনৈতিক উত্তাপ কিছুটা চড়তেই আবার পৃথক রাজ্য তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে আওয়াজ তুলছে আইপিএফটি। রবিবার আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পৃথক রাজ্যের দাবিতে আগামীদিনে দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবিসনদ পেশ করবে দল। দু'দিনের রাজ্য সম্মেলন শেষে দলের সচিব মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, পৃথক রাজ্য তিপ্রাল্যান্ডই দলের মূল দাবি। পাশাপাশি ত্রিপুরা উপজাতি জেলা পরিষদ এলাকার আরও উন্নয়নের দাবিতে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের দাবি করছে দল। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন যে, আগামী ৫ ও ৬ মার্চ দলের রাজ্য সম্মেলন আয়োজনের দিন ঠিক হয়েছে। গত ৩ বছর যাবৎ দলের রাজ্য সম্মেলন হচ্ছে না। দু'দিনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে দলের নানা সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। দলের বিভিন্ন দুর্বল দিকগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে আইপিএফটি একটি দাবিসনদ তৈরি করতে চলছে। যার মধ্যে প্রাধান্য পাবে এই পৃথক রাজ্য তিপ্রাল্যান্ডের দাবি। পাশাপাশি উপজাতি এলাকার সশস্ত্রীকরণের জন্য আইপিএফটি বহু আগে থেকেই ত্রিপুরা উপজাতি জেলা পরিষদকে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল হিসাবে উন্নীত করার দাবি জানিয়ে আসছে। এই দাবিতেও একইভাবে জোর দিচ্ছে দল। রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে দলের সমস্ত বিধায়ক ও মন্ত্রীরা আগামীদিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ রাজ্যপালের সাথে তাদের এই দাবি পেশ করবে। দাবিসনদ পাঠানো হবে দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও। দল একই সঙ্গে সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনী বিলটি পাশ করানোর দাবি তুলছে। এই সংশোধনীতে ষষ্ঠ তপশিলি মেনে সরাসরি উপজাতি জেলা পরিষদগুলোকে অর্থ যোগানের সংস্থান রাখা হয়েছে। মোদ্দা কথা, পৃথক রাজ্যের দাবিতে ধাপে ধাপে এগুতে চাইছে দল। দীর্ঘ প্রায় এক দু'বছর যাবৎই আইপিএফটি তার এই মূল দাবি নিয়ে বেশ চুপ ছিল। উপজাতি জেলা পরিষদ এলাকায় তিপ্রা মথার উত্থান ও তাদের 'গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড'র দাবিতে প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল আইপিএফটি'র পৃথক রাজ্য তিপ্রাল্যান্ডের দাবিটি। এনিয়ে দল এবং সরকারে থাকা দুই মন্ত্রীর ভাষ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলাদা আলাদা বক্তব্য শোনা গেছে। যা নিয়ে উপজাতিদের মধ্যে একটা ধোঁয়াশা আজও বর্তমান। মূলতঃ আইপিএফটি'র এই দুর্বলতাকে পুঁজি করেই তিপ্রা মথা তাদের গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি তলে উপজাতি জেলা পরিষদে ক্ষমতা দখল করে। এখন উপজাতি এলাকায় জনভিত্তি অনেকটাই হারিয়ে আবারও একই দাবিতে মাঠে নামতে চলছে দল। ইতিমধ্যে দলের সাংগঠনিক অবস্থান যে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে তা এদিন মেবার কুমার জমাতিয়ার ভাষ্যে স্পষ্ট। তিনি বলেন, দলের সাংগঠনিক অবস্থান পর্যালোচনা করতে গিয়ে কিছু কিছু জায়গায় দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া গেছে। সাংগঠনিক দুর্বলতা গুছিয়ে তুলতে একটি কেন্দ্রীয় সমাবেশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তার আগে দলের শক্তি পরীক্ষা করে নিতে জেলায় জেলায় সমাবেশ করবে দল। যদিও এইসব কর্মসূচির এখনও কোনও চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঠিক হয়নি।

আরও সিম্ভেটিক ফুটবল মাঠ



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। যুব সম্প্রদায়কে নেশার আগ্রাসী সংস্পর্শমুক্ত রাখার উৎকৃষ্ট পহা, শরীর চর্চা ও ক্রীড়াভ্যাস। সেই লক্ষ্যেই খেলাধুলার সুযোগ সম্প্রসারণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে আরও সিম্থেটিক ফুটবল মাঠ তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। আজ গোমতী জেলার রমেশ স্কুল মাঠে আয়োজিত নবদ্বীপ দাস মেমোরিয়াল নক-আউট ক্রিকেট

টুর্নামেন্ট এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তার আগে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব প্রয়াত নবদ্বীপ দাসের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ফাইনাল ম্যাচে অংশগ্রহণকারী দুই দলের খেলোয়াডদের সঙ্গে পরিচিত হন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সুৱত দাশ ও নাজমূল হুসেইনকে সংবর্ধিত করা হয়।রুমেশ সোশ্যাল সেন্টারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর

ত্রাণ তাহবিলে দানের উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অবৈধ নেশাদ্রব্য এবং মাদক কারবারিদের ত্রিপুরার মাটিতে কোন জায়গা নেই। এর মদতদাতাদের কোনোভাবে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। শিরা পথে ও বিভিন্ন ভাবে নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্য গ্রহণের ফলে যুব সম্প্রদায় এইচআইভি'র মত ব্যাধিতে সংক্রমিত হচ্ছে। তাদের এর অশুভ সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখতে, খেলাধুলা এবং শরীরচর্চার প্রতি আরও বেশি করে নিমজ্জিত

একদিকে যেমন সুস্থ শরীর গঠন করে, তেমনি সুস্থ মননেরও সহায়ক। ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার আরও সুযোগ সম্প্রসারণ ও উন্নত পরিকাঠামো বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা সফল ভাবে রূপায়িত হচ্ছে। রাজ্যের খেলোয়াড়রা যেন চর্চার সমস্ত ধরনের সুযোগ পায় তার জন্য অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সংযোজিত হচ্ছে। নেশা নির্মূলীকরণ ও এই মাদক কারবারের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের চিহ্নিতকরণে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে পুলিশকে সহযোগিতা করার আহ্বান রাখেন। তিনি বলেন, যারা ত্রিপুরাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে তাদেরকে কোনোভাবে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। নিজেরা নেশা গ্রহণ থেকে বিরত থেকে অন্যদেরও নেশাদ্রব্য গ্রহণ এবং তার সংস্পর্শ থেকে বিরত রাখার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, বিধায়ক মিমি মজুমদার, উদয়পুর পুর-পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, ওএনজিসির অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসেট ম্যানেজার প্রমুখ।

করা প্রয়োজন। ক্রীড়াভ্যাস

প্রধানের পদত্যাগ আটকালো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। শুধুমাত্র গ্রামপ্রধানের কল্যাণে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে থাবা বসানো যাচ্ছে না বলে খোদ গ্রামপ্রধানকেই সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে মণ্ডল। আবার এই গ্রামপ্রধানের কল্যাণে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুতবেগে হওয়ায় এবং সাধারণ মানুষ দারুণভাবে উপকৃত হওয়ায় গ্রামবাসীরা এই গ্রামপ্রধানকে রেখে দিতে মুখ্যমন্ত্ৰীকে পৰ্যন্ত চিঠি পাঠিয়েছে। গ্রামবাসী বনাম মণ্ডল এমন এক টানাপোড়েনের মাঝে উত্তর জেলার নদীয়াপুর শনিছড়ার গ্রামপ্রধান রানা সিংহ আটকে আছেন। জানা গেছে, তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তার বিরুদ্ধে ভুয়ো অভিযোগও উত্থাপিত করা হয়। কিন্তু গ্রামবাসীরা সাফ জানিয়ে দেন তাদের প্রধান পরিবর্তন করা হলে তারা প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই দেখা পর্যন্ত করবেন। কারণ গ্রামবাসীরা বুঝে গিয়েছেন, রানা সিংহকে সরিয়ে দেওয়ার মূল কারণ। গ্রামবাসীদের এহেন আন্দোলনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেও মণ্ডল নেতারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে গ্রামপ্রধানকে পদত্যাগ করানোর পথে নিয়ে যান বলেও খবর। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা খোদ প্রধানের দ্বারস্থ হয়েছেন।গ্রামবাসীদের বক্তব্য. এই প্রধানকে স্বপদে থাকতে হবে। প্রয়োজনে তারা এ নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও কথা বলবেন। শেষ পর্যন্ত গ্রামপ্রধান কথা দিয়েছেন, তিনি নিজে থেকে পদত্যাগ করবেন না। তবে তাকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হলে গ্রামবাসীরা যেন এ বিষয়ে উদ্যোগ নেন। শেষ পর্যন্ত মণ্ডল রণে

গ্রামবাসী

নিখোঁজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ ফব্রুয়ারি।। গত দু'দিন ধরে নিখোঁজ ১৮ বছরের যুবতি। টাকারজলা উদয়জামোদার এলাকার বুবার দেববর্মার মেয়ে শনিবার থেকে নিখোঁজ। রবিবারও তার পরিজনরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। এখনও মেয়েটির হদিশ মিলেনি। ইতিমধ্যে টাকারজলা থানায় মিসিং ডায়েরিও করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত ওই যুবতির বিষয়ে কিছুই বের করতে পারেনি। জানা গেছে, শনিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ টাকারজলাস্থিত নিজ বাড়ি থেকে গাবর্দি বাজারে এসেছিলেন ওই যুবতি। এরপর থেকে তার কোনও হদিশ নেই। এখন প্রশ্ন উঠছে, মেয়েটি স্বেচ্ছায় কোথাও গেছে নাকি অন্য কোনও ঘটনার শিকার হয়েছে? এখন তার পরিবার পুলিশের আশায় বসে আছেন। তাদের বিশ্বাস পুলিশ চাইলে মেয়েটিকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে পারবে। মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে তার বাবা-মা একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছেন। তারা বুঝে উঠতে পারছেন না এখন কোথায় গিয়ে মেয়েকে খুঁজবেন? কারণ ইতিমধ্যে আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবার বাড়িতেই খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেউই জানেন না মেয়েটি কোথায়।

বৃষকেতু ইস্যুতে আজই বিধানসভায় 'শেষ' সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। সিমনা কেন্দ্রের বিধায়ক পদে এখনও আসীন বৃষকেতু দেববর্মা। তবে তিনি সর্বশেষ বিধানসভার অধিবেশনে আসেননি। কারণ তার আগেই বিধানসভার বিধায়ক পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করে তিপ্রা মথায় যোগ দিয়েছিলেন। যেহেতু বিধানসভায় বিধায়ক পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেছেন বা ইস্তফা দিয়েছেন তার জন্য বিধানসভার অধিবেশনে আসেননি। আগামী অধিবেশনেও আসবেন না বলে স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন। তবে তার বিধায়ক পদ বহাল রয়েছে। এক্ষেত্রে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সবকিছু জল্পনা-কল্পনার অবসান হতে চলেছে সোমবার। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসেই বিধানসভায় বসছে বৃষকেতু ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। যদিও তার আগে বৃষকেতুকেও বিধানসভার তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তার সাথে বিধানসভার তরফে বৃষকেতুর পূর্বতন রাজনৈতিক দল আইপিএফটি-কেও চিঠি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, বৃষকেতুর পদত্যাগ বা ইস্তফার বিষয়ে আইপিএফটি'র তরফে তৎকালীন বিধানসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছিল বৃষকেতুকে যেন 'অযোগ্য' বিধায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যদিও তারপর পুরো বিষয়টি অসমাপ্তই রইলো। নতুন অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর রতন চক্রবর্তী কিছুদিন আগে আশিস দাসকে অযোগ্য বিধায়ক হিসাবে বিধি মেনে ঘোষণা করেছিলেন। তবে বৃষকেতুর বিষয়টি ১৪ ফেব্রুয়ারি সোমবার প্রায় চূড়ান্ত হবে। অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বৃষকেতু এবং আইপিএফটি দলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বৃষকেতু সশরীরে এসে কিছু বলবেন। আইপিএফটি'র তরফেও বক্তব্য শুনবেন অধ্যক্ষ। কিন্তু এক্ষেত্রে পরবর্তী আর কোনও তারিখ দেওয়া হবে না তাদের বক্তব্য জানার জন্য। যদি বৃষকেতু অনুপস্থিত থাকেন তাহলে বিধানসভার অধ্যক্ষ নিয়ম মেনেই সব সিদ্ধান্ত নেবেন। আবার উপস্থিত থাকলে বৃষকেতুর কথাও শুনবেন। এক্ষেত্রে বৃষকেতু কি পূর্বতন সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবেন ? বিধানসভার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করে নেবেন? তবে তাই যদি করেন তাহলে রাজনৈতিকভাবে বিষয়টি যে অন্যমাত্রায় পৌছে যাবে তা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু বৃষকেতুর ঘনিষ্ঠ মহল দাবি করছে উপ-নির্বাচনের দিকেই এগুচ্ছে তারা। অবশ্য বৃষকেতু ইস্যুতে এদিনের বিধানসভায় শেষ বৈঠক বলেই সকলে মনে করছে। তাহলে কি শীঘ্রই এই ইস্যুতেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন অধ্যক্ষ? সোমবারের বৈঠকের পরই সবকিছুতে স্বাক্ষর হবে।

রতন'র তোপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর,

১৩ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরায় পর্যটন

দফতর বর্তমানে যা কাজ করছে সবই

বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে হাতে

নেওয়া। একটি প্রকল্পও নতুন করে

আনতে পারেন নি। অথচ রাজ্যের

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী থেকে পর্যটন মন্ত্রী

কথায় কথায় তাদের কাজ বলে বগল

বাজাচ্ছেন। রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন

স্থানের কাজ সম্পর্কিত বিষয়ে

উদয়পুরে সাংবাদিক সম্মেলন একথা

বলেন প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী রতন

ভৌমিক। রবিবার সাংবাদিকদের

সামনে রতন ভৌমিক বলেন, ভারত

সরকারের স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে প্রথম

ধাপে ২০১৫-১৬ সালে ৯৯ কোটি

৫৮ লক্ষ টাকার কাজ হাতে নিয়েছিল

গত বামফ্রন্ট সরকার। বেশ কিছ

কাজ শেষ যেমন হয়েছিল, তেমনি

কিছু কাজ শুরুও হয়েছিল। কিন্তু দেখা

গেছে, ২০২০ সালে বিজেপি জোট

সরকার কাজ করতে পারছে না বলে

সেই টাকার অঙ্ককে রিভাইসড করে

করা হয়েছে ৮২ কোটি ৮৪ লক্ষ

টাকা। এই সরকার মুখে বড় বড় কথা

বললেও নতুন একটি প্রকল্প যেমন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা,১৩ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রীর নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন সাকার করতে এবার মাঠে নামল বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ। যার রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক হলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের ওএসডি সঞ্জয় মিশ্র। রবিবার দুপুরে এই বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের উদ্যোগে আহ্বায়ক সঞ্জয় মিশ্র'র উপস্থিতিতে আমবাসায় আয়োজিত হল নেশা বিরোধী একদিনের জেলা ভিত্তিক কর্মশালা। আমবাসা বাজার সংলগ্ন দশমীঘাট কমিউনিটি হলে এই কর্মশালার আয়োজন করে উদ্যোক্তারা। ধলাই জেলার ছয়টি মন্ডলের প্রতিটি থেকে দশজন করে যুবক এই কর্মশালায় যোগদানের সূযোগ পায়। ঐ যুবকদের নেশার

বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই জারি রাখার

জন্য মোটিভেট করে সংগঠনটির

পদাধিকারী বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি

বর্তমান সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সহ

উন্ময়নমূলক কাজগুলার সুফল সম্পর্কে আমজনতাকে অবহিত করার কাজটিও কিভাবে এবং কোন

ছিলেন ধলাই জেলার যুব নেতা আশিস ভট্টাচার্য, সংগঠনটির রাজ্য কমিটির সদস্য দেবাশিস রায়, ধলাই



স্বপ্ন সাকারে সংকল্প

কৌশলে করা হবে সেই বিষয়েও পাঠ দেওয়া হয় উপস্থিত যুবাদের। এছাডা সংস্থার সাংগঠনিক বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয় কর্মশালাতেই। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের ওএসডি সঞ্জয় মিশ্র ছাড়াও কর্মশালায় উপস্থিত

জেলা কমিটির আহ্বায়ক সম্পা বাঁশ এবং সহ আহায়ক সঞ্জয় মারাক। এককথায় বর্তমান সরকার এবং সরকারি দলের পক্ষে বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়েই ময়দানে ঝাঁপিয়েছে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ।

জিঘাংসার আগুনে পুড়ে ছাহ ব্রয়লার ফাম

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে ছাই হল সিপিআইএম অঞ্চল সম্পাদকের ব্রয়লার মুরগির ফার্ম। তীব্র চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে গত শুক্রবার গভীর রাতে ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমাধীন ছৈলেংটা বাজার পাড়া এলাকায়। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, ঐ এলাকার বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা তথা সিপিআইএম এর ছৈলেংটা অঞ্চল সম্পাদক প্রশান্ত সরকার উনার বাড়ির পেছনের অংশে তৈরি করেছিলেন একটি ব্রয়লার মুরগির ফার্ম। যা ঐ বাম নেতার পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস। গত শুক্রবার রাত আনুমানিক সওয়া বারোটা নাগাদ প্রশাস্ত বাবুর প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ একজন দেখতে পায় দাউ দাউ করে জ্বলছে ফার্মটি। অতঃপর চিৎকার চেঁচামেচিতে ফার্মের মালিক তথা প্রশান্তবাবুর বাড়ির লোকজন সহ এলাকার মানুষ জড়ো হয়।খবর পেয়ে

ছুটে আসে অগ্নি নির্বাপণের গাডিও। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষয়ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যায়। প্রশান্ত সরকার জানান উনার ফার্মে ৪ শতের অধিক সংখ্যক মুর্গি ছিল। যেগুলির ওজন আডাই থেকে তিন কিলোগ্রাম। অর্থাৎ পড়ে ছাই হওয়া মুরগির বাজার মূল্যই কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা। তারপর ঘর সহ ফার্মের পরিকাঠামো তো আছেই। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ফার্মটির ঠিক পেছনেই রয়েছে একটি ছডা যার নাম মরাছড়া। প্রশান্ত সরকার সহ এলাকার বাম নেতত্বের অভিযোগ, শাসকদল আশ্রিত দুস্কৃতিকারীরা রাজনৈতিক জিঘাংসা মেটাতে মরাছড়ার ওপার থেকে এসে ফার্মের পেছন দিকে অগ্নিসংযোগ করে পনরায় ছডা পেরিয়ে পালিয়ে যায়। যার কিছু চিহ্নও নাকি দেখা গেছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে লংতরাইভ্যালি মহকুমার বাম নেতৃত্ব প্রশাস্ত বাবুর বাড়িতে যান এবং পুড়ে যাওয়া ফার্ম পরিদর্শন

সাথে পুলিশের নিকট নাশকতাকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং প্রশাসনের নিকট ক্ষতিপুরণের দাবি জানান। এদিকে এই ধর্নের নাশকতামলক হীন কাজের জন্য এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।দল-মত নির্বিশেষে সকলের একটাই বক্তব্য, তা হল এতে বাম নেতা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও এটা সার্বিক মানষের তথা রাষ্ট্রের ক্ষতি। কারণ এই মোরগগুলির মাংস কেবল সিপিআইএম নেতা কর্মীদেরই আহার যোগাত না। এগুলো দল-মত নির্বিশেষে সকলের পাতে উঠত তথা বাজারের চাহিদা পুরণ করত। কিন্তু হিংসা আর জিঘাংসায় পরিপর্ণ দুস্কৃতিকারীদের সেই জ্ঞান নেই আর থাকার কথাও নয়। মূলতঃ মুখে রাষ্ট্রবাদী রাষ্ট্রবাদী বলে চিৎকার করা আর রাষ্ট্রবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়া তো আর এক কথা নয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। দায়িত্বভার গ্রহণ করেই বেআইনি নেশার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হলেন আমবাসার নতুন মহকুমা পলিশ আধিকারিক সমন মজুমদার। রবিবার সকালে একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে তিনি জালে তলে নিলেন ধলাই জেলার কখ্যাত ড্রাগ পেডলার জয়ন্ত দাস (বর্তমান নাম) কে। তার কাছ থেকে উদ্ধার করলেন ৩০ গ্রাম হেরোইন। যার বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া বাজার সংলগ্ন ষাটকার্ড এলাকার বাসিন্দা শাহাজাহান উদ্দিন আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাম বদল করে এখন জয়ন্ত দাস (৪০)। টি এস আর নবম ব্যাটেলিয়নের রাইফেলম্যান হিসাবে কর্মরত ছিলেন এই পরিবর্তিত নামের সঞ্জয়। কিন্তু বিভিন্ন বেআইনি কাজ সহ ব্যাটেলিয়নের আভ্যন্তরীণ নিয়মনীতি

পুত্রের মারে পিতা

হাসপাতালে ভর্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। যৌবনের আদর

আর বৃদ্ধকালের ভরসা ভেবে যিনি একটি পুত্রসস্তানের কামনায়

আকাশ-পাতালকে প্রায় এক করে ফেলেছিলেন, সেই পিতা এখন সন্তানের

প্রাণঘাতী হামলার শিকার হয়ে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মাঝরাতে ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে বৃদ্ধ পিতা এবং কাকাকে কিল, ঘুসি,

লাথি মারতে মারতে মেরে ফেলতেই চেয়েছিলো সরকারি চাকরিরত

অর্থাৎ টিএসআর জওয়ান শাস্তি ভান্ডারি। তাদের বাড়ি সূর্যমণিনগর

এলাকায়। বহুদিন হয়েছে বাবাকে বের করে দিয়েছে পুত্র। অসহায় পিতা

তার মেয়ের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। গত সোমবার বৃদ্ধ ঠাকুরধন

ভান্ডারি তার ভাইয়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন। সেই সুবাদে

কয়েকদিন থেকেও গিয়েছেন। কিন্তু ছেলের নামে নাকি বাবা বদনাম

তার ছোট ভাই অর্থাৎ শান্তি ভান্ডারির কাকা। বাবাকে শিক্ষা দিতে গভীর

রাতে কাকার বাড়িতে ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে যায় শান্তি। এরপরই বদ্ধ

বাবা এবং কাকাকে বেধড়ক মারতে মারতে দু'জনেই যখন জ্ঞান হারিয়ে

করেনি। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

করছেন নানাজনের কাছে এই

অভিযোগে বাবাকে মেরে

ফেলতেই উদ্যোগ নিয়েছে

পাষণ্ড পুত্র। ঠাকুরধন ভাভারি

তার ভাইয়ের বাড়িতে ঘুমস্ত

অবস্থায় ছিলেন। সঙ্গে ছিলো

তো বটেই জেলা সদর আমবাসা এমনকি কমলপুর অবধি বিস্তার করে সে তার ড্রাগ সাম্রাজ্য। আমবাসা থানা সহ বিভিন্ন থানার পুলিশ বেশ কয়েকবার তাকে জালে তুলতে ফাঁদ পেতেও ব্যর্থ হয়। টি এস আর জওয়ান হিসেবে পুলিশের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং যোগাযোগের জেরে প্রতিবারই পুলিশের চোখে ধূলো পড়া দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এবার ঝানু পুলিশ অফিসার সুমন মজুমদারের তার কোন জারিজুরিই কাজে এলো না। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আমবাসা সদর এলাকার ম্যাগাজিন পাড়ায় জাল

পেতে একটি হোটেলের সামনে থেকে তাকে পাকড়াও করে এসডিপিও নেতৃত্বাধীন পুলিশ দল। যে দলে অনুমোদন দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধাস্ত ছিল আমবাসা থানার ইন্সপেকটর সুমন উল্লা কাজী এবং মহিলা সাব নিয়েছিল ভারত সরকার। এই প্রসাদ ইনুসপেকটর শোভা তেলীও। জালে আটক করেই তাকে আমবাসা থানায় প্রকল্পে মাতাবাড়ির উন্নয়নের জন্য নিয়ে আসা হয়। স্বয়ং এসডিপিও দীর্ঘ সময় জারি রাখেন জিজ্ঞাসাবাদ। তার ধরা ছিলো ১৯ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। বিরুদ্ধে নেশা বিরোধী কঠোর আইনে একটি মামলা রুজু হয়েছে আমবাসা এরপরই বর্তমান সরকারের থানায়। সোমবার তাকে আদালতে সোপর্দ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার মাতাবাড়ির কাজ সম্পর্কে বলতে আবেদন জানাবে পুলিশ এবং তাকে জেরা করে গভাছড়া ও আমবাসা গিয়ে তিনি বলেন, মাতাবাড়ির মহকুমায় হেরোইন, ব্রাউন সুগার ইত্যাদি অবৈধ নেশার যে বিশাল সাম্রাজ্য মন্দির চত্বর কেটে উন্নয়নের কাজে গড়ে উঠেছে তার অনেক তথ্য উদ্ধার সমেত বহু কারবারিকে জালে মানুষের ভাবাবেগে আঘাত সৃষ্টি

তুলতে পারবে বলে আশাবাদী পুলিশ। এখন দেখার বিষয়, আমবাসা

পলিশের এই প্রচেষ্টা নেশার বিরুদ্ধে কতটা সাফল্য আনতে পারে।



করেছে। স্থানীয় মানুষরাই এ

সম্পর্কে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন।

গান, বাদ্যযন্ত্রের গুরু খুজছেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রতিদিনের কাজ। একেকটি আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। সবটাই আবেগ, স্পর্শ আর অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারে সে। দৃষ্টিহীন হয়ে ৫ জনের একটি পরিবারে অর্থ উপার্জন করে তুলে দেওয়া কতটা কষ্টকর, তা প্রতিদিন 'ভুগতে' হয় তাকে। কিন্তু তবুও বেঁচে থাকার লড়াইকে ভয় পান না তিনি। সাহস এবং গানের প্রতি ভালবাসাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন 'লড়াই' জারি আছে তার। ট্রেনের এক কামরা থেকে আরেক কামরায় পৌছতে অনেকটা সময় লেগে যায় তার। গলায় ঝোলানো একটি পুরোনো বেহালা। একটি ব্যাটারি চালিত মাইক্রোফোন। ডান হাতে 'অন্ধের লাঠি'। ২৩ বছরের গুলজার হোসেনের কাছে 'জীবন' মানে এটুকুই। বেহালাটিকে সঙ্গী করে ট্রেনের প্রথম কামরা থেকে শেষ কামরা পর্যন্ত পৌঁছনোই তার

কামরায় গান ধরেন তিনি। গাইতে গাইতে বেহালাটি বাজান। রবিবার

আমার এই অন্ধত্বের জীবনে আনন্দ ফিরে আসবে। আমি বাদ্যযন্ত্রও শিখতে চাই।' গুলজারের বাবা



ধর্মনগর স্টেশনে দাঁডিয়ে গুলজার আপশোস করে বলল— 'আমাকে যদি কোনও গুরু একটু গান শেখায়,

জনাব আহারউদ্দিন পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। মা সমরন বিবি। ২০১০ সাল থেকে ট্রেনে ঘুরে ঘুরে গান করেন গুলজার। কিভাবে শিখলেন গান? এই প্রশ্ন শুনে দৃষ্টিহীন গুলজারের একটাই কথা---'মোবাইলে শুনে শুনে গান শিখেছি। আমার পরিবারে কেউ গান গাইতে পারেন না।' কিভাবে দৃষ্টি হারালেন তিনি? চোখ দুটো রীতিমত বন্ধ করে গুলজারের উত্তর --- '১৯৯৮ সালে আমার টাইফয়েড হয়েছিল। তখন থেকেই আস্তে আস্তে আর চোখে দেখতে পাইনা। প্রথমে একটা চোখে দেখতে পেতাম না। এখন দুটো চোখ দৃষ্টি হারিয়েছে।' চুরাইবাড়ির বাউল আবদুল হামিদ আদর করে গুলজারকে বেহালা বাজানো শিখিয়েছেন। প্রতিদিন রেললাইনে মানুষের কাছে হাত পাতেন গুলজার। কেউ-কেউ ভালবেসে গুলজারকে ১০, ২০ টাকা তুলে দেন। আবার অনেকের কাছেই তাচ্ছিল্য পেতে হয় তাকে। কিন্তু দৃষ্টিহীন গুলজার গানকে সঙ্গী করেই নিজের সংসারের অভাব দুর করার লড়াইয়ে নেমেছে। বাড়িতে তার ছোট দুই ভাই। অভাবের সংসার। প্রতিদিন গান গেয়ে যে টাকা রোজগার করে সে, তা দিয়ে পরিবারের দৈনন্দিন খরচ সামান্যভাবে হলেও মিটে যায়।এই অভাব অন্টন গুলজারকে খুব একটা কন্ত দেয় না। দেয়, বাদ্যযন্ত্র এবং গান না শিখতে পারার বিষয়টি। প্রতিবেদককে গুলজারের হাতে ধরে অনুরোধ— 'আমাকে একজন গানের গুরু আর বাদ্যযন্ত্রের গুরু ঠিক করে দিন। আমি গান এবং বাজনা বাজানো শিখতে চাই'। শহর বা রাজ্যের কোনও সঙ্গীত গুরু বা যন্ত্রশিল্পী কি গুলজারের এই সামান্য ইচ্ছেটুক মেটাবেন? সময় এর উত্তর দেবে।

ভঙ্গ দিয়েছে বলে খবর।

ঘরে ফিরে

আসুন ঃ বীরজিৎ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। কংগ্রেস ছেড়ে যারা বিজেপি দলে গেছেন তাদের ফিরে আসতে আহ্বান রাখলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিন্হা। তিনি বলেছেন, আজকে যারা বিজেপি দলের মন্ত্রী-বিধায়ক হয়ে আছেন তাদের সিংহভাগ কংগ্রেসের পরিচয়ে পরিচিত। যদি বিবেকবোধ থাকে আপনারা কংগ্রেসে ফিরে আসুন সোজাসাপ্টায় বীরজিৎ সিন্হার এই আহ্বান রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বার্তা দিলো। তার আগে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেছেন, কেউ এক দলে থেকে অন্য দলের হয়ে কাজ করবে তা রাজনীতির জন্য ভালো নয়। বীরজিৎ সিন্হা বলেছেন, কংগ্রেস যাদেরকে নেতা বানিয়েছে তাদেরকে বিজেপি লুফে নিয়েছে। এখন তাদের দুর্দশা চলছে। যদি বিবেকবোধ থাকে কংগ্রেসে ফিরে এসে বিজেপিকে বিনাশ করুন। সকলের দিকে এই বার্তা গেলেও বীরজিৎবাবু আরও একবার স্পষ্ট করলেন রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেসই এবার অন্য ভূমিকায় আছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে সুদীপই কংগ্রেসকে চাঙা করেছে।

প্রবীণ নেতার

বাড়িতে সহকর্মীরা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। সিপিআইএম'র প্রবীণ সদস্য দীনবন্ধু চাকমা অনেকদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। তার সার্বিক অবস্থার খোঁজ নিতে দলের নেতারা গভাছড়া নারায়ণপুরস্থিত বাড়িতে ছুটে আসেন। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য সন্তোষ চাকমা, চারু কুমার চাকমা-সহ অন্য নেতারা দীনবন্ধু চাকমার সঙ্গে দেখা করে তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। এদিকে টিওয়াইএফ'র ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবসও যথাযোগ্য মর্যাদায় গভাছড়া মহকুমায় পালন করা হয়। শনিবার সবক'টি অঞ্চলে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন নেতা-কর্মীরা।

মানুষের ব্যথা উপলব্ধি করতে পারছেনা এই সরকার ঃ সুদীপ



জন-আয়োজনের পর রবিবারের

সাংবাদিক সম্মেলন প্রত্যাশিতভাবেই

সুদীপ রায় বর্মণের ভেতরে থাকা

প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। মানুষের ব্যথা উপলব্ধি করতে পারছে

এমনভাবেই আক্রমণাত্মক ভূমিকায় সাংবাদিক সম্মেলনে শুরুটা করলেন সদ্য কংগ্রেসে ফিরে আসা রাজ্য রাজনীতির অন্যতম নেতা সুদীপ রায় বর্মণ। শুরুতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও ড. অজয় কুমার-সহ পুরো কংগ্রেস পরিবারের কাছে। বলেছেন, সকলেই তাকে এবং আশিস কুমার সাহাকে আবার ঘরে ফিরে আসতে সহযোগিতা করেছেন এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। সুদীপ রায় বর্মণ বলেছেন, আমার ঘর কংগ্রেস। তিনি এও বলেছেন, এই কংগ্রেস আজ উন্নততর কংগ্রেস। সাবলীল ভাষায় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বার্তা দেওয়ার মধ্য দিয়েই অনেক কিছু বুঝিয়েছেন। তারপর মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের মাটি কাটা নিয়েও সুদীপ রায় বর্মণ বলেছেন, মা বিচার করবেন। এতটুকুই তিনি যে ভাষ্যে বলেছেন তাতেই ক্রমশ তাপ বাড়ছিল সাংবাদিক সম্মেলনের। সুদীপ রায় বর্মণ যেন একে একে তাতে উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান, দিল্লির

পর্ব-শেষে আগরতলায় কংগ্রেসে বরণ-পর্বকে কেন্দ্র করে বিশাল

মাসতে পারে এবং যার

কর্মে নিযুক্ত তাদের কর্মে

উন্নতি হতে পারে। তবে স্বাস্থ্যের

পক্ষে দিনটি ততটা ভালো না।

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে

বৃশ্চিক: দিনটিতে কর্মভাব বিশেষ

শুভ নয়। কর্মে সমস্যা বাড়বে।

ব্যবসায় শত্রুতা যোগ দেখা যায়। হওয়া কাজ

তৈরি হবে। চাকরিজীবীদের জন্যও

দিনটি শুভ নয়। তবে অর্থ ভাগ্য

শুভ, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেস্টা

ধন : চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে

দিনটি শুভ। কর্মক্ষেত্রে নানান

🏂 ফেলবে না। ব্যবসা ভাগ্য

শুভই। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে তেমন

কোনো সমস্যা হবে না বং

শারীরিক উন্নতি বৃদ্ধি পাবে।

পরিশ্রম করার মানসিকতা

মকর : এই রাশির

্রিত আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকরে।

ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ।

ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে শারীরিক সমস্যা

<u>ূরু কুম্ভ :</u> কুম্ভ রাশির জাতক

ক্ষেত্রে দিনটি শুভ

আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে

প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হবে না।

জাতক - জাতিকাদের কাজের জন্য প্রশংসা জুটবে। কর্ম ক্ষেত্রে

বিশেষ কোন পরিকল্পনা নেই।

আর্থিক বিশেষ কোনো পরিবর্তন

না হলেও অর্থাভাব হবে না।

ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলে বড়

কোনো ক্ষতি হবে না।

জাতিকাদের কর্মরতাদের

লেগেই থাকবে।

ক্ষেত্ৰে শুভ।

🔳 জাত ক - জাতি কাব

উপাৰ্জন ভাগ্য শুভ

্রামেলা থাকলেও তা

কোনো সমস্যায়

দেখা যায়। হওয়া কাজ

আর হবে না এমন অবস্থা

আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন ৯৪৮৫০৩২০৮৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে

হবে।

করবেন।

থাকবে।

🐙 মেষ : হঠাৎ পরিবর্তন। | 🌉 কোন বড় যোগাযোগ ী বিশিষ্টজনের সহায়তা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। কর্মে নক্ষতা। নিজ গুণে স্বীয় কর্মের ফল লাভ। বহুজনের সঙ্গে মিলনে প্রীতি। ও সখ্যতা বৃদ্ধি, সম্মান। গৃহে শাস্তি বজায় রাখতে কিঞ্চিৎ ব্যয়।

বুষ : মনের বাসনা পূরণ। লোকলজ্জার ভয়। বিশিষ্টজনের পরামর্শ লাভ আত্মীয় প্রীতি, গৃহে কল্যাণ কাজ। স্ত্রী'র স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুর্ভাবনা। স্বভাবের উগ্রতা ও ছলচাতুরি ত্যাগ **।** করতে হবে।

মিথুন : দিনটিতে কর্মে কোন সুখবরে উৎসাহিত হতে পারেন। শত্রু থেকে সতর্ক থাকবেন। যাকে আপন ভাববেন তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার দিন। সাংসারিক চাপ, মনোকস্ট। কর্মে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনায় অবিচল থাকলে শুভ ফল পেতে পারেন। কর্কট : স্বাস্থ্য ও সম্মান সম্পর্কে **|**

🗽 বিশেষভাবে সচেতনতা | ্রীক্ষী অবলম্বন করুন। ভাগ্যের পরিবর্তন আশা করতে পারেন। মনের আশা আকাজ্ফা পুরণ অসম্ভব নয়। তাই বোনদের কারণে। মানসিক সুখের হানি যোগ। তবে একাধিক উপায়ে অর্থাগম। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের শুভ। পূর্ব পরিকল্পিত 丨 একাধিক শুভ যোগাযোগ ঘটবে। কর্মে সাফল্য। সন্তানের জন্য | যাউপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

🎇 সিংহ : উপার্জন ভাগ্য | 🌌 ভালো থাকায় তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। দিনটিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃ পক্ষের সাথে মতান্তর হতে পারে। ব্যবসা স্থান শুভ। কর্মরতদের দিনটিতে। সর্তকে চলতে হবে ও ধৈর্য্য রাখতে 📙

🔳 কন্যা : দিনটিতে উপার্জন 📘 ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক 🛮 ভাগ্য শুভ। উপার্জনের 📗 ভালো থাকবে। ব্যবসায়ীদের ত্ত্র ভালো যোগাযোগ আসবে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দিনটি বিশেষ | মীন : এই রাশির শুভ। ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি 🖠 পাবে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। কর্মকেত্রে সহকর্মীদের থেকে সহযোগিতা পাবেন। সাংসারিক শান্তি বজায়

তুলা : দিনটিতে তুলারাশির জাতক-জাতিকাদের কাছে কর্মের 🛘

পাথরচাপার বিষয়গুলো একে একে বিজেপি-আইপিএফটি পরিচালিত সামনে আসবে এটাই স্বাভাবিক। রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলে যতটক সামনে আনলেন তার মধ্য দিয়েই যেন বোমা ফাটালেন তিনি। বিস্ফোরক মন্তব্যে বলেই দিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ কেমন এবং বর্ডারের পাশের উন্নয়নের কাজের হিসেবে সরজিৎবাবর বিজেপি থাকার বিষয়গুলোও।কটাক্ষ সুরে বলেছেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার কি হাল করেছেন রতন লাল নাথ এটা সকলেরই জানা। বেসরকারিকে সযোগ করে দেওয়ার বিষয় তলে ধরে রাজ্যের উন্নয়ন কাজে বহির্রাজ্যের সংস্থাকে সযোগ করে দেওয়ার কারিগরকেই নিশানা করলেন তিনি। অনেকটা নাম বলে কিংবা নাম উহ্য রেখে একে একে বলতে শুরু করেছেন টানা চার থেকে পাঁচ বছরের বিজেপিকালের বুকের ভেতর চেপে রাখা ক্ষোভগুলো। অ্যান্টি পিপল গভর্ণমেন্ট বলে তীব্র ভাষায় আক্রমণাত্মক বাক্যে সুদীপ রায় বর্মণ বললেন এই রাজ্য থেকে আগামী এক বছর পর এই সরকারকে উৎখাত করতেই হবে। প্রথম সাংবাদিক

কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। একমাত্র কংগ্রেসই এই দেশে কী কাজ করেছে তার উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসই এই দেশকে একটি অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে পরিকাঠামো, সার্বিক রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে শুরু করে মানুষের জন্য জনকল্যাণের সরকার কংগ্রেসই উপহার দিয়েছে। যদিও মানুষকে ভুল বুঝিয়ে এই রাজ্যে তিনি এবং তার মতো অনেকেই ২০১৮ সালে বোকা বনে গেছেন। বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেই অভিজ্ঞতার নিরিখে বলেছেন একটি অদ্ভত সরকার বিজেপি। কোর্টের নির্দেশ মানে না। শনিবার কংগ্রেসের বরণপর্বে সর্বশিক্ষার কথা ভূলে গেছেন সুদীপ রায় বর্মণ। তাই রবিবার এই বিষয়টি উত্থাপন করে বলেছেন— তাদের বিষয়টিও ভাবা হয়নি। অর্থাৎ কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে তা মানা হয়নি। 'মাজরা' চলছে—এই দাবি করে সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, এখন পাড়ায় পাড়ায় যান শুনবেন অমুকের এত পার্সেন্ট, তমুকের এত পার্সেন্ট। তারা মানুষের কথা ভাবে না। মানুষের স্বার্থ বিরোধী সম্মেলনেই আরও একবার স্পষ্ট চিস্তাধারার সরকার বিজেপি।

সরাসরি বলেছেন, এই রাজ্যের মানষের মনে দীর্ঘদিনের যে ব্যথা ছিল, বাম বিরোধী মান্য সেই ব্যথা নিয়ে একটি সরকার এনেছে। এমন জঘন্যতম সরকার আর কেউ দেখেনি। কী আর বলা যাবে ? অবাক কণ্ঠে সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, করোনা মৃত্যু মিছিল আর তিনি বসে তরমুজ খান। মানুষ যখন হাহাকার করছে তখন তিনি কফি ক্ষেতে কফি খান তিনি কে? আপাতত বিষয়টি চেপে গেলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন, তিনি তো নিরু। রোম সাম্রাজ্যের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় তিনি বেহালা বাজাচ্ছেন। নিরুর সাথে কাকে তলনা করেছেন বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট হলেও সুদীপ রায় বর্মণ বলেছেন একে একে আরও অনেক কিছু বলবেন। অনেক কিছু আছে চাপা। প্রকাশ করবেন। মুখ খুলেছেন রতন লাল নাথ ও সুরজিৎ দত্ত ইস্যুতেও। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আক্রমণ শানিত করলেন স্কুল বেসরকারিকরণ ও লাইট হাউসের নির্মাণ কাজকে সামনে তুলে এনে। বিধায়ক আশিস কমার সাহা বলেছেন, যার বাডিই অবৈধ তিনি আবার শহরে উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছেন। কিভাবে অভিযান করছেন? যাদের বাডি অবৈধভাবে চারতলা নির্মাণ করা হয়েছে তারা রাস্তার গরিব হকারদের উচ্ছেদ করছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গাজোয়ারি চলছে বলে দাবি করেন তিনি।সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই রাজ্যে সুদীপ রায় বর্মণদের কংগ্রেসে আসা এবং তার নিরিখে কংগ্রেস আরও বেশি শক্তিশালী হবে ও ত্রিপুরায় ২০২৩ সালে ভাজপা সরকারকে বিদায় দিয়ে কংগ্রেসের

নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হবে।

তদন্ত না করেই পলিশ সদর দফতর

থেকে একটি মিথ্যা বিবৃতি জারি করা

হয়েছিল। যে রাজনগরে গত ৪ বছরে

সিপিআইএম কোন প্রকাশ্য কর্মসূচি

সংগঠিত করতে পারেনি, সেই

জায়গায় এখন বেণু হত্যার ইস্যুতে

প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় বিক্ষোভ

চলছে। এতে করে রাজনৈতিক

ব্যক্তিতান্ত্রিক বিষয়গুলো তুলে ধরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ ফব্রুয়ারি।। বেণু বিশ্বাস খুনের ঘটনা নিয়ে দক্ষিণের রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ চড়ছে। রাজ্য রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলেছে এই খুনের ঘটনা। তার মূল কারণ সেই ঘটনার একজন অভিযুক্তও চালিয়ে যাচ্ছে।রাববার বিলোনিয়ার রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের কমলপুরে সিপিআইএম'র বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। এদিনের মিছিলে বিধায়ক সুধন দাসের সাথে ছিলেন ডিওয়াইএফআই'র রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব। গত ১০ ফেব্রুয়ারি রাতে কমলপুর বাজার থেকে ফেরার পথে বাম কর্মী বেণু বিশ্বাসকে বিজেপি নেতারা পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। চারজনের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে

পরিবার। কিন্তু পুলিশ একজন সেই কারণেই ঘটনার বিশেষ কোন অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করেনি। সিপিআইএম প্রথম থেকেই বলে আসছে পুলিশ অভিযুক্তদের বাঁচাতে চাইছে। এদিনের মিছিল থেকেও একই ধরনের অভিযোগ তোলা হয়। বাম যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি। তাই নবারুণ দেব সরাসরি অভিযোগ বামেরা সেই অভিযক্তদের করেন এ রাজ্যের মখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলন দফতর অপরাধীদের বাঁচাতে চাইছে।



মামলা দায়ের করেছে মৃতের দীপ বরণের রাতেই অফিসে

দুষ্কৃতিরা লুটপাট করে কিছু নিয়ে গেছে আবার অবশিষ্ট রাস্তায় ফেলে হয়েছে। এই ঘটনায় সমন্বয় প্রায় ১০০ প্লাস্টিকের চেয়ার লুট করে নিয়ে যায়। পানিসাগর টিইসিসি এইচবি রোড দোষীদের কঠোর সাথে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী রবিবার ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির একদিনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সমিতির কেন্দ্রীয় ভবনে। সারা রাজ্য থেকে ১৩৪ জন কেন্দ্রীয় কমিটির

পানিসাগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। সংবিধান-সহ সমস্ত কিছুই এদিন পানিসাগর টিইসিসি মহকুমা চ্যালেঞ্জের মুখে। আজ বিভিন্ন কমিটির অফিসের সমস্ত কায়দায় আমাদের বোঝানো হচ্ছে আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কেরালা নয়, উত্তরপ্রদেশই আজকে ভারতবর্ষের মডেল। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া বিভিন্ন তথ্যের গেছে।শনিবার রাত থেকে রবিবার নিরিখে তিনি বলেন, সাক্ষরতা, ভোর পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটেছে বলে স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, আইনশৃঙ্খলা টিজিইএ'র তরফে জানানো সহ সমস্ত দিক দিয়েই কেরালা দেশের মধ্যে আজ এক নম্বরে। আর অফিসের ৫টি স্টিলের আলমিরা, বিজেপি পরিচালিত উত্তরপ্রদেশ চার-পাঁচটি কাঠের চেয়ার টেবিল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা সবেতেই দেশের নিচের দিকে থাকা একটি রাজ্য। অথচ আজকে নেতিবাচক দিকটাকেই আমাদের দেশের শাস্তির দাবি জানিয়েছে। একই সরকার ও তার রাজনৈতিক দল মডেল হিসেবে দেখাতে চাইছে, যা সমিতির তরফে জানানো হয়, এক ভর দিক। এর বিরুদ্ধে শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলন যদি উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ না করতে পারে, তবে সব শেষ হয়ে যাবে। অধিবেশনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পীযুষ কান্তি দত্ত উনার প্রতিবেদন পেশ সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কাজ করেন। এতে আন্তজাতিক, জাতীয়, শুরু হয় শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও রাজ্য ও সংগঠনের অবস্থার উপর শোক প্রস্তাব পাঠের মধ্য দিয়ে। আলোকপাত করা হয়, যার উপর সভার শুরুতে কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচনা করেন রাজ্যের ২০টি অধিবেশনের উদ্বোধক অধ্যাপক বিভাগ থেকে আসা প্রতিনিধি এবং সেলিম শাহ তার আলোচনায় শহরের ১১টি সাংগঠনিক এলাকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আক্রান্ত। দেশের ধর্মনিরপক্ষতা, অধিবেশন থেকে তিনটি প্রস্তাব যথাক্রমে-রাজ্য সরকারের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব, অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা সংক্রান্ত দফতরের কর্মীদের সাংগঠনিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব এবং আগামী ২৮-২৯ মার্চ ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির সর্বভারতীয় ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব। অধিবেশনে টিইসিসি (এইচবি রোড)-এর চেয়ারম্যান মহুয়া রায় বলেন, শ্রমিক, কর্মচারী -ও মধ্যবিত্তদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের মাত্রাতিরিক্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে এখন ঘুরে দাঁড়াবার সময় এসেছে। আগামী ২৮-২৯ মার্চ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দিতে হবে সর্বভারতীয় ধর্মঘটে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। অধিবেশনের শেষ পর্বে আগামী দিনে লড়াই আন্দোলনের প্রশ্নে ১২ দফা আন্দোলন কর্মসূচি গৃহিত হয়।তবে রাজ্যের কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট দাবিগুলোর ভিত্তিতে আন্দোলন যে তেজি হবে সেই বিষয়টিও আলোচনা হয়েছে। ডিএ থেকে শুরু করে কর্মচারীদের আর্থিক বঞ্চনার বলেন, দেশ আজ বিভিন্নভাবেই পক্ষে তিনজন যুগা সম্পাদক। বিষয়েও আলোচনা হয়।

রাজ্য রাজনীতিতে খেলা চলছে

বললেন সুবল প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৩ ফব্রুয়ারি।।

রাজ্য রাজনীতিতে গত কয়েক

দশক ধরে খেলা চলছে। বললেন তৃণমূল তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক তিনি বলেন, রাজ্য রাজনীতিতে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই খেলার কারণেই গ্রাম-পাহাড়ের খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য প্রতিটা নির্বাচনের আগেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, তার জন্য গরিব মানুষের কল্যাণ হচ্ছে না। যে দল দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তন হয়ে যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে প্রচার করে এই রাজ্যে বামেদেরকে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকতে সুবিধা করে দিয়েছে তারাই এখন নতুন করে খেলা শুরু করেছে। কংগ্রেসের জনসভাকে সামনে তুলে এনে সুবল ভৌমিক বলেন, বেঙ্গল লাইন অনুসরণ করা হচ্ছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই লাইন অনুসরণ করে সেই রাজ্যে কংগ্রেস এবং সিপিএম'র যে ফল



হবে। সুবল ভৌমিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন, যে এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরায় কংগ্রেসও সেই ভুলটাই করেছে। রাজনৈতিকমহল মনে করছে, সুদীপ রায় বর্মণরা তৃণমূলে যাবেন বলে আশায় বুক বেঁধেছিল সুবল বাহিনী। এখন তারা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় 'হতাশা' থেকেই তিনি তা বলতে শুরু করেছেন। আরেকটি মহল মনে করছে, এমন হৈচৈ করতে করতেই সুবল ভৌমিক আবার কংগ্রেসে চলে আসবেন। তবে এদিনের কর্মীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেছেন, আবার যে খেলা শুরু করলো কংগ্রেস সেটা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯৭৭-১৯৭৮ কিংবা ১৯৯৩ সালের কাহিনি তুলে ধরে অতীতে ফিরে যান সুবল ভৌমিক। কংগ্রেসের সমাবেশকে কেন্দ্র করেই এদিন মূলতঃ সাংবাদিক সম্মেলনে 'জেদ' মেটালেন সুবল ভৌমিক। তিনি বলেছেন, অনেকেই যারা এই নতুন রাজনৈতিক খেলায় মেতেছে তারা তাদের ফল ভোগ করবে। কার্যত কংগ্রেসের 'উত্থান'কেই সুবল ভৌমিক এবার রাজনৈতিক ইস্যু করতে চলছে। রাজনৈতিক ইস্যু করে পাল্টা জবাব দিচ্ছে। এদিকে আগরতলা কংগ্রেস ভবনে এক সভায় পুরনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শ্যামল পালের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন সুবল ভৌমিক। তৃণমূলের দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বি কংগ্রেসের সাথে মিসে গেছে। এই বিষয়টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে তা পাঠানো হয়েছে। যদিও অন্যান্যদের বিষয়গুলো নিয়ে কিছুই বললেন না সুবল ভৌমিক।

সত্য বলে দিলেন সুব্রত রাজ্যে আসছেন সর্বানন্দ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। ২০১৪ সালের আগে আজকের বিজেপির মতো সেদিনের বিজেপির অবস্থা ছিল না। একটু স্পষ্ট করে দিয়ে বিজেপির প্রদেশ মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী বলেছেন, ২০১৩ সালের পর অনেকেই বিজেপির সাথে এসেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আজকের বিজেপির রূপ পেয়েছে। তাতে বৃহৎ অংশই যে বাম বিরোধী কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা বিজেপিতে এসেছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটাও স্বীকার করে নিলেন প্রদেশ মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে সুদীপ রায় বর্মণরা যেভাবে প্রচার করছে অনেকেই গোপনে যোগাযোগ বাড়াচ্ছে তাদের সাথে। তার যদি প্রমাণ থাকে তাহলে প্রকাশ করা হোক। সুব্রত চক্রবর্তী এই বিষয়গুলো তুলে ধরে এও বলেছেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে বিজেপি তার শক্তি ধরে রেখেছে। একটি সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণে যে কাজ করে চলেছে তাতে মানুষ বিজেপির পাশে আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপির বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল ও বুর্বমোহন ত্রিপুরা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এসে নীরবে রয়েছেন। তাদের অবস্থান নিয়ে কেউই স্পষ্ট করলো না। সূত্রত চক্রবর্তী এই বিষয়টিতে নীরব থাকলেও আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেছেন, তাদের বিষয়টি দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কিনা সেটা দলের শীর্ষ নেতারা দেখবেন। প্রসঙ্গত, বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে সুব্রত চক্রবতী জানিয়েছেন, আগামী ১৫ ফব্রুয়ারি রাজ্যে আসছেন সর্বানন্দ সনোয়াল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সফর সূচির কথা জানাতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, রাজ্য অতিথিশালায় যেমন তার বৈঠক বা আলোচনা রয়েছে, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রভবনেও জনতার সামনে মিলিত হবেন তিনি। বাজেট ইস্যুতেই থাকবে আলোচনা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা অস্মিতা বণিকও উপস্থিত ছিলেন। নানা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সুব্রত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রাজনগর কমলপুর গ্রামে বেণু বিশ্বাসের মৃত্যুর পর তদন্তের আগেই খুন বলে দিলো সিপিএম। পুলিশের প্রতি আস্থা হারিয়ে জিতেন চৌধুরী যে ভাষ্যে কথা বললেন তাতেও অবাক হলেন বিজেপির মুখ্য প্রবক্তা। তিনি বলেন, তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার আগেই খুনের রাজনীতির খেলায় মেতে উঠেছে সিপিএম। এটা সিপিএম'র মজ্জাগত অবস্থা। তাতে অতীতের কথা তুলে ধরে বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যাও দিলেন তিনি। রাজ্য পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি এখন ময়দানে আছে বলা যায়।

'হীরা'র ব্যাখ্যা স্পষ্ট করলো রাজ্য বিজেপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ব্যক্তির সঙ্গে মিশিয়ে সমালোচন রাজ্যবাসীকে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর উপহার হীরা আসলে কোনও ব্যক্তি নন। হীরা শব্দের ব্যাখ্যা এদিন আবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। রবিবার সদ্য ঘরে ফেরা প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপ রায় নয় একটি কাঁচের টুকরো। এরই জবাবে এদিন বিজেপি মুখপাত্র বলেন, হীরা শব্দটির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে হীরা কোনও ব্যক্তি নন। হীরা মানে হাইওয়ে ও রেল। গত চার বছরে রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কিছু তথ্য তুলে ধরে বিজেপি মুখপাত্র এদিন বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যে সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সাব্রুম পর্যন্ত জাতীয় সডক তৈরি করা হয়েছে। তাছাডা দেশের প্রায় ৬টি বড শহরের সঙ্গে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। রাজ্যে বৰ্তমানে ব্যাভ উইথ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টারনেট পরিষেবা শুরু হয়েছে। আগামীদিনে রাজ্যের জলপথগুলি উন্নয় নেও চিন্তাভাবনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। মূলতঃ এই বিষয়গুলোকে প্রধানমন্ত্রী সেদিন হীরা বলে উল্লেখ করতে চাইছিলেন। কিন্তু তা অপব্যাখ্যা করে হীরা শব্দটিকে কোনও

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। করছে বিরোধী দলগুলি। তাই এদিন হীরা শব্দের ব্যাখ্যা আবারও স্পষ্ট করে দেন বিজেপি মুখপাত্র। রবিবারে এই সাংবাদিক সম্মেলনে মূলতঃ বিলোনিয়ার বেণু বিশ্বাস হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিরোধী দল সিপিএম'র তীব্র সমালোচনা করা হয়। এদিন রাজ্য প্রলিশের বর্মণ এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুরে সুর মিলিয়ে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আবেদন যে, যেখানে মৃত্যুর কারণ রাখেন যে, তিনি যেন তার হীরাকে নিয়েই এখনও পুলিশের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান।কারণ তা হীরা কোনও তথ্য নেই সেখানে ঘটনাটিকে খুন বলে সিপিএম বাজার গরম করতে চাইছে। সিপিএম বরাবরই লাশের রাজনীতি করে থাকে। অতীত দিনের অভিজ্ঞতায় তাই দেখা গেছে। একইভাবে আবার লাশের রাজনীতি শুরু করেছে সিপিএম। এদিন পলিশের পক্ষ নিতে গিয়ে বিজেপি মুখপাত্র আরও বলেন, সোশ্যাল মিডিয়াকে কেন্দ্র করে নানা বিল্রান্তি ছড়ানোর চেস্টা শুরু হয়েছে। আর একে প্রতিহত করতেই পুলিশের পক্ষে একটি প্রেস রিলিজ সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করে বিভ্রান্তি কাটানোর চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের পক্ষে পুলিশকে অপরাধী বলার তীৱ বিরোধিতা করেছেন বিজেপি মুখপাত্র।



ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পুরণ করা যাবে। সংখ্যা ৪৩৪ এর উত্তর 8 3 1 2 9 6 5 7 4 5 9 4 3 7 1 6 2 8 7 2 6 5 8 4 1 9 3 1 4 3 8 5 7 2 6 9 2 5 9 1 6 3 8 4 7 6 8 7 4 2 9 3 5 1

3 1 2 9 4 5 7 8 6

9 7 8 6 1 2 4 3 5

4 6 5 7 3 8 9 1 2

| ক্রমিক সংখ্যা — ৪৩৫ | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| | 4 | | | | | | | |
| | 2 | 3 | | | | 5 | | |
| | 8 | 9 | 1 | 6 | | | | 4 |
| 7 | 1 | | 3 | | 4 | 9 | | |
| 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | | | 3 | |
| 4 | | 6 | | 7 | 1 | | 9 | 2 |
| 2 | 5 | 1 | | 4 | | 7 | 6 | 3 |
| 8 | 9 | | | 3 | | 4 | 1 | |
| | | | • | | | • | | |

দুষ্টচক্রের

তাণ্ডবে অতিষ্ঠ

নাগরিকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কাঁকড়াবন, ১৩ ফেব্রুয়ারি।।

দুষ্টচক্রের বাড়বাড়ন্তে অতিষ্ঠ হয়ে

পড়েছে এলাকাবাসী। রাতের

আঁধারে দুষ্টচক্রের বাড়বাড়ন্ত চলে।

শনিবার রাতে উদয়পুর মহকুমাধীন

কাঁকডাবনস্থিত কিশোরগঞ্জ

এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের

সংযোগ ছিন্ন করে দেয় কে বা কারা।

দুষ্টচক্রের কর্মকাণ্ডে কিশোরগঞ্জ

এলাকাবাসী শনিবার রাত থেকে

রবিবার দুপুর পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা

থেকে বঞ্চিত থাকেন। গোটা

এলাকাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

রবিবার সকালে এলাকাবাসী

ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে

পাপের ঘড়া ভরে গেছেঃসু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ভরে গেছে। আর সেই ইঙ্গিত উন্নয়ন কেউ-ই চান না। সবাই জানি। এটার উপর **১৩ ফেব্রুয়ারি।।** পাপের ঘড়া যে ভরে গেছে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন খোদ ত্রিপুরেশ্বরী মা। রবিবার মাতাবাড়িতে পুজো দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন সদ্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রাক্তনমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। এদিন সকালে তিনি এবং আশিস কুমার সাহা-সহ কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা উদয়পুরে আসেন মাতাবাড়িতে পুজো দিতে। উদয়পুরের কংগ্রেস নেতা কর্মীরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন দুই নেতাকে স্বাগত জানাতে। তাদের সাথে কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক ড. অজয় কুমার এবং পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিন্হাকেও তারা স্বাগত জানান। পরে মাতাবাড়িতে সবাই মিলে পুজো দেন এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ এদিন কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাননি। তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন মন্দিরে দাঁডিয়ে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করবেন না। তবে এতটুকু বলেছেন, পাপের ঘড়া

উভয় আমলেই

উপেক্ষিত

নাগরিকদের দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চডিলাম,

১৩ ফেব্রুয়ারি।। বাম কিংবা রাম

উভয় আমলেই উপেক্ষিত হয়েছে

চড়িলাম ব্লকের আড়ালিয়া

পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডের

নাগরিকদের দাবি। স্থানীয়

নাগরিকরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে

আসছেন এলাকার রাস্তাটি যেন ইট

সলিং করা হয়। কিন্তু বাম আমলে

যেমন তাদের দাবি পূরণ হয়নি ঠিক

তেমনি বর্তমান সরকারও সেই

রাস্তা এখনও নির্মাণ করে দেয়নি।

রাস্তার দু'পাশে প্রায় ৩৫টি বাড়িঘর

আছে। লোক সংখ্যা মিলিয়ে দুই

শতাধিক হবে। তারা প্রতিদিন সেই

বেহাল রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া

করেন। মাটির রাস্তাটি বর্যাকালে কি

ধরনের রূপ নেয় তা কেবলমাত্র

তারাই জানেন। তাই রবিবার

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে

নাগরিকরা নিজেদের ক্ষোভ উগরে

দেন। তারা জানান, বাম আমলে

যেমন রাস্তা নির্মাণের দাবি জানানো

হয়েছিল ঠিক তেমনি বৰ্তমান

সরকারের সময়েও বহুবার রাস্তা

নির্মাণ করে দেওয়ার দাবি জানানো

মধ্য দিয়ে তিনি যা বোঝানোর তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাকে ইঙ্গিত করে তার এই মন্তব্য তা সবার কাছেই

দিচ্ছেন খোদ মা। এই দুটি কথার মাতাবাড়িতে অনেক পুরোনো ঐতিহ্যকে নম্ভ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এতে করে মানুষের বিশ্বাসে আঘাত হানা হয়েছে বলে



স্পাস্ট। মন্দিরের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কিছুটা ক্ষোভ জানান তিনি। তার কথা অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজকে সবাই স্বাগত জানাবেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে নম্ভ করে

তার মন্তব্য। সুদীপ রায় বর্মণ আরও বলেন, মাতাবাডি চত্বরের প্রোটাই পবিত্র স্থান। মায়ের অঙ্গ কোথায় এসে পড়েছিল তা কেউই নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেন না। কাজেই পুরোটা কুরমাপীঠকে পবিত্র বলেই বুলডোজার চালিয়ে বিভিন্ন পুরোনো গাছ কেটে এটাকে নতুনভাবে করতে চাইছে। এটা সবার বিশ্বাসে আঘাত। আর মাতাবাড়ির যে ট্রাস্ট আছে আগে তার সবকিছুর মালিক ছিলেন মা। কিন্তু এখন মাকে সরিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হয়েছেন। সরাসরি না হলেও সুদীপ রায় বর্মণ এদিন ঘুরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও যে আঘাত করেছেন তা কারোর কাছেই বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কংগ্রেসের অন্য নেতারাও কথা বলতে গিয়ে জানান, রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় তারা মন্দিরে এসেছেন। উল্লেখ্য, একদিন আগেই প্রবল উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহাকে রাজ্য কংখেস বরণ করে নেয়। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তাদের যোগদান নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে সুদীপ রায় বর্মণের বক্তব্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে রাজ্যের মানুষ।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রবিবার দুপুরে পানিসাগর থানাধীন আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে রামনগর মহাদেব বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় পাথর বোঝাই ট্রিপারের সাথে বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাইক চালক থুম্পুইয়া ডার্লং (২১) আহত হন। তিনি বাইক নিয়ে শনিছড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। পাথর বোঝাই গাড়িটি অপরদিক থেকে এসে বাইকে ধাক্কা দেয়। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান বাইক চালক। তার বাইকটি একেবারে ট্রিপারের চাকার নিচে চলে যায়। পরে ট্রিপার চালক সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওই যুবককে আহত অবস্থায় তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় উপ্তাখালি হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পানিসাগর থানার পুলিশ। জানা গেছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকের কোন নথিপত্র নেই। পুলিশ সেই বাইক এবং ট্রিপার থানায় নিয়ে আসে। এখন ট্রিপার চালকের খোঁজ চালাচেছ পুলিশ। জানা গেছে, আহত যুবকের বাড়ি কৈলাসহরের দেওগ্রামের ২নং ওয়ার্ডে।

চোরের হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর

১৩ ফেব্রুয়ারি।। এবার চোরদের

হানা পড়ল বিদ্যুৎ দফতরের

অফিসে। রাজ্যে চুরির ঘটনা

রুটিনমাফিক প্রতিনিয়ত জারি

রয়েছে। এবার বিদ্যুৎ দফতরের

অফিসে হানা দিয়ে বেশকিছু

বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰপাতি সহ বিভিন্ন

সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় চোরের

দল। ঘটনা শনিবার গভীর রাতে

বক্সনগর বিদ্যুৎ দফতরে। রবিবার

সকালে অন্যান্য দিনের মত কর্মীরা

অফিসে এসে দেখেন গেট সহ

ভেতরের দরজা ভাঙা। বিষয়টি

লক্ষ্য করে কর্মীরা তাদের ঊর্ধ্বতন

কর্তৃপক্ষকে ঘটনা সম্পর্কে জানান।

এ বিষয়ে বিদ্যুৎ দফতরের সিনিয়র

ম্যানেজার স্থানীয় থানায় ঘটনাটি

ঘটনার পেছনে কারা কারা জড়িত

১৩ ফেব্ৰুয়ারি।। তিন মাস খুঁজছেন স্ত্রী সুপর্ণা আচার্য। তাদের অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও নিখোঁজ স্বামীর সন্ধান না পেয়ে অসহায়ত্বের মত দিনযাপন করছেন স্ত্রী-পুত্র। ঘটনা চড়িলাম আরডি ব্লুকের অন্তর্গত আড়ালিয়া থাম পঞ্চায়েতের রাজীব কলোনি পিতা দিলীপ কোনরকমভাবে

বিদ্যালয়ে রহস্যজনক আগ্নকাণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রহস্যজনক

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভত হয় হেজামারা ব্লকের বডকাঁঠাল উচ্চমাধ্যমিক

বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি কক্ষ। অগ্নিকাণ্ডে বিদ্যালয়ের জরুরি নথিপত্র

পুড়ে গেছে বলে এক শিক্ষক জানান। এদিন সকালে বড়কাঁঠাল বাজারে

লোকজন বিদ্যালয়ে আগুন দেখতে পান। রবিবার ছুটির দিন হওয়ায়

বিদ্যালয় ছিল বন্ধ। স্বাভাবিক কারণে এখন প্রশ্ন উঠছে জনমানবশূন্য

বিদ্যালয়ে কিভাবে আগুন লাগলো? বাজারের লোকজনের কাছ থেকে

খবর পেয়ে মোহনপুর দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

তারা তড়িঘড়ি আগুন নেভাতে শুরু করেন। স্থানীয় লোকজনও এই কাজে

তাদের সাহায্য করেন। খবর পেয়ে বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ছুটে

আসেন। দমকল বাহিনীর কর্মীদের কথা অনুযায়ী বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট

থেকে আগুন লাগতে পারে। তবে আশ্চর্যজনক বিষয় বিদ্যালয়ের

প্রধানশিক্ষকের কক্ষ-সহ মোট তিনটি কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর তাতে

বেশকিছু জরুরি নথিপত্র আগুনে পুড়ে যায়। গোটা এলাকায় এই ঘটনা

নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন নথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়ার

জন্যই আগুন লাগানো হয়নি তো? এখন পুলিশ যদি ঘটনার সঠিকভাবে

থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। বলরাম দেবনাথের

খুনিদের ফাঁসির দাবিতে থানায় এসে বিক্ষোভ দেখালো এলাকার নাগরিকরা।

মেলাঘর থানাধীন পোয়াংবাড়ি এলাকার বলরাম দেবনাথ নৃশংসভাবে খুন

হয়েছিলেন হবু শ্বশুরবাড়িতে। ঘটনার পর চারজনের বিরুদ্ধে নিহত যুবকের

বাবা থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ এখনও পর্যন্ত তিন অভিযুক্তকে

গ্রেফতার করেছে। বাকি অভিযুক্তকে গ্রেফতারের কোন খবর নেই। এরই

মধ্যে রবিবার দুপুরে পোয়াংবাড়ি এলাকার মানুষ মেলাঘর থানার সামনে

এসে জড়ো হয়। তারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বলরামের খুনিদের ফাঁসির

শাস্তি দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। যে তিন অভিযুক্ত পুলিশের

হাতে গ্রেফতার হয়েছে তারা হল প্রসেনজিৎ নমঃ, রতন নমঃ এবং বাদল

নমঃ। অভিযুক্ত টুটন সরকার এখনও গ্রেফতার হয়নি বলে খবর। থানার

তদন্ত করে তবেই কারণ বেরিয়ে আসতে পারে।

৩ মাস ধরে নিখোঁজ স্বামী

এলাকায়। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম দীপেন আচার্য (৩৬)। পেশায় তিনি বাইক মেকানিক। তিন মাস পূর্বে আগরতলার উদ্দেশ্যে বাইকের সরঞ্জাম ক্রয় করবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে লোনও নিয়েছেন দোকানের সামগ্রী কেনার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম,

এক ছেলেও আছে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সমস্ত জায়গায় তিন মাস ধরে খোঁজাখুঁজি করছেন তার স্ত্রী। কোথাও দীপেন'র হদিস পাওয়া যায়নি। ফলে এক প্রকার অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে স্ত্রী-পুত্রকে। এলাকার মানুষদের সাহায্যে জীবনযাপন করছেন তারা। তিন মাস পূর্বে বিশালগড় থানায় স্বামীর নিখোঁজের সংবাদটি জানিয়েছিলেন স্ত্রী সুপর্ণা আচার্য। কিন্তু কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায়নি দীপেন'র। দীপেন'র আচার্যও সাহায্য সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত সুপর্ণার পিতা শংকর আচার্য রবিবার খোয়াই থেকে এসে মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে বিশালগড় থানায় দীপেন'র বিষয়ে কথা বলেন। দীপেন কোথায় গিয়েছেন, কি হয়েছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছেনা সুপর্ণার পরিবার। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ নিখোঁজ দীপেন'র সন্ধান দিতে কতটা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

আসেননি দীপেন। তন্ন তন্ন করে

কাঁকড়াবন ইলেকট্রিক অফিসে খবর

দিলে কর্মীরা ছুটে গিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বেশ কিছুদিন পর পর এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। রাতের আঁধারে একটা শ্রেণীর দুষ্টচক্র এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ। অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের সুযোগ নিয়ে চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে বলে এলাকাবাসীর তরফে জানানো হয়। বহুবার গবাদি পশু সহ বাড়িঘরে চুরি সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রশাসন যাতে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তার জন্য

এলাকাবাসীরা দাবি জানিয়েছেন। পুলিশের জালে কুখ্যাত নেশা কারবারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. কমলপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। কমলপুর থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নেশা সামগ্রী-সহ এক কুখ্যাত



অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়। অভিযুক্তের নাম তাপস মালাকার। তার বাডি কমলপুর থানাধীন চলোবাড়ি এলাকায়। রবিবার দুপুরে ওসি সমরেশ দাস এবং এসডিপিও সব্যসাচী দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী তাপস মালাকারের বাড়িতে হানা দেয়। তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়। এর আগেও তাপস মালাকারকে পুলিশ একই ধরনের অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে পুনরায় নেশার ব্যবসা চালিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কমলপুরের এক মহুরী তাপসের সাথে নেশা কারবারে যুক্ত আছে। তাই দাবি উঠছে সেই মুহুরীর বিরুদ্ধেও পুলিশ যেন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বিদ্যুৎ নিগম অফিসে চারবার কাগজপত্র দিলেও কাজের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চডিলাম, করেন। কাজ করতে পারলে খাবার ১৩ ফেব্রুয়ারি।। বয়স সত্তর বছর পার হয়ে গেলেও কপালে জোটেনি বৃদ্ধ ভাতা। জীবনের পড়স্ত বেলায় এসে বৃদ্ধ ভাতার বুক ভরা আশা নিয়ে জীবনযাপন করছেন সুধন দেবনাথ। চড়িলাম আর ডি ব্লকের অভাগতি দক্ষিণ চড়িলাম থাম পঞ্চায়েতের সুধন দেবনাথ চোখে দেখতে পান না ও কানে শুনতে পান না। বয়সের ভারে ন্যুক্ত হয়ে গেছেন তিনি। কোনও ধরনের কাজ করতে অসমর্থ। লাঠি ভর করে এদিক-ওদিক নড়াচড়া করেন।জানা গেছে, সুধন দেবনাথের চার মেয়ে, এক ছেলে। চার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে রাজমিস্ত্রির কাজ



খাওয়াবেন ? বহুবার ভাতার জন্য সমস্ত কাগজপত্র পঞ্চায়েতে জমা দিয়েছেন ওই বৃদ্ধ। তিন থেকে

কাজ কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু অসহায় সুধনের প্রশ্ন আর কবে হবে? কষ্ট করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংসার চলছে। যদি সামাজিক ভাতা ভাগ্যে জোটে তাহলে জীবনের শেষ দিনগুলো অন্ততপক্ষে দু`মুঠো ভাত খেয়ে বেঁচে যেতে পারবেন বলে আক্ষেপের সুরে জানান তিনি। সরকারের কাছে কাতর আবেদন রেখেছেন তিনি যেন সরকার তার সামাজিক ভাতার ব্যবস্থা করে দিতে। বৃদ্ধ সুধন জানান, তার স্ত্রীও ভাতা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তিনিও এখনও পর্যন্ত বঞ্চিত হয়ে আছেন। এক কথায় গোটা পরিবারটি অদৃশ্য কারণে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে।

ডিজেলবাহী ট্যাঙ্কার দু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, পানিসাগর অগ্নি নির্বাপক দফতরের **১৩ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্যে যান কর্মীরা ছুটে এসে ট্যাঙ্কার চালক ও সন্ত্রাসজনিত দুর্ঘটনার ট্র্যাডিশন চলছেই। রবিবার বিকাল আনুমানিক ৪টার সময় উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত ৮নং জাতীয় সড়কের চামটিলা সংলগ্ন রৌয়া অভয়ারণ্য এলাকায় একটি ডিজেলবাহী ট্যাঙ্কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে হুমড়ি খেয়ে পাল্টি ০১ইসি/৪৭১১ নম্বরের ডিজেল ভর্তি ট্যাঙ্কারটি বিলোনিয়া যাওয়ার পথেই দ্রুতগতির কারণে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে শিলচরের কালীনগরে। চালক জয়ন্ত পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

সহ চালককে উদ্ধার করে তিলথৈ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত



জয়ন্ত সিং-এর বাড়ি অসমের শিলচরের জীবন গ্রামে এবং সহ-চালক সইদুর আলির বাড়িও সক্ষম হলে ডিজেল পড়া বন্ধ হয়।

চলছে তিলথৈ হাসপাতালে। খবর পেয়ে পানিসাগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে। এদিকে পাল্টি খাওয়া ট্যাঙ্কার থেকে ডিজেল পড়তে থাকায় স্থানীয় নরনারীরা ডিজেল সংগ্রহ করতে ঘটনাস্থলে ভিড় করে। পানিসাগর অনেক কসরত করে ট্যাঙ্কারের খায়। জানা গেছে, এএস করে। আরও জানা গেছে, চালক ফুটো দিয়ে ডিজেল পড়া বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে পরে দুটি জেসিবি দিয়ে

এবং সহচালক সইদুরের চিকিৎসা

সম্পর্কে অবহিত করেন। পরে পাল্টি খাওয়া ট্যাঙ্কারকে দাঁড় করাতে

সামনে বিক্ষোভ চলাকালে এলাকাবাসীর তরফে ৫ জনের প্রতিনিধি দল অফিস থেকে দু'জন গিয়ে কলমটোড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পলিশ এসে ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। তবে ঠিক কি কি চুরি হয়েছে, তার পরিমাণ কেমন সে বিষয়ে অফিসের কর্মচারীরা অনুমান করতে পারেন নি। রাতে ডিউটিতে থাকা কর্মীদের দায়িত্ব ও ভমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নাইট গার্ড ও বিদ্যুৎকর্মী নৈশকালে কর্তব্যে থাকা সত্ত্বেও চোরের দল কিভাবে বিদ্যুৎ দফতরে হানা দিল এ নিয়েও ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ যদি সঠিকভাবে তদন্ত করে তাহলে এ

আছে তা সহজেই বেরিয়ে আসবে। যাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তারা একই গ্রামের বাসিন্দা। জানা গেছে, আক্রান্ত চালক অভিযুক্তরা বলরামের কাছে ২৫ হাজার টাকা দাবি করেছিল। সেই টাকা না দেওয়ার কারণেই খুন হতে হয় তরতাজা যুবককে। এলাকার মানুষ জানিয়ে। গাড়ি আটকে দিয়েছেন খুনিদের যাতে একমাত্র ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। এক যান চালককে শারীরিকভাবে হেনস্থা করার অভিযোগ এনে বিক্ষোভে শামিল হন অন্যান্য যান চালকরা। রবিবার সকালে মোহনপুরের প্রায় শতাধিক যান চালক একত্রিত হয়ে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়া সিএনজি বোঝাই টিএনজিসিএল'র দুটি গাড়ি আটকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অভিযোগ, পশ্চিম জেলার গাড়িগুলি যদি কোনো কারণবশত খোয়াইয়ে গিয়ে সেখানকার স্টেশনে যান তাহলে তাদের নানান অজুহাত দেখিয়ে গ্যাস দেওয়া হয় না। যান চালকদের আরও অভিযোগ, কিছুদিন পূর্বে খোয়াইয়ে একটি সিএনজি স্টেশনে মোহনপুরের এক যান চালককে শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয়।এ সমস্ত ঘটনাগুলোর প্রতিবাদে টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তী সময়ে সিধাই থানার ওসি'র হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।বিক্ষোভস্থল থেকে যান চালকরা সরে যায়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ওসি'র সাথে দেখা করেন। তারা পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন কোনভাবেই যেন অভিযুক্তরা পার পেয়ে না যায়। পুলিশ যেন সঠিকভাবে ঘটনার তদন্তক্রমে তাদের চূড়ান্ত শাস্তি পর্যন্ত নিয়ে যায়। এলাকার মহিলারা এদিন বেশি সংখ্যায় বিক্ষোভে শামিল হন। বলরামের মা-সহ পরিবারের অন্য সদস্যরাও তাদের সাথে ছিলেন। নিহত যুবকের মা থানার সামনে দাঁডিয়ে ছেলে হারানোর যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাতে বিপদনাশিনী পূজায় ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়েছিল বলরামকে।

বাম-রামে একই হাল, অসহায়

বিলোনিয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে সরকারি প্রকল্পগুলি দরিদ্র পরিবারগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়ার গাঁথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানান দিলেও কতজন সুযোগ সুবিধা পাচেছন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ, বহু দরিদ্র পরিবার যে এখনো সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না তার একের পর এক উদাহরণ উঠে আসছে। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাম আমলে সুযোগ-সুবিধা থেকে যারা বঞ্চিত হয়ে রাম আমলে এই সুযোগ-সুবিধা পাবেন বলে আশা করেছিলেন সে আশা আর পূরণ হচেছ না। বারবার এলাকার কাউন্সিলার থেকে শুরু করে নেতাদের কাছে আবেদন জানিয়েও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তারা বঞ্চিত। বিলোনিয়া পুর পরিষদের পাঁচ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা শংকর সরকার। এখনো কাপড় ও চট দিয়ে শৌচালয় ব্যবহার করে আসছেন তার পরিবার। হতদরিদ্র শংকর সরকার পেশায় শ্রমিক। স্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ও কন্যাসস্তান নিয়ে তিন জনের জন্য ঘর সহ কন্যাসস্তানের ভাতার সংসার। কন্যাসস্তান দিব্যাঙ্গজন। দিব্যাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও মেলেনি এখনো ভাতা। বারবার বিলোনিয়া শিশু উদ্যান সংলগ্ন সমাজশিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দফতরে গিয়ে

ব্যবস্থা যেন সরকার করে দেয়। কারণ, আধভাঙ্গা পুরনো গুদাম ঘরে বসবাস করতে হচ্ছে তাদের। নেই শৌচাগার। একপ্রকার অসহায়ত্বের সঙ্গে কাঁচা শৌচাগার



মেয়ের ভাতার জন্য আবেদন জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সমস্ত ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রইল হতদরিদ্র পরিবারটি। হতদরিদ্র শংকর সরকার বিনয় চিত্তে দাবি রেখেছেন অন্তত মাথা গোঁজার

ব্যবহার করে জীবনযাপন করতে হচ্ছে পরিবারকে। অন্যদিকে মেয়ের দিব্যাঙ্গ সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও দিব্যাঙ্গ ভাতা কপালে এখনো জোটেনি। সব মিলিয়ে হতদরিদ্র পরিবারটি অসহায় ও দিশেহারা।

হয়েছিল। নেতারা হচ্ছে, হবে বলে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। দুর্ঘটনায় জখম বাইক চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। যান দুর্ঘটনায় জখম হলেন বাইক চালক। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ সেকেরকোট বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন তরুণ দেব। তিনি বাইক নিয়ে বিশালগড় থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিলেন। তখনই একটি ম্যাক্স গাড়ি তাকে পেছন থেকে ধাকা দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় তরুণ দেবকে উদ্ধার করার জন্য দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল কর্মীরা এসে তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাকে আগরতলা রেফার করা হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য।

দেরিতে বাড়ি আসার কারণ জানতে চেয়ে আক্রান্ত মহিল

দেরিতে বাডি ফেরার কারণ জানতে চেয়ে স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার স্ত্রী। অভিযোগ, মহিলার শৃশুর-শাশুড়িও তাকে মারধর কেরছেন। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন দুর্গানগর এলাকায়। এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ দুই ছেলেকে নিয়ে বিশালগড় হাসপাতালে ছুটে আসেন নির্যাতিতা মহিলা। তিনি জানান, শনিবার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রাতে স্বামী দেরি করে বাড়ি দেরি করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখনই স্বামী তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করে বলে নিজের ছেলেকে কিছু না বলে এমনকী তারাও নাকি পুত্রবধূকে মারধর করেন। তাই আঘাতপ্রাপ্ত হাসপাতালে ছুটে আসেন চিকিৎসার

বিশালগড়, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। এসেছিলেন। তাই তিনি স্বামীকে মহিলা থানায় গিয়েও অভিযোগ জানান নিৰ্যাতিতা। তিনি বলেন. তার স্বামী অনেকদিন ধরেই এই ধরনের আচরণ করছে। স্ত্রী হিসেবে অভিযোগ।শ্বশুর-শাশুড়ি ছুটে এসে তিনি কোন মর্যাদা কিংবা সম্মান পাচ্ছেন না। অথচ তাদের দুটি উল্টো পুত্রবধুকে গালমন্দ করেন। সন্তানও আছে। দুই ছেলের সামনেই তাদের মাকে মারধর করা হচ্ছে। নির্যাতিতা মহিলা সংবাদমাধ্যমের ওই মহিলা এদিন সকালে সাথে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি এখন বিচার চাইছেন।

জন্য। পরবতী সময় বিশালগড

ঞ্জনে ভরসা বাঁশের সাঁকো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, **১৩ ফেব্রুয়ারি।।** ডাবল ইঞ্জিন থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার নাগরিকদের দুর্দশার শেষ নেই। গ্রাম-পাহাড়ে পানীয় জল থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট নিয়ে হাজারো সমস্যা। কিন্তু সেই সব সমস্যা নিরসনে কারোর কোন নজর নেই বলে অভিযোগ। একই ধরনের অভিযোগ উঠে আসলো চড়িলাম ব্লক এলাকার নাগরিকদের মুখ থেকে। ওই ব্লকের ছেচড়িমাই পঞ্চায়েত এবং উত্তর চড়িলাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সংযোগস্থাপন করেছে একটি বাঁশের সাঁকো। রাঙাপানিয়া নদীর উপর নির্মিত বাঁশের সাঁকো দিয়েই দুই গ্রামের মানুষ প্রতিদিন চলাফেরা করেন। এক কথায় ঝুঁকি নিয়ে তাদের নদীর উপর দিয়ে চলাচল করতে হয়। ছোট ছোট পড়ুয়ারা এবং



প্রবীণ নাগরিকদের নদী পার হতে গেলে খুবই সমস্যায় পড়তে হয়। সবচেয়ে সমস্যা হয় কৃষকদের। থালাভাঙা এলাকায় অনেক কৃষকের বসবাস। তারা উৎপাদিত ফসল বাড়িতেই কিংবা বাজারজাত করেন সেই বাঁশের সাঁকোর ভরসায়।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি ছিল বাঁশের সাঁকোর জায়গায় ফুটব্রিজ নির্মাণ করে দেওয়া হোক। কিন্তু আজও সেই দাবি অধরাই থেকে গেছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নাগরিকরা আশা ছেড়ে

দিয়েছেন যে, তাদের এলাকায় কোনদিন ব্ৰিজ নিৰ্মিত হবে না। কারণ, নেতা কিংবা জনপ্রতিনিধিরা এলাকায় আসা-যাওয়া করলেও বাঁশের সাঁকোর বদলে ফুটব্রিজ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ

সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্ক জালিয়াতি

গুজরাটের এবিজি শিপইয়ার্ডের বিরুদ্ধে ২৮টি ব্যাঙ্কের

২২ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ

এবিজি

ব্যবস্থা নিতে পাঁচ বছর লেগে

গেল কেন! কংগ্রেসের অভিযোগ,

২০০৭ সালে গুজরাট সরকার

সুরাটের এই জাহাজ নির্মাণ

সংস্থাকে ১, ২১, ০০ স্কোয়ার

মিটার জমি দিয়েছিল। সেই সময়

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন

উল্লেখ্য, গতকাল সিবিআই সুরাট,

মুম্বাই, পুণে-সহ এবিজি

শিপইয়ার্ডের ১৩টি শাখায় হানা

দিয়ে সংস্থার বিরুদ্ধে একাধিক

তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে। এর পরেই

সংস্থার কর্ণধারদের বিরুদ্ধে মামলা

রুজু করা হয়। সিবিআইয়ের

এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে,

২০১৯ সালের ১৮ জানুয়ারিতে

সংস্থা আরনেস্ট অ্যান্ড ইয়ং এলপি

একটি ফরেনসিক অডিট রিপোর্ট

জমা দেয়। এই রিপোর্টে বলা

হয়েছে, এপ্রিল ২০১২ থেকে জুলাই

২০১৭, এই সময়পর্বে অভিযুক্তরা

যৌথভাবে ব্যাঙ্ক তহবিলের যথেচ্ছ

অপব্যবহার, বিশ্বাস লঙ্ঘন ও

তহবিলের অবৈধ ব্যবহার করেছে।

যে উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্গগুলি ঋণ

"হিজাব পরা

মেয়েই একদিন

প্রধানমন্ত্রী হবে"

नश्रापिक्षि, ১৩ ফেব্রুয়ারি।।

কর্ণাটকের শিক্ষাঙ্গনে হিজাব নিয়ে

চলা বিতর্কের আঁচ দেশ ছাড়িয়ে

বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই

প্রেক্ষিতে অল ইন্ডিয়া মজলিশ-এ

ইত্তেহাদুল মুসলিমিন বা মিম দলের

প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসির

মন্তব্য, হিজাব পরা মেয়েই এক দিন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। রবিবার

সাংসদ আসাদউদ্দিন নেটমাধ্যমে

একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন।

সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়,

''হিজাব পরা মহিলা কলেজে

যাবেন, জেলা কালেক্টর হবেন,

জেলাশাসক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী

ইত্যাদি হবেন।" সভায় উপস্থিত

একঝাঁক মানুষের উদ্দেশে

আসাদউদ্দিনকে বলতে শোনা যায়,

''যদি আমাদের মেয়েরা হিজাব

পরতে চায়, তাদের বাবা-মায়েরা

সমর্থন করবেন, তার পর দেখি কে আটকায়।" তার পর যোগ করেন,

"তখন আমি হয়তো বেঁচে থাকব না,

কিন্তু আমার কথা মনে রাখুন, এক

দিন হিজাব পরা মেয়ে ভারতের

প্রধানমন্ত্রী হবেন।" এ নিয়ে তাঁর

কাছে বিশদে প্রতিক্রিয়া নিতে গেলে

সংবাদমাধ্যমের সামনে আর কিছ

বলতে চাননি ওয়েইসি। অন্য দিকে

উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা

বিজেপি নেতা দীনেশ শর্মা। তাঁর

কটাক্ষ করেছেন

এরপর দুইয়ের পাতায়

তাঁকে

দিয়েছিল তা করা হয়নি।"

৫ বছরে তিন গুণ সম্পত্তি বেড়েছে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরাখণ্ডের ধামির সাত গুণ

পানাজি/দেরাদূন, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ভোট হতে চলেছে দুই বিজেপি শাসিত রাজ্য গোয়া এবং উত্তরাখণ্ডেও। পরীক্ষায় বসছেন দুই ক্ষমতায় থাকা মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত এবং পুষ্কর সিং ধামি। ২০১৭ থেকে ২০২২-এই পাঁচ বছরে দুই মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থীই তাঁদের সম্পত্তি বৃদ্ধির দিক থেকে একে অপরকে টেক্কা দিয়েছেন, এমনটাই বলছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস বা এডিআর-এর প্রতিবেদন। নির্বাচন কমিশনের কাছে দাখিল করা হলফনামাগুলি মূল্যায়ন করে তারা এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে। ২০১৯ সাল থেকে গোয়ার মখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রমোদ সাওয়ান্ত। এডিআর-এর রিপোর্ট বলছে, গত ৫ বছরে তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে ৩ গুণ বা ৬.৫৮ কোটি টাকা। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তুলনায় বেশ নতুন পুষ্কর সিং ধামী, চেয়ারে বসার সুযোগ হয়েছে মাত্র সাত মাস। তবে গত ৫ বছরে তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে ৭ গুণ বা ২.৮৫ কোটি টাকা! এডিআর এবং গোয়া ইলেকশন ওয়াচ আসন্ন গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে নির্দল-সহ বিভিন্ন দল থেকে ফের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৭ জন বিধায়কের দাখিল করা হলফনামা বিশ্লেষণ করেছে। এঁদের সম্পদ বেড়েছে ২ শতাংশ থেকে ২৩৬ শতাংশ পর্যন্ত। এডিআর এবং গোয়া ইলেকশন ওয়াচের রিপোর্ট অন্যায়ী ২০১৭ সালে এই প্রার্থীদের গড সম্পদ ছিল ১০.২৪ কোটি টাকা। ২০২২ সালে তাদের গড় সম্পদ বেড়ে হয়েছে ১৬.৭৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ, গত ৫ বছরে এই ৩৭ জনের গড সম্পদ বদ্ধি হয়েছে প্রায় ৬৪ শতাংশ (৬.৫৩ কোটি টাকা)। ক্ষমতাসীন বিজেপি তাদের ২২ জন বর্তমান বিধায়ককেই প্রার্থী করেছে। তাদের সম্পদের গড় বৃদ্ধি ৫.৭৯ কোটি টাকা। ক্যালাঙ্গুট নির্বাচনি এলাকা থেকে বিজেপির প্রার্থী হওয়া বিধায়ক মাইকেল ভিনসেন্ট লোবোর সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে সবথেকে বেশি ৩৮.৩১ কোটি টাকা। অন্যদিকে, এডিআর এবং উত্তরাখণ্ড ইলেকশন ওয়াচ ৫১ জন বিধায়ক, যারা এবারও উত্তরাখণ্ডের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন, তাদের দাখিল করা হলফনামা বিশ্লেষণ করেছে। দেখা যাচ্ছে এই ৫১ জনের সম্পত্তি বদ্ধি হয়েছে ৩ শতাংশ থেকে ৭৪০ শতাংশ পর্যন্ত! কম। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৭ সালে নির্দল-সহ বিভিন্ন দলের এই ৫১ জন বিধায়কের গড সম্পদ ছিল ৪.৭২ কোটি



টাকা। ২০২২ সালে, তাদের গড় সম্পদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.০৫ কোটি টাকায়।

অর্থাৎ, গত ৫ বছরে পুনঃপ্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী এই ৫১ জন বিধায়কের গড় সম্পদ

বৃদ্ধি হয়েছে ২.৩৩ কোটি টাকা বা ৪৯ শতাংশ। সম্পদের সর্বোচ্চ বৃদ্ধির

তালিকায় থাকা প্রথম পাঁচজন বিধায়কের মধ্যে চারজনই বিজেপির। উত্তরাখণ্ডে

পাঞ্জাবের ভোট ইস্যুতে সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সাথে আপ'র পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ভগবন্ত মন।

শিখদের পাগড়ির মতো হিজাব ইসলাম ধর্মের অঙ্গ নয় ঃ কেরলের রাজ্যপাল

তিরুঅনন্তপুরম, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। পাগড়ি পরার বিষয়টিও। হিজাব পরার পক্ষে যুক্তি হিসাবে বলা হচ্ছে শিখদের যদি পাগড়ি পরে কলেজে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়, তবে কেন মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এই বিষয়টির উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, "হিজাব পরে কলেজে প্রবেশের অধিকারের স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে শিখদের পাগড়ির প্রসঙ্গ আনা হচ্ছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ পাগড়ি হল তাঁদের ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু হিজাব ইসলাম ধর্মের অত্যাবশকীয় অঙ্গ নয়।'' রাজ্যপালের মতে, পরো বিতর্কটি মুসলিম নারীদের অগ্রগতিকে লাইনচ্যুত করার একটি ষড়যন্ত্র। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে তিনি বলেন, "একটি অল্পবয়সি মেয়ে নবীর গুহে প্রতিপালিত হয়েছিল। সে নবীর স্ত্রীর ভাইঝি। সে অসাধারণ সন্দ্রী ছিল। এক দিন সে বলল. আমি চাই মানুষ আমার সৌন্দর্য দেখুক। আমার সৌন্দর্য ঈশ্বরের অনুথাহ দেখুক এবং ঈশারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুক।ইসলামের 'পর্দা'থাকা উচিত।"প্রসঙ্গত হিজাব প্রথম প্রজন্মের নারীরা এই বিতর্কে উঠে এসেছে শিখদের ভাবেই আচরণ করত।"

অ্যাক্টিভ আর সেই অনুসারে

কতটা পরিমাণে খাবার

মিথ ৩: অনেকেই আবার

কোলেস্টেরল হয়। এ২

কোলেস্টেরল হিসেবে কাজ

করে। এবং ফ্যাট সলিউবেল

ভিটামিন এ, ডি, ই, কে-র

জন্য খুব কাজে আসে। তবে

ডাক্তার মোষের দুধের ঘি-র

থেকে গোরুর দুধের ঘি-র

উপরই বেশি গুরুত্ব

দিয়েছেন।

ভাবেন ঘি খেলে

গোরুর ঘি গুড

খাচ্ছেন।

উল্লেখ করে বলেন, ধর্মগ্রন্থে সাত বার হিজাবের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এটি মুসলিম মহিলাদের পোশাক রীতির অংশ নয়। কর্ণাটকে হিজাব পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের পাল্টা গেরুয়া ওডনা পরে মাঠে নেমেছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। বিষয়টি বৰ্তমানে আদালতে বলেন, ''হিজাব ইসলামের অঙ্গ নয়।

কথা বলবেন, তার মাঝে একটি

আপনি যদি প্রতিদিন পরিমিত

পরিমাণে ভাত খান, তাহলে

কখনোই। আপনি কী খাচ্ছেন,

কতটা পরিমাণে খাচ্ছেন তাঁর

উপর নির্ভর করবে কারও

ডায়াবেটিস হয়! যদিও আম

ওজন বাড়া বা কমা।

মিথ ২: আম খেলে

আপনি মোটা হবেন না

হিজাব বিতকে ইন্ধন দিলেন

কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ

খান। শনিবার একটি টিভি চ্যানেলে

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, শিখ ধর্মে

পাগড়ির মতো হিজাব ইসলাম ধর্মের অঙ্গ নয়।এ প্রসঙ্গে তিনি কোরানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারিকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বারংবার অশান্ত হয়ে উঠেছে কলেজ ক্যাম্পাস। হিজাবের বিচারাধীন। সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল কোরানেও হিজাবের উল্লেখ রয়েছে মাত্র সাত বার। এটির সঙ্গে মহিলাদের পোশাক রীতির কোনও সম্পর্ক নেই। এটি 'পর্দার' সঙ্গে

সম্পর্কিত। যায় অর্থ আপনি ষখন

জানিয়েছে, রাজধানীর ৩০ লক্ষ বাসিন্দাকে জরুরি ভিত্তিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে তারা প্রস্তুত আছে। এখন প্রশ্ন হল, ইউক্রেনে হামলা করতে এত উদগ্রীব কেন প্রতিন? আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, মস্কোর আসল আপত্তি পর্ব ইয়োরোপে 'নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (ন্যাটো)' বাহিনীর কর্মকাণ্ড এবং ইউক্রেন নিয়ে তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা। পশ্চিমী দেশগুলোর কাছে মস্কো নিশ্চয়তা চায়, যে পূর্ব ইউরোপ থেকে তারা ন্যাটোর বাহিনীকে সরিয়ে নেবে এবং ইউক্রেনে ন্যাটো বাহিনীর প্রবেশের কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ মস্কো মনে করে, পশ্চিমী দুনিয়া আসলে রাশিয়া সীমান্তে ন্যাটোকে

বাড়াতে চায়। ওয়াশিংটন রাশিয়ার এই দাবি

এরপর দুইয়ের পাতায়

মক্ষো, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। ইউক্রেন সীমান্ত বরাবর বাশিয়া সংযম না দেখালে ফল হবে তাদের ক্ষেত্রে ইউক্রেন সরকার। কিভের মেয়রের কার্যালয় মোতায়েন করে পরোক্ষে রাশিয়ার উপর চাপ

সরাসরি খারিজ

লাইফ স্টাইল

আম-চাল-ঘি খাওয়া কিশরীরের জন্য খারাপ?

ধ্বংসাত্মক। যদিও ক্রেমলিন বরাবরেই মতোই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে ফোনালাপকে ঔপচারিকতা হিসেবেই বর্ণনা করেছে। আমেরিকার 'হুমকি'কেও পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না মস্কো। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার আক্রমণ আসবে কোন পথ ধরে, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধন্দ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, রাশিয়ার লক্ষাধিক সৈন্য তিন দিক দিয়ে ইউক্রেনকে ঘিরে ফেলেছে। দক্ষিণে জবরদস্তি করে অধিকৃত ক্রিমিয়া, রাশিয়ার দিকে দুই দেশের সীমান্ত বরাবর এবং উত্তরে বেলারুশের দিক থেকে রাশিয়ার সৈন্য সমাবেশ সম্পূর্ণ। এই তিন দিকের মধ্যে কোন্ অংশ দিয়ে মস্কো হামলা শুরু করবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। আমেরিকা ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা নিয়ে চরম উত্তেজিত

হলেও, সেই উত্তেজনার রেশ নেই কিভে। উল্টে

লক্ষাধিক সৈন্য সমাবেশ রাশিয়ার। চূড়ান্ত হামলার নীল নকশা প্রস্তুত। এখন প্রশ্ন, হামলা হবে কবে ?কেউ বলছেন চিনে শীতকালীন অলিম্পিক্স শেষ হলেই রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করবে। আবার অন্য একটি অংশের মত, ১৪ ফেব্রুয়ারি কিভ হয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলৎজের মস্কো সফর শেষ হলেই বাজবে যুদ্ধের ডঙ্কা। হামলার সময়-কাল নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও যুদ্ধ যে অবশ্যস্তাবী তা অবশ্য পশ্চিমী বিশ্বের প্রায় সকলেই মনে করছে। ব্যতিক্রম ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রক। তাদের শান্ত, ধীর স্থির ভাব দেখে আরও বিভ্রান্ত আমেরিকা। শনিবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে টেলিফোনে কথা বলেন রাশিয়ার নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। কিন্তু

তাল-নারকেলগাছে। এবার কেন্দ্রকে তোপ দাগল দাঁড়কাক-ভুবন চিল-কালো কংগ্রেস। কংগ্রেসের অভিযোগ, ডানা চিলের পরিত্যক্ত বাসাও নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ওরা নিজেদের বাসা করে নেয়। থাকাকালীন এই সংস্থাকে বিপুল কেরানীগঞ্জের প্রাণিবিদ মো পরিমাণ জমি পাইয়ে দেওয়া ফয়সল ২০০৯ সালে একটি হয়েছিল। কংখেসের দাবি, এবিজি শিপইয়ার্ডের বিরুদ্ধে তুরমতির ছানা পুষেছিলেন। ছেড়েই পালতেন। তার সাধুর পরামর্শে নিয়োগ ও পদোন্নতি বাড়িতে তখন আমি ৫—৬ বার যাই। সুযোগ পেয়ে একদিন নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের বেতন হয় বছরে ১.৬৮ কোটি টাকা। পরে যা বেড়ে ওটা পালিয়ে গিয়েছিল। যেহেতু এটি আমাদের বিরল আবাসিক শিকারি পাখি, সেহেত সারা দেশেই নজরে কম পড়ে। তবে ঢাকা শহরে আমার পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা এই বলে যে, রাজধানী শহরে ওদের খাদ্য সুলভতা যেমন আছে, তেমনি আছে বাসা বানানোর জন্য জুতসই বহু

জানা অজানা

তুখোড় শিকারি

ছানা ফোটে। ছানারা উড়তে

তারপরও ছানারা ২০-২৫ দিন

মা-বাবার ওপরে নির্ভরশীল

থাকে। এদের বাসা বাঁধার

মৌসুম হলো জানুয়ারি-জুন

অঞ্চলে নিয়মিত বাসা দেখা

টাওয়ার, উঁচুতে অবস্থিত

পরোনো আমলের পানির

ট্যাংকির তলদেশ, উঁচু

স্থান।

এরা সুউচ্চ স্থানে বাসা করতে

কমলাপুর রেলস্টেশন এলাকার

খাদ্যতালিকায় আছে আবাবিল-

ধানটুনি- ভরত- বাদামি কসাই

লাইটিং টাওয়ারসহ অন্যান্য

পছন্দ করে। তাই বহুতল

ভবনের ছাদের মোবাইল

টাওয়ার, স্টেডিয়াম ও

স্থান আছে রাজধানী ও

আশপাশে। এদের প্রিয়

বাতাসি- বাবুই- চড়ুই-

ইত্যাদি ছোট পাখিসহ

গিরগিটি-অঞ্জন-ছোট সাপ

খায়। সন্ধ্যায় যখন ঢাকা

ইত্যাদি। প্রয়োজনে চামচিকাও

শহরের আকাশে চামচিকারা

দলে দলে বেরিয়ে পড়ে, তখন

চামচিকা শিকারের দৃশ্যও দেখা

লেখার শুরুতে আমি যে অদৃশ্য

আবাবিলকে ঘিরে, চামচিকার

বৃত্তবন্দী করতে আমি বহুবারই

দেখেছি। উল্লেখ্য, ৫৪ পুরানা

পল্টনের পাঁচতলাবিশিষ্ট হলুদ

রঙের ভবনটিতে (বায়তুল

মোকাররম মসজিদের উত্তর

গেটের ঠিক বিপরীতে) আমার

কর্মস্থল ছিল ১৯৭৪ সাল থেকে

টানা ২৭ বছর। ওই ২৭ বছরই

আমি অফিসের দক্ষিণের প্রশস্ত

বারান্দাগুলোতে দাঁড়িয়ে বা

চেয়ারে বসে ওই 'বৃত্তবন্দী'

শিকারের দৃশ্য দেখেছি। এ

ক্ষেত্রে শিকার যেন স্থির হয়ে

যায় শন্যে, তখন শিকার ঠোঁটে

ধরে গিয়ে বসেছে কোনো উঁচু

ক্ষেত্রেও শিকারকে এ রকম

যেতে পারে ছাদে দাঁড়িয়ে।

বত্ত রচনার কথা বলেছি

মাস। ঢাকা শহর ও শহরতলি

তথা ঢাকার আশপাশের বিস্তৃত

যায় এদের। এরা বাসা করে উঁচু

শেখে ৪০-৫২ দিনে।

মতিঝিলের সিটি টাওয়ারের

শীর্ষদেশে চুপচাপ বসে আছে

পাখিটি। সেটা ওখানে বসেই

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকাসহ

দেখতে পাচ্ছে। চুপচাপ বসে

আছে বটে পাখিটি, ঘাড়-মাথা

বারবার এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছেযোগ্য

উড়ন্ত শিকার নজরে পড়ে কি

মাঝেমধ্যেই ঘাড়-মাথায় 'খোঁট'

আয়েশি ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাচ্ছে

মারছে নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি

করে। মতিঝিলের আকাশে

ভুবন চিলেরা, যদি অবেলায়

নজরে পড়ে কোনো শিকার বা

খাবার। শীতের গোধূলিবেলা

দ্রুত সন্ধ্যার দিকে দৌড়াচ্ছে

দেখতে পাচ্ছে সিটি টাওয়ারের

তো! ভুবন চিলেরা যেমন

পাখিটিকে, তেমনি এটাও

দেখতে পাচ্ছে ওদের। ভুবন

চিলেরা আকার ও ওজনে এটির

তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বড় হলেও

সমঝে চলে এটিকেই। কেননা,

দুর্দান্ত ডাইভ যেমন দিতে পারে

এরা, তেমনি বুকভরা সাহস

আর চোখভরা প্রচণ্ড রোষ

নিয়ে তেড়ে যেতে পারে

বাজ-ইগল বা কাকদেরও

উর্ধাকাশেওখানে একঝাঁক

আবাবিল পাখি (House

সুরে গানও গেয়ে চলেছে একটানা। এই পাখিটি টান টান

শিকারতারপর আস্তে করে

স্টেডিয়ামের দিকে এমনভাবে

আবাবিলের ঝাঁককে দেখতেই

পাচ্ছে না ! কিন্তু আবাবিলদের

পিলে চমকে গেল দুর্ধর্য শিকারি

করতে ঝাঁকটি আরও ওপরের

উড়াল দিয়ে সরলরেখায়

উড়ে চলল যে, যেন সে

পাখিটিকে আসতে দেখে.

ভয়ার্ত ডাকাডাকি করতে

দিকে উঠতে শুরু করেছে

যখন, তখন শিকারি পাখিটি

কিরে! কিরে! যাস কই!'

ধরনের ধমক মারতে মারতে

কৌণিকভাবে ওপরের দিকে

গিয়েই দলছুট একটি পাখিকে

ঘিরে শূন্যেই একটি বৃত্ত যেন

সম্মোহিত হয়ে গিয়ে ওইটুকু

খেতে থাকল, তখন শিকারি

পাখিটি 'ঠোঁট-তিরে' শিকার

বিদ্ধ করে বাঁ দিকে পাক খেয়ে

চলে গেল মতিঝিল-কমলাপুর

পার হয়ে আরও পূর্ব দিকে।

স্টেডিয়ামের আকাশে তখনো

আবাবিলটির খসে পড়া কিছু

লালচে-বাদামি ছোপ থাকে।

২৫-৩০ দিন তা দেওয়ার পরে

বাতাসে সাঁতার কাটছে

অদৃশ্য বৃত্তের ভেতরেই ঘুরপাক

তিরের ফলার মতো ছুটে

তৈরি করে ফেলল। আর

বৃত্তবন্দী আবাবিলটি যেন

হলো, টার্গেট করল

Swift) বৃত্তাকারে উড়ে-ঘুরে

আনন্দ-খেলায় মেতেছে, মিষ্টি

পাখিটির দৃষ্টি এখন স্থির ঢাকা

তোয়াক্কা করে না এরা।

স্টেডিয়ামের মাথার

তিরের ফলার মতো।

না! শিল্পিত ভঙ্গিতে

আশপাশের বহুদূর পর্যন্ত

প্রাক্তন এমডি-সিইও চিত্রা রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় বছরে ৪.২১ কোটি টাকা। সবচেয়ে বড় কথা, চিত্রা অনিয়মের মামলায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। সম্প্রতি দাবি করেছেন, এই সবটাই তিনি করেছিলেন হিমালয়ের এই মামলায় ১৯০ পাতার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এক সাধু 'শিরোমণি'র পরামর্শ মেনে। সেবিকে চিত্রা শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি। তাতেই জানা আরও জানিয়েছেন, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের আর্থিক গিয়েছে, উচ্চপদস্থ কর্তার নিয়োগ থেকে পদোন্নতি, ও ব্যবসার গোপন তথ্যও নিয়ে সাধুর সঙ্গে আলোচনা সবটাই হিমালয়ের এক সাধুর কথা মেনে করেছিলেন করতেন।এমনকী কর্মীদের কাজের মূল্যায়নও করতেন চিত্রা। ইতিমধ্যে অনিয়মের অভিযোগে চিত্রাকে ৩ 'শিরোমণি'র সঙ্গে কথা বলেই।২০১৩ সালের এপ্রিল কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এনএসই-র গ্রুপ থেকে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এনএসই-র অপারেটিং অফিসার এবং এমডি-র উপদেষ্টার পদে এমডি-সিইও ছিলেন চিত্রা রামকৃষ্ণ। তাঁর আমলে চিত্রা রামকৃষ্ণ নিয়োগ করেছিলেন আনন্দ ন্যাশনালস্টকএক্সচেঞ্জেএকাধিকঅনিয়মের অভিযোগ সুব্রহ্মণ্যনকে। দ্রুত তাঁর পদোন্নতিও হয়। বিরাট পদে 🛮 উঠেছিল। এর পরেই তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে নামে সেবি। সুব্রহ্মণ্যনকে নিয়োগ করা হলেও তার তেমন সম্প্রতি সেই রিপোর্টই প্রকাশ করেছে শেয়ার বাজার অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই জানা গিয়েছে। এর আগে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। তা থেকেই জানা গিয়েছে, গত ২০ বামার লরিতে বছরে ১৫ লক্ষ টাকারও কম বেতন বছর ধরে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ও কাজের বিষয়ে হিমালয়ের পেতেন সুব্রহ্মণ্যন। চিত্রার দাক্ষিণ্যে রাতারাতি তাঁর ওই সাধুর পরামর্শ মেনেই সব করতেন চিত্রা রামকৃষ্ণ।

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি।।

দেশের সবচেয়ে বড ব্যাঙ্ক

জালিয়াতির ঘটনা সামনে এসেছে

গতকাল। মোদির রাজ্য

গুজরাটের এবিজি শিপইয়ার্ডের

বিরুদ্ধে ২৮টি ব্যাঙ্কের মোট ২২

হাজার ৮৪২ কোটি টাকা

প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে।

ইতিমধ্যে সিবিআই মামলা রুজু

করেছে জাহাজ নির্মাণ সংস্থার

তিন কর্ণধার ঋষি আগরওয়াল,

সহানম মুথুস্বামী ও অশ্বিনী

কুমারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায়

২০১৮ সালেই

শিপইয়ার্ডের দুর্নীতির বিষয়টি

নজরে এনেছিল কংগ্রেস। যদিও

সেই কথায় আমল দেয়নি মোদি

সরকার। কংগ্রেসের মুখপাত্র

রণদীপ সূরজওয়ালা বলেনে,

কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রশ্ন করুন,



হিজাব ইস্যুতে মহারাষ্ট্রের থানে শহরে বিক্ষোভ। শ্লোগান উঠলো হিজাব আমাদের অধিকার ও গর্ব।

উক্রেনে হামলা শুধু সময়ের অপেক্ষা

ঐক্যমত্যে পৌঁছনো যায়নি। পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমের দাবি, ফোনে বাইডেন স্পষ্ট জানিয়েছেন, জনগণকে মাথা ঠান্ডা রাখার পরামর্শ দিচ্ছে

সুস্থ থাকার চাবিকাঠি লুকিয়ে

আছে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন।

বাজারচলতি ধারণার উপর

ভিত্তি করে অনেক ধরনের

খাবার বাদ দিয়ে যান। কিছু

খাবার আছে যেগুলো বেশি

পরিমাণে খেলে শরীরের ক্ষতি

পরিমিতভাবে খেলে কোনও

কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, সুগার

শরীরে খারাপ প্রভাব পড়তেই

বাদ দিয়ে দেন। যার ফলে

ক্ষতি হয় না। কেউ কেউ

তবে অনেকেই আছে

হয়, কিন্তু স্বল্প ও

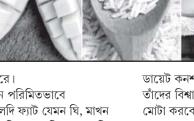
কার্নিশে। আগে ঢাকার পূর্ব প্রান্তের মান্ডার একটি বিদ্যুৎ মনে হতো এখনো আমার তাই-ই টাওয়ারের মাথার বাসায় যখন ফিরে মনে হয়, এল তুখোড় শিকারি জাদুটোনা জানে পাখিটি, তখন বাসার তিনটি ওরা। অথবা, বৃত্ত রচনা ক্ষুধার্ত ছানা খিদের কান্না জুড়ে করায় শব্দতরঙ্গে ব্যাঘাত ঘটে, দিল। পাখিটি অতটুকুন তাতে বেদিশা হয় চামচিকারা, আবাবিলটাকে (ওজন মাত্র ২২ কিন্তু আবাবিলরা কেন স্থির হয়ে যায়! মুখ দিয়ে কোনো অদৃশ্য গ্রাম) পায়ের তলায় চেপে বায়বীয় বিষাক্ত কিছু ছুড়ে দেয় রেখে নির্দয়ভাবে ঠুকরে ঠুকরে শিকারি পাখিটি! নাকি ওরা পালক তুলে ফেলে টুকরো সম্মোহিত হয়! বিষয়টি আজও টুকরো মাংস কেটে ঠোঁটে এনে বাচ্চাদের খাওয়াতে শুরু আমার কাছে গোলকধাঁধা। ২০১৮ সালেও আমি বাসার করল। এ সময় জোডের অন্য ছাদে দাঁড়িয়ে এ রকম দৃশ্য দেখে পাখিটিও শিকার মুখে বাসায় এসে নামল। তার শিকারটি থাকি। শিকারি এই পাখি শহরের হলো একটি পরিযায়ী বাদামি আকাশ পাড়ি দেয় মাস্তানির কসাই পাখি। সেটিও ছোট ভঙ্গিতে। ইচ্ছে করেই লেজ পাখি। এই যে টাওয়ারের নাডায়, পাখা দোলায় অন্য বাসাটি, সেটা তৈরি করতে এই ভঙ্গিতে, ওদের ছায়া দেখলেও দম্পতির সময় লেগেছিল ৮ পাতিঘুঘু- চডুই- বুলবুলি-দিন। তারপরে ডিম পেডেছিল আবাবিল -টুনটুনিদের পিলে ৩টি। তবে প্রায় ক্ষেত্রেই ৪টি চমকে যায়। ওরা ভয়ার্ত গলায় ডিম পাড়ে এরা। ডিমের রং হয় বিপৎসংকেত পাঠাতে থাকে সাদাটে-লালচে। তার ওপরে

আশপাশের পাখিদের। উডন্ত শিকারি চোখ রাখে নিচের

দিকে। শিকার মেলে কি না!



খান পরিমিতভাবে হেলদি ফ্যাট যেমন ঘি, মাখন বাদ দিয়ে যান কিছু স্ব-ঘোষিত



রোগের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে



তাঁদের বিশ্বাস এটি তাঁদের মোটা করবে আর কিছু

সিস্টেম সমস্ত কিছু কাজ করতে দরকার পরে ফ্যাটের। শুধু এড়িয়ে চলতে হবে ট্রান্স ফ্যাট,রাস্তার খাবার যা বারবার ভাজা হয়।

প্রয়োজন। মস্তিষ্ক, নার্ভাস

মিথ ১: 'ভাত মোটা করে না. মোটা করে আপনার লোভ'।

দেবে। আর এইসব হেলদি

অসুখ বা কোলেস্টেরলের

সমস্যাও হতে পারে।

আমাদের শরীরের ফ্যাট

ফ্যাট বাদ দিয়ে গেলে হার্টের

হোক বা কলা কোনও ধরনের মিষ্টি খাবার খেলেই ডায়বেটিস হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আসলে লোভ সম্বরণ করতে পারলেই হবে। আসল

তিনটি ভ্রান্ত ধারণা খাবার ব্যাপার হল আপনি কতটা



ক্রিকেটার ক্রয়-বিক্রয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ তা গোটা দেশের অধিকাংশ মানুষই জানে না। এদের

ফেব্রুয়ারি ঃ দুই দিনব্যাপী আইপিএল-র নিলাম পর্ব তুলনায় অমিত আলি জাতীয় ক্ষেত্রে অনেক পরিচিত।

সমাপ্ত হলো ব্যাঙ্গালুরুতে। ত্রিপুরার মাত্র একজন স্বভাবতই এই ক্রিকেটার ক্রয়-বিক্রয় পর্বে বাইরের

ক্রিকেটার এই নিলাম পর্বে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে শক্তির হস্তক্ষেপ ক্রমশঃ বাড়ছে বলে অভিযোগ

পেরেছিল।জাতীয় আসরে অনবদ্য পারফরম্যান্সের পর ক্রিকেট মহলের। চেন্নাই সুপার কিংস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স,

চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ট্রায়াল দিয়েছিল এই প্রতিভাবান রয়েলস চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু-র মতো কয়েকটি দল

অমিত আলি। নিলামে অবিক্রিত থেকে গেলো এই ছাড়া অন্য দলগুলি খেতাবের জন্য মোটেই লালায়িত

লেগস্পিনার। ত্রিপুরা থেকে এবার আইপিএল খেলবে নয়। আইপিএল তাদের কাছে শুধুমাত্র ব্যবসা।

অমিত এমন একটা প্রত্যাশা ছিল। আপাতত সেই শিল্পপতিরা লাভের জন্যই ক্রিকেটে বিনিয়োগ করেছে।

প্রত্যাশা পুরণ হলো না। তবে আইপিএল শুরু হতে আর বর্তমান সময়ে বিনিয়োগ থেকে লাভ আনতে

এখনও দেরি আছে। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে কয়েকটি হলে সরাসরি রাজনৈতিক প্রভাব দরকার। সুতরাং

কোটা বাকি থাকে। শেষ পর্যন্ত অমিত-র ভাগ্যে কি ক্রিকেটার ক্রয়-বিক্রয়ে এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের হয় তা সময়ই বলবে। তবে রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা স্বভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। চেতন সাকারিয়া

নিশ্চিত এবার না হলেও অমিত আলি-র জন্য অনেক নামের এক ক্রিকেটারকে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকার

বড় সাফল্য অপেক্ষা করে আছে। সহজে হারিয়ে বিনিময়ে কিনেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। অন্যদিকে.

যাওয়ার ছেলে নয় এই ডাকাবুকো লেগস্পিনার। ৫৯০ স্যাজিঙ্ক রাহান-র মতো ক্রিকেটার পাবে মাত্র ১ কোটি

জন ক্রিকেটার এই আইপিএল-র নিলামে অংশ টাকা। চেতেশ্বর পূজারা-র মতো ক্রিকেটারকে কোন

নিয়েছিল। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২৬৭ জনকে দল কিনেনি। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা আইপিএল

নিলামে তোলা হয়। ২৫৭ নম্বর ক্রিকেটার হিসাবে নিলাম পর্বে ঘটে চলেছে। খুব স্বচ্ছতার সাথে পুরো

নিলামে উঠে। তার বেস প্রাইস ছিল ২০ লক্ষ টাকা। বিষয়টা পরিচালিত হয় এটা এখন আর কেউ বিশ্বাস করে

যদিও ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির কেউই আগ্রহ দেখায়নি। না।তবে অমিত আলি-র হতাশ হওয়ার কিছু নেই।সবে

তবে এমন অনেক ক্রিকেটারই দল পেয়েছে যারা কোন সাত্র ১৯ বছর বয়স। এখনও অঢেল সময় পড়ে আছে।

রাজ্যের কিংবা ক্রিকেটার হিসাবে তাদের কি পরিচিতি একদিন অবশ্যই আইপিএল-র মঞ্চ মাতাবে অমিত।

প্রদীপ মালাকার-র স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

উধাও গুণমান

খেললো লালবাহাদুর, জিতলো এগিয়ে চল সংঘ



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, দুর্ভাগ্য, তারপরও জিততে পারলো আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে জয় পেলো এগিয়ে চল সংঘ। যদিও গোটা ম্যাচে অনেক দাপট ছিল লালবাহাদুরের। শুধুমাত্র শেষ লগ্নে সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করলো এগিয়ে চল সংঘ। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ বল দখল এবং মাঝমাঠের লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল লালবাহাদুর। তাদের ডিফেন্ডাররাও গোটা ম্যাচে অসাধারণ খেলেছে। বলা যায়, চলতি সিনিয়র লিগ ফুটবলে এদিনই সেরা খেলা খেললো লালবাহাদুর।

স্মৃতি টেনিসে

চ্যাম্পিয়ন বাংলা

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা

প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩

ফেব্রুয়ারি ঃ ১৮-তম কুশল

স্মৃতি টেনিসে দাপট দেখালো

বাংলা। রবিবার মালঞ্চ নিবাস

আসরের চূড়ান্ত পর্বের খেলা

স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে

অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষদের

ডাবলসে বাংলা চ্যাম্পিয়ন

মিক্সড ডাবলসে কলকাতা

হয়েছে বাংলা। পুরুষদের

বড়ঠাকুর বিজয়ী হয়েছে।

ফাইনালে সে হারিয়েছে

খান্না-কে। ম্যাচের পর হয়

পরস্কার বিতরণী অনষ্ঠান।

বিএসএফ-র আইজি এস কে

নিজের রাজ্যের শিবম

এতে উপস্থিত ছিলেন

নাথ, বেঙ্গল টেনিস

অ্যাসোসিয়েশনের

অ্যাসোসিয়েশনের সচিব

অ্যাসোসিয়েশনের সচিব

সুজিত রায়, ত্রিপুরা টেনিস

দাস, সহ-সভাপতি প্রণব

অন্যান্যরা। গত শুক্রবার

থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু

হয়েছিল। ভিনরাজ্য থেকে

সাতটি দল এখানে খেলতে

আসে। সবমিলিয়ে একটি

জমজমাট টেনিসের লডাই

উপভোগ করলো রাজ্যের

টেনিসপ্রেমীরা।

সাহা, তড়িৎ রায় সহ

টেকনিক্যাল ডিরেক্টর দেবপ্রিয়

চৌধুরী, যুগ্মসচিব অরূপ রতন

সুদর্শন ঘোষ, ত্রিপুরা টেনিস

সিঙ্গলসে বাংলার অভিনাংশু

হয়েছে মিজোরামকে হারিয়ে।

স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে সেরা

না লালবাহাদুর। অবশ্য দুইটি সমশক্তিসম্পন্ন দলের লড়াইয়ে এরকম ঘটনা বিরল নয়। গোটা ম্যাচে দাপট দেখিয়েছে একটা দল আর বাজিমাত করেছে অন্য দল। এমন ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এরকমই একটি ম্যাচে পরাস্ত হলো লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। যদিও পরাজয় তাদের প্রাপ্য ছিল না। ম্যাচটা ড্ৰ হলেই সঠিক কাজ হতো। এগিয়ে চল সংঘের বিদেশি ফুটবলার অ্যারিস্টাইড-কে এদিন

আগাগোড়া বোতলবন্দি করে রাখলো লালবাহাদুরের ফুটবলাররা। অ্যারিস্টাইড এদিন ফ্লপ। ফলে এগিয়ে চল সংঘের আক্রমণেও কোন ছন্দ ছিল না। কোন এক অজ্ঞাত কারণে রাজ্যের অন্যতম সেরা ফুটবলার রাজীব সাধন জমাতিয়া-কে প্রথম একাদশে রাখেননি দলের কোচ। দল ছন্দে নেই। অ্যারিস্টাইড সহ অন্যরা বার বার লালবাহাদুরের কংক্রিট ডিফেন্সে আটকে যাচ্ছে। এই সময় দরকার ছিল একজন সৃষ্টিশীল ফুটবলারের। তারপরও এগিয়ে চল

করেননি। কপাল ভালো বলতে হবে। তাই আগাগোডা কোণঠাসা থেকেও শেষ পর্যন্ত পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে এগিয়ে চল সংঘ। সিনিয়র ফুটবলের সূপার লিগে এদিন ছিল দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাব জয় পেয়েছে। ফলে এদিন লালবাহাদুর এবং এগিয়ে চল সংঘ দুইটি দলের কাছেই পুরো পয়েন্ট তুলে নেওয়া জরুরি ছিল। সেই লক্ষ্যেই খেলতে নামে দুইটি দল। ম্যাচের ৫ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় এগিয়ে চল সংঘ। কাগালি অনল-র ফ্রি কিক থেকে সনম লেপচা হেডে বল বাড়িয়ে দেয় অ্যারিস্টাইড-র কাছে।পা ছোঁয়ালেই গোল। এই অবস্থায় ব্যর্থ হয় অ্যারিস্টাইড। দুইটি দলের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা বার বার প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে পৌছে গেছে। কিন্তু দুইটি দলের রক্ষণভাগ এদিন ছিল অনবদ্য। প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকারদের কোন জায়গাই দেয়নি। ফলে সেই অর্থে সেরকম সযোগ তৈরি হয়নি। ম্যাচের ৩৪ মিনিটে লালবাহাদরের সামনেও একটা সুযোগ এসেছিল। রোনাল্ড সিং-র কাছ থেকে বল পায় কিমা। তবে গোল করতে ব্যর্থ হয়। বল দখলে • এরপর দইয়ের পাতায়

ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত

চৌধুরী। বর্ণালী সংঘ, রিক্রিয়েশন

ক্লাব এবং শৈব সংঘ এই তিনটি

ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই

প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনের পর

শৈব সংঘ বনাম সানডে একাদশের

উদ্বোধনী ম্যাচ প্রত্যক্ষ করলেন

ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। শুধু

উদ্বোধনই নয়, ব্যাট হাতে মাঠে

নেমে পড়েন তিনি। বেশ কিছু

নান্দনিক শট নিতে দেখা গেলো

তাকে। ড্রাইভ, পুল বেশ

সাবলীলভাবেই মারলেন।

পাশাপাশি রক্ষণও বেশ জমাট।

অর্থাৎ বোঝা গেলো, এক সময় তিনি

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্রিকেটটা ভালোই খেলতেন।

জয়ী দলকে সংঘের কোচ রাজীব-কে মাঠে নিয়ে র্যালি নামানোর প্রয়োজনীয়তাবোধ প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি

ধর্মনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আগরতলার আমতলি মাঠে অনুষ্ঠিত কমল কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল টিম যুবরাজ। এই জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে রবিবার সকাল নয়টায় কৃষ্ণপুর বাজার থেকে গাড়ি এবং বাইক নিয়ে এক র্যালি বের হয়। যুবরাজনগরের একটি থাম্য পরিবেশে ২ হাজার বাইক নিয়ে র্যালি করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে এলাকার যুবকরা। যুবরাজনগর বিধানসভা এলাকা পরিক্রমা করে এই র্যালি প্রবেশ করে ধর্মনগর শহরে। শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে এই র্যালি। রাস্তার দুই পাশে এই র্য়ালি দেখার জন্য ছিল রীতিমত জনঢল। এই ব্যালিতে রাজ্য মেডিক্যাল প্রভারি ডাঃ তমোজিৎ নাথ, উত্তর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি জয়দীপ শর্মা, বাগবাসা মন্ডলের সভাপতি সুদীপ দেব, রাজ্য যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রমপক দেবনাথ সহ বিভিন্ন জবের শাসক দলীয় পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কমল কাপ

কোটিপতি

ইভিয়ার সদস্যরা

ব্যাঙ্গালুরু, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। আইপিএল ২০২২ নিলামের দ্বিতীয় দিনেও অনেক অখ্যাত প্লেয়ার রাতারাতি হয়ে গেলেন কোটি পতি। যে তালিকায় রয়েছে দেশি-বিদেশি একাধিক ক্রিকেটার। বিশেষ করে এবার অনুর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতীয় তরুণ তুর্কিরা আইপিএল নিলামে কতটা টাকার ঝড় তুলতে পারে সেদিকে নজর ছিল সকলেরই। বিশেষ করে ২০২২ অনুধর্ব ১৯ বিশ্বকাপে অনবদ্য পারফর্ম করা অধিনায়ক যশ ধুল, রাজ বাওয়া, রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকর, রবি কুমাররা। আইপিএল মেগা নিলামে প্রত্যাশামতই তাদের পেতে ঝাঁপাল একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। একদিকে যেমন রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেলেন রাজ অঙ্গদ বাওয়া ও রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকর। অপরদিকে কোটিপতি না হলেও প্রথম আইপিএল নিলামে এসেই দল পেয়ে গেলেন অনুধর্ব ১৯ অধিনায়ক যশ ধুল।রবিবার আইপিএল নিলামের দ্বিতীয় দিনে রাজ অঙ্গদ বাওয়াকে ২ কোটি টাকায় দলে নিল পঞ্জাব কিংস। রাজ যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে। নিলামে ২০ লক্ষ টাকার বেস প্রাইজে থাকা রাজকে নিতে এদিন ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রীতির দল রাজকে তুলে নেয়। অলরাউন্ডার রাজ যুব বিশ্বকাপে ১০ ম্যাচ মিলিয়ে ২৫২ রান করেন। অনুধৰ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী আরেক অলরাউন্ডার রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকরও কোটিপতি হয়ে গেলেন নিলামে। ১৯ বছরের মহারাস্ট্রের ক্রিকেটার ১৪০-এর ওপর ধারাবাহিকভাবে বল করতে পারেন। তাঁর গতিতে মোহিত হয়েছিল বাইশ গজ। পাশাপাশি রাজবর্ধন ব্যাট হাতেও পারেন কামাল দেখাতে। হাতে আছে বড় শট। চেন্নাই সুপার কিংস সাধারণ তিরিশের কোটায় থাকা ক্রিকেটারদেরই নিয়ে দল সাজায়। এবার সেই ট্রেন্ড ভেঙে তারা রাজবর্ধনকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় দলে নিল। আইপিএল নিলামে দল পেয়ে খুশি দুই অলরাউভার। এবার ভারতীয় কোটিপতি লিগের মঞ্জেও নিজেদের জাত চেনাতে মরিয়া তারা। অনুধর্ব ১৯ বিশ্বকাপে দলকে চাম্পিয়ন করলেও কোটিপতি হতে পারলেন না যশ ধুল। তবে আইপিএল নিলামে দল পেয়ে গেলেন মিডল অর্ডার বাটসমান। অবশ্য লাখপতি হয়েছেন ধুল। ৫০ লক্ষ টাকায় যশ ধুলকে দলে নিল দিল্লি ক্যাপিটালস। ৪ বছর ২০১৮ সালে অনুধর্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক পৃথি শ-কেও আইপিএল নিলামে দলে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস বর্তমানে তিনি দিল্লি দলের তারকা বাটসমান। খেলেছেন সিনিয়র টিম ইন্ডিয়া।এবার আরও এক অনুর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়কের উপর ভরসা রাখল দিল্লি ক্যাপিটালস দল। প্রথম এগারোয় জায়গা পেলে নিজের সেরাটা

জুনিয়র টিম

এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি স্বপন সাহা। সভার শুরুতে প্রদীপ মালাকার-র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রথমে ভার্চুয়াল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সদ্য

প্রয়াত প্রাক্তন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অ্যাথলিট তথা প্রখ্যাত

কোচ প্রদীপ মালাকার-র স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার। এদিন

সকাল ১১টায় এনএসআরসিসি-তে

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্মৃতিচারণ করে আলোচনায় অংশ নেন প্রয়াত প্রদীপ মালাকার-র কোচ হীরালাল দাস। এরপর সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা প্রদীপ মালাকার-র কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের



তপন ভট্টাচার্য, মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার অ্যাসোসিয়েশনের সচিব বিপ্লব দত্ত, সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

রাজেশ মজুমদার, কামাল হোসেন, অমিয় কুমার দাস সহ অন্যান্যরা। সভাপতি পঙ্কজ বিহারী সাহা, সভার শেষে এক মিনিট নীরবতা সহ-সভাপতি লক্ষ্ণ দে, চঞ্চল পালন করা হয়। প্রয়াত প্রদীপ মজুমদার, ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স মালাকার-র পরিবারের প্রতি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ দলের দুইটি পরিবর্তন নিয়েও একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পরাজয়ের জন্য হতাশা তো রয়েছেই পাশাপাশি ফুটবলপ্রেমীদের প্রশ্ন,

ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে হয়েছে। কোচ জানিয়েছেন, বাইরে থেকে চাপ এসেছিল লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম এগিয়ে চল সংঘের এই দুই ফুটবলারকে তুলে নিতে। তাই আমাকেও তুলে জমজমাট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো। দর্শকরা খুশি। উপস্থিত নিতে হয়েছে। গোটা মাঠ দেখেছে এই দুই ফুটবলারকে অন্যরাও এই উপভোগ্য লড়াইয়ে সম্ভষ্ট। এগিয়ে চল সংঘত্তলে নেওয়ার পরই লালবাহাদুর কিছুটা ছন্দহীন হয়ে নামমাত্র গোলে জিতেছে। কিন্তু জিততে পারতো পড়ে। এরই সুযোগ নেয় এগিয়ে চল সংঘ। এতদ্বারা লালবাহাদুরও। ফুটবল দেবতা এদিন তাদের সাথে ছিল এই বিষয়টা আরও একবার সামনে এলো শহরের না। সম্ভবত বৃহস্পতি তুঙ্গে ছিল এগিয়ে চল সংঘের। ক্লাবগুলিতে একজন কোচ থাকলেও আসলে ক্লাবের তাই অতি সাধারণ মানের ম্যাচ খেলেও জিতে নিয়েছে স্বাই একেকজন মরিনহো, মানচিনি, জুরগেন ক্লপ। তারা। ম্যাচের পর লালবাহাদুর কোচ খোকন সাহা এগিয়ে চল সংঘের কোচ সুজিত হালদার আবার একটু জানালেন, দল লড়াই করেছে। আগাগোড়াই প্রতিপক্ষের অন্যরকম। রাজ্যের অন্যতম সেরা ফুটবলার রাজীব উপর দাপট দেখিয়েছে। দুর্ভাগ্য, তারপরও হারতে হলো। সাধন জমাতিয়া-কে মাঠের বাইরে রেখে প্রথম একাদশ সুবন সূত্রধর-র ফ্রি কিক যখন এগিয়ে চল সংঘের গড়ার সাহস রাখেন। আগের ম্যাচে রাজীব-র নাকি চোট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে তখনই নাকি তিনি বুঝে ছিল। তাই তাকে নাকি দলে রাখা হয়নি। আর এদিন গিয়েছিলেন যে, দিনটা তাদের নয়। শেষ পর্যন্ত তাই যুক্তি দিলেন রাজীব-র গতি নাকি কমে গিয়েছে।

ক্লাব, মহকুমাগুলির মধ্যে তীব্র ক্ষোভ

টিসিএ কেন এবং কাদের জন্য ভুলে গেছে বৰ্তমান কমিটি

প্র**তিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,** কমিটি। বাইরে থেকে বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রভাব টিসিএ-তে এখন আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর টিসিএ-র বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তিন বছর মেয়াদি টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্ষমতাসীন হয়। টিসিএ-র সংবিধান মোতাবেক তিন বছর মেয়াদ এই কমিটির। ফলে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে টিসিএ-র নতুন কমিটির নির্বাচন বা মনোনয়ন করতে হবে। জানা গেছে, এবার টিসিএ-র কমিটি গঠনে নির্বাচন চাইছে সিংহভাগ ক্লাব এবং মহকুমা। একই দাবি আজীবন সদস্যদেরও। যদিও টিসিএ-তে এতদিন নির্বাচন এডিয়ে মনোনীতভাবেই কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এবার নাকি অন্যচিত্র। বিশেষ করে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্বে আসার পর গত ২৯-৩০ মাসে রাজ্য ক্রিকেটে যে অন্ধকার নামিয়ে আনা হয়েছে সেই জায়গায় দাঁডিয়ে অধিকাংশ ক্লাব ও মহকুমা চাইছে, সদস্যদের

বৰ্তমান সময়ে যেভাবে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেভাবে আর কমিটি চায় না ক্রিকেট মহলও। সূত্রে খবর, বেশ কিছু ক্লাব এবং মহকুমা নাকি এখন থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে কিভাবে সেপ্টেম্বর মাসে টিসিএ-তে একটি ক্রিকেটমুখী কমিটি গঠন করা যায়। জনৈক ক্লাব প্রতিনিধি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেটে আছি। অনেকবার টিসিএ-তে এসেছি। কিন্তু এবারের মতো এতো বাজে অভিজ্ঞতা অতীতে হয়নি। তবে মানুষ তো অতীত থেকেই শিক্ষা নেয়। তাই এবার আমাদের শিক্ষা নিয়ে নতুন কমিটি গঠনে ক্রিকেটমুখী হতে হবে। এই প্রসঙ্গে টিসিএ-র সদস্য ওই ক্লাব প্রতিনিধি বলেন, রাজনীতি যদিও ক্রিকেটের অঙ্গ কিন্তু এখন টিসিএ-তে যা চলছে তা নজিরবিহীন। অতীতে কোনদিন বছরের পর বছর ঘরোয়া ক্রিকেট ও মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ রাখা

হয়নি। ওই সদস্য বলেন,

এতটাই বেশি যে এখানে রাজনীতি ছাড়া কিছুই হচ্ছে না। টিসিএ কেন, টিসিএ কাদের জন্য, টিসিএ-তে কি কাজ এই সমস্ত বিষয়ই বর্তমান কমিটির হয়তো জানা নেই। ফলে ক্রিকেট বন্ধ থাকলেও কমিটির কোন হেলদোল নেই। টিসিএ-তে যেন একটা ভয়ের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। প্রথম প্রথম অনেক সদস্য কথা বলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দেখা গেছে, ক্রিকেটের কথা বলা সত্তেও কমিটির শত্রু হতে হয়েছে। মনে হয়েছে, কমিটির ক্রিকেট খেলা নিয়ে কোন চিন্তা নেই। অধিকাংশ ক্লাবই বুঝতে পারছে যে, টিসিএ আজ ক্রিকেটকে শেষ করে দিচ্ছে। আর এর জন্য রাজনীতি দায়ী। ফলে যদি রাজনীতির বাইরে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে আগামী দিনে টিসিএ থাকেবে, ক্রিকেট থাকেবে। থাকবে না ক্লাব এবং মহকুমা। কিন্তু তা তো হতে পারে না। তাই নতুন কমিটি রাজনীতিমুক্ত এবং নির্বাচিত হওয়া দরকার।

বিআরএস ইউনিটি কাপের

উদ্বোধন করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, কলেজ মাঠে আয়োজিত বিআরএস আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ইউনিটি কাপ নক্আউট ক্রিকেটের

রবিবার কুমারীটিলার বেসিক ট্রেনিং উদ্বোধন করলেন রাজ্যের ক্রীড়া

এক ঘণ্টার প্রস্তুতিতেই আইপিএল নিলামে কামাল করলেন মুশাকল

ব্যাঙ্গালুরু, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। সংশ্লিষ্ট কর্তাদের থেকে এক ঘণ্টায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মান রক্ষা নিলামের সমস্ত নিয়ম, নিলাম কোন্ আইপিএল নিলাম সঞ্চালনার কঠিন দায়িত্ব কাঁধে তলে নেন। চারুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আগের সঞ্চালক হিউ এডমিডেসও। এবারের নিলাম প্রক্রিয়ার সঙ্গে আগে থেকে যুক্ত ছিলেন না চারু। কিন্তু নিলাম সঞ্চালক এডমিডেস অসুস্থ হওয়ার পর বোর্ডের প্রস্তাব

হয়ে যান চারু। এর পরের ঘটনা সকলেরই জানা। সাবলীল ভাবে শেষ করেন নিলাম পর্ব এডমিডেস

অজিথ রামামূর্তি। কঠিন পরিস্থিতিতে সফল ভাবে দায়িত্ব পালন করায় চারুকে টুইটে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রামামূর্তি ৷ আইপিএল-এর নিলাম চলার সময় শনিবার হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন সঞ্চালক এডমিডেস। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার ওয়ানিন্দ হাসরঙ্গরকে নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি দর হাঁকার সময় হঠাৎই সংজ্ঞা হারান তিনি।তডিঘডি নিলাম স্থগিত করে দেয়

বিসিসিআই। এডমিডেসের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। নিলাম ●এরপর দইয়ের পাতায়

অসুস্থ হওয়ার পর থেকে চারু দায়িত্ব নেওয়ার আগে পর্যন্ত টেনশনে ছিলেন বোর্ড কর্তারা। বিশ্বের সব থেকে দামি ক্রিকেট লিগের নিলাম পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করাই ছিল পেয়ে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে চারু তাঁদের লক্ষ্য। সেই সময়ের পৌঁছে যান হোটেলে। বোর্ডের পরিস্থিতি টুইট করে জানিয়েছেন

করলেন চারঃ শর্মা। শনিবার পর্যায় রয়েছে সব কিছু বুঝে নেন আ পৎকালীন পরিস্থিতিতে এবং নিলাম সঞ্চালনার জনা প্রস্তুত

রাজ্য সরকারের নজিরবিহীন ব্যর্থতা

চার বছরে খেলাধুলাহীন করে দেওয়া হয়েছে ক্রীড়া পর্যদকেই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ফুটবল। যদিও টিসিএ-র ঘরোয়া ক্রীড়া সংস্থাগুলির বিভিন্ন জেলা ও আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্রিকেট এবং মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ। সাধারণত এরাজ্যে নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকেই ফুটবল ছাড়া অন্যসব ইভেন্টে বিভিন্ন জেলা ও রাজ্যভিত্তিক খেলা শুরু হয়ে যায়। তবে করোনার ধাক্কায় গত দুই বছর ধরেই সময় মতো কোন কিছুই হচ্ছে না। তবে ২০২০ সালে করোনার কারণে খেলাধুলা নিয়ে বিধি-নিষেধ থাকলেও ২০২১ সালে ততটা বিধি-নিষেধ ছিল না। এরাজ্যে ১ আগস্ট থেকেই অবশ্য সরকারিভাবে খেলাধুলার অনুমতি ছিল। এখন তো তেমন কোন বিধি-নিষেধ নেই। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এখন লক্ষ লক্ষ টাকার বাজেটে টেনিস ক্রিকেট যেমন হচ্ছে তেমনি আগরতলায় টিএফএ-র ক্লাব

তবে ঘটনা হচ্ছে, এরাজ্যে টেনিস ক্রিকেট এবং টিএফএ-র ক্লাব ফুটবল ছাড়া অন্য ইভেন্টে খেলাধুলা কিন্তু বন্ধ। অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক খেলা যেমন জেলাভিত্তিক এবং রাজ্যভিত্তিক মিটও। বাম আমলেও দেখা গেছে যে, ডিসেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস পর্যস্ত বিভিন্ন ইভেন্টে মহকুমা, জেলা ও রাজ্য ক্রীড়া আসর চুটিয়ে হয়েছে। মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্য আসর শেষ করার একটা অলিখিত নির্দেশ থাকতো রাজ্য ক্রীড়া পর্যদ থেকেও। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, প্রথমে মানিক সাহা এবং বর্তমান সময়ে অমিত রক্ষিত-র নেতৃত্বে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ পুরোপুরি ব্যর্থ রাজ্যে স্বশাসিত

রাজ্যভিত্তিক আসরের আয়োজনে। অর্থাৎ সোজা বাংলায় রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর হাঁটু ভেঙে পড়েছে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ। গত প্রায় চার বছরে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ নিজেরা হাতে-গোনা কিছু ইভেন্টে রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া এবং একবার খেলো ইভিয়া ছাড়া কোন রাজ্যস্তরের খেলাধুলার আয়োজন করতে পারেনি। অর্থাৎ ক্রীড়া পর্যদই খেলাধুলাহীন।এতদিন (বাম আমল পর্যন্ত) রাজ্য ক্রীড়া পর্যদের আর্থিক সাহায্যে এরাজ্যে বিভিন্ন ইভেন্টে জেলাভিত্তিক ও রাজ্যভিত্তিক খেলা হতো। বিভিন্ন স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা যারা ক্রীড়া পর্যদের অনুমোদিত তারা জেলা ও রাজ্য আসরের জন্য

সরকারি অনুদান পেতো। এই টাকায়

জেলা ও রাজ্য আসর হতো। কিন্তু মানিক সাহা এবং অমিত রক্ষিত-রা

নাকি এক প্রকার সরকারি অনুদান দেওয়ার বিষয়টি তুলেই দিয়েছে। মাঝে মধ্যে কোন কোন অ্যাসোসিয়েশন সরকারি অনুদান পেলেও তা নাকি একটা মহকুমা মিটের খরচের চেয়ে কম। অভিযোগ, গত বছর নাকি কোন কোন স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাকে বলা হয়েছিল জেলাভিত্তিক ও রাজ্যভিত্তিক আসর করার পর খরচের বিল ক্রীড়া পর্যদে জমা দিতে। দেখা গেছে, এক লক্ষ টাকা খরচ করে ক্রীড়া পর্যদে বিল দিলে নাকি প্রাপ্তি ২৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ ৭৫ হাজার টাকার ঋণ ওই রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার কাঁধে। গত বছরের

●এরপর দুইয়ের পাতায়

দলে জায়গা করাই তার লক্ষ্য। ভোটে (নির্বাচন) গঠিত হউক স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরী ওবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক বোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক বোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম

দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন

যশ ধুল। এবার সিনিয়র ভারতীয়



স্পাই অরুণ, প্রতিবাদী'র খবরের সত্যতা খুঁজে পেলো পুলিশকতা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। নেশা বিরোধী অভিযানের খবর আগে পৌঁছে যায় নেশা কারবারিদের কাছে। এতো কিছুর পরও পুলিশ সফল হতে পারছে না। আপ্রাণ চেস্টা করে রবিবার খানিকটা হলেও সফল হতে পেরেছে এমজি বাজার পুলিশ টিম। আর তার পেছনেই অনুসন্ধান করে পুলিশ কর্তারা আসল কারণ বের করতে পেরেছেন। যে খবর অনেক আগেই প্রতিবাদী কলম বলে দিয়েছিল পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযানের আগাম খবর পৌছে দিচ্ছে অরুণ। পুলিশের মধ্যেই যে বিভীষণ সেই বিষয়টিও অনেক এদিন নেশা সামগ্রী মজুত করার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

তেলিয়ামুড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। কম

করে ৬ হাজার মানুষের

রুজি -রুটিতে আঘাত এসেছে

রাজনৈতিক কারণে। বেশ কিছুদিন

ধরে এডিসি এলাকায় ওএনজিসি'র

দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন সংস্থা কাজ

করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এবার

সরাসরি সেই বাধাদানকারীদের

রাজনৈতিক পরিচয়ও তুলে

ধরেছেন স্থানীয় নাগরিকরা।

তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ি এলাকার

নাগরিকদের অভিযোগ, তিপ্রা মথার

লোকজন কাজে বাধা দিচ্ছে। যে

কারণে কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে

আছে ওই এলাকায়। এমনকী কোটি

কোটি টাকার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ আটকে

রেখে দিয়েছে সেই রাজনৈতিক

মদতপুষ্ট মাফিয়ারা। এলাকাবাসীর

অভিযোগ, মোট ৫টি সংস্থার কাজ

এখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে আছে।

প্রতিটি সংস্থার সাথে জড়িয়ে আছে

হাজার হাজার শ্রমিক। কম করে দুই হাজার শ্রমিকের পরিবার এতে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায়

৬ হাজার মানুষের পেটে আঘাত

এসেছে রাজনৈতিক কারণে।

তেলিয়ামুড়ার দুস্কি, মালাকতই,

দুর্গাবন, দোখাইজামাদার,

হাকিমপাড়া-সহ কল্যাণপুরের বড়



আগেই এই পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। অবশেষে রবিবার বিষয়টির সত্যতা খুঁজে পেয়েছে পুলিশ কর্তারা। খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নিতে চলেছে জেলা পুলিশ। জানা গেছে, এমজি বাজার পুলিশ টিম

রাজনৈতিক বাধার কারণে ৬

ময়দান এলাকায় ওএনজিসি'র

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কুপ খননের কাজ

শুরু করেছিল। দুই বছরের সময়

নিয়ে এই কাজ শুরু হয়। কিন্তু দুই

মাস কাজ করার পরই বিভিন্ন মহল

থেকে তাদের উপর চাপ আসে কাজ

বন্ধ করতে। যে কারণে ভয়ে

শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেন।

কোম্পানির লোকজনও এই ঘটনায়

হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাদের কথা

অনুযায়ী হুমকিদাতারা বিভিন্ন

JOB VACANCY

একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর

আগরতলা সহ ত্রিপুরার মধ্যে

অন্যান্য (আমবাসা, উদয়পুর)

শাখা অফিসে কাজ করার জন্য

36 জন তরুণ/তরুণী

জাতি/উপজাতি আবশ্যক।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক

বৎসর। মাসিক বেতন ঃ

5000-10,000 (নিম্ন পদে)।

12000-18,000 টাকা (উচ্চ

গ্র্যাজুয়েট। বয়স 18-25

জার মানুষের পেটে লাথি



খবর পেয়ে প্রতাপগড় এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল। যদিও অভিযান চালানোর আগেই কারবারিদের কাছে খবর পৌছে গেছে। পুলিশের একাংশ অতি তৎপর হয়ে সেখানে পৌছে দু'জন নেশা কারবারি-সহ বিপুল পরিমাণ

নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে। সুমন সাহা ও সজল দাস নামের দুই নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এই অভিযান দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে। পুলিশের অভিযানকে সমর্থন জানিয়ে শাসকদলের লোকজন জানিয়েছে. এই এলাকায় গত কয়েক মাস ধরেই নেশা সামগ্রী বিক্রি হয়ে আসছে। এর একটা বিহিত করার দাবিও জানিয়েছে এলাকাবাসী। বিজেপির কার্যকর্তাদের দাবি, সেখানে পুলিশ যদি নিয়মিত অভিযান চালায় তাহলে নেশা কারবারিদের কোণঠাসা করা সম্ভব হবে। এদিন এরপর দুইয়ের পাতায়

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৯,৮০০ ভরি ঃ ৫৮,১০০

ভার্ত চলছে **Open Board**

10th & 12th এ পরিক্ষা দিয়ে পাস করতে অতিসত্ত্র যোগাযোগ করুন BA,MA,D PHARMA ENGG,DMLT,BED,D.ELED যোগাযোগ

7642014420

বাড়িতে বসেই মনের পছন্দমতো কেক অর্ডার, করার জন্য আজই Android Playstore থেকে ডাউনলোড করুন "INDIAN CAKES AND NUTS" App এবং কম্পিউটার থেকে খুলুন indiancakesandnuts.com Home Delivery Available.



অতিসত্ত্র যোগাযোগ করুনঃ 7005735604 (C) 9862108155 (W) দিয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে কাজ বন্ধ করতে হয়। এখনও অনেক যন্ত্রাংশ ওই এলাকাতেই আটকে আছে। কাজ হারিয়ে ৭৫ শতাংশ শ্রমিক ইতিমধ্যে বাড়ি চলে গেছেন। তবে কি কারণে কাজ বন্ধ করার হুলিয়া এরপর দুইয়ের পাতায়

জায়গায় দামি ক্যাবল কেটে

কেক-এর কাজ শিখে নিজেকে স্বনির্ভন করে গড়ে তোলার জন্য আজই যোগাযোগ করুন। Franchaise Opportunity Open. Call:7005503316 হান্ডয়া আয়বোদক মোডাসন সেন্টার Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182 পেটের সমস্যা

পায়খানা পরিষ্কার রাখার জন্য সেবন করুন। L- Rex Powder MRP: 110/-

স্বর্ণালঙ্কার চুরিকাণ্ডে

গ্রেফতার যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। বিলোনিয়া বনকর এলাকায় বাসন্তি চক্রবতীর ভাড়াটিয়ার ঘর থেকে স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে পুলিশ সন্দেহভাজন ৪ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিলোনিয়া থানায় নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদে ৪ জনের মধ্যে এক যুবক স্বীকার করে নেয় সে ওই ঘটনার সাথে জড়িত।অভিযুক্ত যুবকের নাম সায়ন দেবনাথ। শান্তিরবাজারে তার বাড়ি। ঘটনার মূল অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার সায়ন দেবনাথকে আদালতে পেশ করা হবে। গত কিছুদিন আগে বাসন্তি চক্রবর্তীর ভাড়াটিয়ার ঘর থেকে স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়েছিল। পরবর্তী সময় পুলিশের কাছে মামলা দায়ের করা হয়। জানা গেছে, সায়নের পাশের ঘরেই থাকেন ওই ভাড়াটিয়া। ঘটনার দিন তারা কেউই ঘরে ছিলেন না। সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে সায়ন দেবনাথ স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নিয়ে

এরপর দুইয়ের পাতায়

জায়গা বিক্রয়

মোহনপুর এসডিএম অফিস সংলগ্ন মূল সড়কের পাশে এক কানি সমতল টিলা জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ—

97748101871

ञान रेटिया अत्रन छालिख

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

Contact 9667700474

পাইলস, ফিসটুলা ক্লিনিক

বিনা অপারেশনে আয়ুর্বেদিক ক্ষারসূত্র পদ্ধতি চিকিৎসালয়

ডাঃ স্বরূপ মজুমদার

অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল

আয়ুর্বেদিক কলেজ এণ্ড হসপিটাল।

03813564210 / 8119907265 / 8119853440

মেডিস্ক্যান ডায়গোনস্টিক

৪৫, হরি গঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন

নস্তানের চিস্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

আপনি কি কস্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমা

নমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্ত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে

বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভত হয় তাহলে

একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান

ঘরে বঙ্গে 🗛 to Z সমস্যার সমাধান

কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পোশালিস্ট।

লক্ষ টাকা-সহ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রুটিন তল্লাশির সময় শান্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ি ড্রপগেট এলাকায় পুলিশ বাহিনী একটি মারুতি গাড়ি আটক করে। সেই

গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় নগদ ২৪ লক্ষ টাকা। পুলিশের কথা অনুযায়ী গাড়িতে কেবলমাত্র চালকই ছিলেন। প্রাণেশ ভৌমিক নামে ওই গাড়ি চালক দাবি করেন, আগরতলা থেকে রাবার বিক্রি করে তিনি ২৪ লক্ষ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন।তার বাড়ি সাব্রুমের মনুবাজার থানা এলাকায়। প্রাণেশ ভৌমিক আরও

জানান, তাদের রাবার ব্যবসার

দোকান আছে। সন্দেহভাজন ওই

এম.এস (আয়ু)

ব্যক্তিকে টাকা সমেত পতিছড়ি ড্রপগেট থেকে শান্তিরবাজার থানায় নিয়ে আসা হয়। এদিকে,

অবগত করেন। তাদের নির্দেশ মোতাবেক শান্তিরবাজার থানার পলিশ টাকা সমেত প্রাণেশ ভৌমিককে পরবর্তী সময় আয়কর দফতরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেন। এক সাথে ২৪ লক্ষ টাকা নিয়ে আসার বিষয়টি পুলিশের কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে। সন্দেহের আরও কারণ প্রাণেশ ভৌমিক রাবার বিক্রির কোন বৈধ নথিপত্র পুলিশকে দেখাতে পারেননি। সেই কারণে সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। এরপর দুইয়ের পাতায়

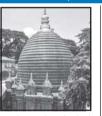
শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ঘটনাটি

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং

দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারকে

स्रप अथवा विवास वार्षिकी Happy Anniversary প্লাতম প্ৰবং ব্যোজা **গুভ কামনা**য় দীপ কাহা

চাকুরি ও শত্রু দমনে শ্রেষ্ঠ



মা কামাখ্য

— ঃ ঠিকানাঃ– খেজুর বাগান, ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স, জিঞ্জার হোটেল সংলগ্ন।

যেমন চাকুরি, গৃহশান্তি, প্রেম, বিবাহ, সন্তানের চিন্তা, ঋণমুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোনও ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সময় ঃ সকাল ৯.০০ - ১২.০০ টা বিকাল ঃ ৩.০০ - ৬.০০টা

Contact: 9862218230 / 8131076904

বিশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।













নমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।











Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,

Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM Email: newradhankl@gmail.com







FURNITURE IDEAS